বিজ্ঞাপন

আমি এই ধর্ম্ম সংক্রান্ত চণ্ডী নামক পুস্তকখানি পদ্য ছন্দে সঙ্কলন করিয়া অর্থাভাবে মুদ্রাঙ্কন প্রত্যাশা একবারে পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরুৎসাহ হইয়াছিলাম। পরে পুরুলিয়া নিবাসী কতিপয় ভদ্র ব্যক্তির নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে শ্রীশ্রী৺ ইচ্ছায় মুদ্রাঙ্কন কার্য্য শেষ করিলাম বটে কিন্তু আমার ন্যায় সামান্য ব্যক্তির সঙ্কলিত এই পুস্তকখানি সর্ব্ব-সমাজে সাধারণের মনোনীত হইবে সে আশা অতি দুরূহ যদ্যপি হয়, তবে আমার সমস্ত শ্রম সফল [illegible] ৮ সাল। তারিখ

২২

গণেশ ও সরস্বতী বন্দনা।

একদন্তা মহাকায় দেব গজানন
লম্বোদর করি আমি চরণ বন্দন।
সরস্বতী দেবী পরে করিয়া স্মরণ
প্রবৃত্ত হইনু চণ্ডী রচনা কারণ।
বেদমাতা বীণাপাণী তব কৃপাবলে
চণ্ডী শেষ করি যেন আমি অবহেলে।

কীট একটী সামান্য ভক্ত অনায়াসে শীত গ্রীষ্মকে জয় করিয়া, গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি পরিবৃত হইয়া, এবং শীত কালে জলে ডুবিয়া থাকিয়া তাঁহার সাধনের বলের পরিচয় দিয়া থাকেন, তিনি কিনা শীতে অভিভূত এবং গ্রীষ্মে উদ্বেজিত হইবেন ! ! !)হায় কি বিড়ম্বনা ! ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে ? আর্য্য সন্তানগণ প্রকৃত ভগবৎ পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হৃদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

এই ধর্ম্মান্দোলনের সময়ে আমাদের একবার অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য হিন্দু শাস্ত্রীয় পূজাবিধির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি ? পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যা কথা কহিতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয় লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছি, হিন্দু মহাশয় দিগকে জিজ্ঞাসা করি তাঁহারা বলুন এই ভাবে পূজা করিলে পূজা হয় কি না ? শাস্ত্র কখনও ইহার প্রশ্রয় দিতে পারেন কি না ? প্রকৃত পূজা করিলে উপাস্য দেবতার ভাব পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। আমাদের এদেশে তাহা কি হইতেছে ? যে শক্তিপূজা হয় লোককে শক্তিমান্ করিবার জন্য, দেশে সেই শক্তির পূজা করিয়া কোটী কোটী প্রাণী নিতান্ত নির্জ্জীব অবস্থায় মূষিকের ন্যায়, পিপীলিকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে ইহার নাম কি পূজা ? এখন কেবল বাহিরে ঢাক

ঢোলের বাজনা, বলিদানের ঘটা, ডাকের গয়নার সজ্জা, আর কিছুই নয়। প্রকৃত শক্তি পূজা এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে। আসুন, আমরা একবার দেখি প্রকৃত শক্তি পূজা এদেশে আনিতে পারি কি না। এখন সময় আসিয়াছে, একবার হিন্দুশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি, যদি সার পাই, আদরে গ্রহণ করিব নতুবা দূর করিয়া ফেলিয়া দিব, গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিব। বাস্তবিক এই শাস্ত্রীয় বিধির গূঢ় রহস্য রহিয়াছে, ইহাতে নিরাকারের পূজাই প্রতিপাদন করিতেছে। সেই নিরাকার সাধনের সুবিধার জন্য প্রথম শিঁড়ি বাহ্যপূজার কল্পনা করা হইয়াছে।

উত্তমো ব্রহ্মসদ্ভাবো ধ্যানভাবস্তু মধ্যমঃ।
স্তুতির্জপোঽধমো ভাবো বাহ্যপূজাধমাধমা॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

তন্ময় ভাব—ব্রহ্মময় ভাব উত্তম, ভগবান্ এবং জীব এক হইয়া গিয়াছে সেই ভাব উত্তম, ধ্যান ভাব মধ্যম, স্তুতিজপ অধম, বাহ্য পূজা অধমের অধম। কিন্তু অধমের অধম বলিয়া কেহ উড়াইয়া দিবেন না, ইহা অনেকের প্রয়োজন, ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মে পঁহুছা যায়। বাহ্য পূজার পরে স্তুতিজপ, পরে ধ্যান, পরে ব্রহ্ম সদ্ভাব। অল্প বুদ্ধিলোকদিগের জন্য বাহ্য পূজা, নিরাকারার সাকার পূজার আবশ্যক হয়।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কালীপূজা সম্বন্ধে পার্ব্বতী সদাশিবকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

মহদ্‌ যোনেরাদিশক্তের্ম্মহাকাল্যা মহাদ্যুতেঃ।
সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভূতায়াঃ কথং রূপ নিরূপণম্‌।
রূপং প্রকৃতকার্য্যানাং সাতু সাক্ষাৎ পরাৎপরা।
এতন্মে সংশয়ং দেব! বিশেষাচ্ছেত্তুমর্হসি॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

যিনি মহদ্‌ যোনি, আদি শক্তি, মহাকালী, মহাদ্যুতি, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মা, তাঁহার আবার রূপ নিরূপণ কি প্রকারে হয়?

প্রকৃতিকার্য্যদিগের—যাবতীয় সৃষ্টপদার্থের রূপ আছে, তিনি ত সাক্ষাৎ পরাৎপরা, হে দেব, আমাব এই সংশয় তোমার ছেদন করা কর্ত্তব্য।

শ্রীসদাশিব উবাচ

উপাসকানাং কার্য্যায় পুরৈব কথিতং প্রিয়ে।
গুণক্রিয়ানুসারেণ রূপং দেব্যাঃ প্রকল্পিতম্‌॥
শ্বেত পীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তে র্নির্গুণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥
নিত্যায়াঃ কালরূপায়া অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটে২স্যাঃ শশিচিহ্নং নিরূপিতম্‌॥

শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥
গ্রশমাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদণ্ডেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্‌বক্ত্র সজ্জো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাষিতং॥
সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষুবরশ্চাভয়মীরিতং॥
রজোজনিতবিশ্বানি বিষ্টভ্যপরিতিষ্ঠতি।
অতো হি কথিতং ভদ্রে রক্তপদ্মাসন স্থিতা॥
ক্রীড়ন্তং কালিকং কালং পীত্বা মোহময়ীংসুরাং।
পশ্যন্তী চিন্ময়ী দেবী সর্ব্বসাক্ষীস্বরূপিণী॥
এবং গুণানুসারেণ রূপাণি বিবিধানিচ।
কল্পিতানি হিতার্থায় ভক্তানামল্পমেধসাং॥

উপাসকদিগের কার্য্যের জন্য তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি গুণ ক্রিয়া অনুসারে দেবীর রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। শ্বেত, পীত প্রভৃতি বর্ণ যেমন কৃষ্ণ বর্ণে লয় হয়, সেইরূপ হে পার্ব্বতি, সমস্ত ভূতাদি কালীতে লয় প্রাপ্ত হন। অতএব কালশক্তি যে তিনি, নির্গুণা যে তিনি, নিরাকারা যে তিনি, যোগীদিগের মঙ্গল স্বরূপা যে তিনি, তাঁহার কৃষ্ণবর্ণ নিরূপণ করা হইয়াছে। নিত্য কালরূপা, অব্যয়া, শিবাত্মা, তিনি অমৃত স্বরূপা বলিয়া তাঁহার ললাটে শশি চিহ্ন নিরূপণ করা হইয়াছে—কেননা চন্দ্রই সুধার আকর। এই

অখিল কালবিদ্রুত জগৎ, তিনি যেন শশি সূর্য্য এবং অগ্নি, এই তিন নেত্র দ্বারা দর্শন করিতেছেন (শশী সূর্য্য এবং অগ্নিদ্বারা এই ত্রিভুবন আলোকিত হইতেছে, তাঁহারা সকলেই তাঁহার জ্যোতির অনুকরণ করিতেছে 'তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বম্') তাই তাঁহার তিনটী চক্ষু কল্পনা করা হইয়াছে। সকল জীব সংহার করেন তিনি, কালদণ্ডের দ্বারা চর্ব্বণ করেন তিনি, তাই মুণ্ড-মালা আবরণ রূপে কল্পিত হইয়াছে। সময়ে সময়ে বিপদ হইতে জীবদিগকে রক্ষা করেন, তাই তাঁহার হাতে অভয় রহিয়াছে—বিপদকালে তিনিই অভয়দায়িনী, এবং সমস্ত প্রাণিকে নিজ নিজ কার্য্যে তিনিই নিযুক্ত করেন, তাই তাঁহার হস্তে বর রহিয়াছে, তিনি জীব-দিগকে আপন আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বলিয়া দেন "যাও বাছা, আমার এই কার্য্য করিয়া জয়ী হইয়া আইস।" এই জগৎ রজোগুণে সৃষ্ট এবং তিনি তাহা ব্যাপিয়া রহিয়াছেন তাই রক্তপদ্মাসনস্থিতা (সত্ত্বগুণে শুক্লবর্ণ, রজোগুণে রক্তবর্ণ এবং তমোগুণে কৃষ্ণবর্ণ শাস্ত্রে লিখিত আছে)।

মোহময়ী সুরাপান করিয়া কাল ক্রীড়া করিতেছেন, সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপিণী চিন্ময়ী দেবী তাহা দেখিতেছেন। এইরূপ গুণানুসারে অল্পবুদ্ধি ভক্তদিগের হিতের জন্য বিবিধরূপ কল্পনা করা হইয়াছে।

চিন্ময়স্যাদ্বিতীয়স্য নিষ্কলস্য শরীরিণঃ।
উপাসকানাং কার্য্যার্থং ব্রহ্মণো রূপ কল্পনা ॥ কুলার্ণব

চিন্ময়-জ্ঞান স্বরূপ, অদ্বিতীয়, নিষ্কল, অশরীরী ব্রহ্মের উপাসক দিগের সুবিধার জন্য রূপ কল্পনা হইয়াছে। মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভাষ্যে।

নির্ব্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কর্ত্তুমনীশ্বরাঃ।
যে মন্দাস্তেঽনুকল্পন্তে সবিশেষনিরূপণৈঃ ॥

নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎ করিতে যাঁহারা সমর্থ নন সেই মন্দ বুদ্ধি লোকেরা নানা গুণ অনুসারে তাঁহার কল্পনা করিয়া থাকেন। যাবতীয় বাহ্য পূজা বিধি এই কল্পনা মূলক। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে নানাবিধ পূজা পদ্ধতি বলিয়া শ্রীসদাশিব পার্ব্বতীকে বলিতেছেন :—

অতো বহুবিধং কর্ম্ম কথিতং সাধনান্বিতং।
প্রবৃত্তয়ে হল্পবোধানাং দুশ্চেষ্টিত নিবৃত্তয়ে ॥

অতএব বহুবিধ সাধনান্বিত কর্ম্ম (বাহ্যপূজাত্মক কর্ম্ম) বলা হইল, অল্প বুদ্ধিদিগের ভগবৎ সেবায় প্রবৃত্তি লওয়াইবার জন্য এবং পাপাশক্তি নিবৃত্তির জন্য। বাস্তবিক এই কর্ম্ম কেবল অল্প বুদ্ধিলোকদিগের জন্য, যাঁহাদিগের মন স্থূলের অপেক্ষা না রাখিয়া সূক্ষ্মের ধারণা করিতে পারেন তাঁহাদিগের বাহ্য পূজার প্রয়োজন নাই। হরিদ্বারে কামরাজ স্বামী নামে এক পরম হংস আছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম

হঠযোগের প্রয়োজন কি? তিনি গঙ্গার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন 'যাঁহার এই জ্ঞান আছে ঐ যে গঙ্গার তরঙ্গ উহাতেই উঠিতেছে উহাতেই লয় পাইতেছে, উহা ব্রহ্মের শক্তি; এ ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মেতে ঐ প্রকার উঠিতেছে এবং লয় হইতেছে; তাঁহার আবার হঠ যোগের প্রযোজন কি? তাঁহার হৃদয় কোমল, সুতরাং অন্য ক্রিয়ার প্রযোজন নাই। আর যাঁহাকে গঙ্গা দেখাইয়া ঐ কথা বলিলে কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল গঙ্গা গঙ্গাই দেখে, ব্রহ্মশক্তি কাহাকে বলে তাহার আভাস পায় না, তাহার কঠিন হৃদয় কোমল করিবার জন্য হঠযোগ প্রভৃতির ক্রিয়া আবশ্যক হয়। সে গুরুর উপদেশে ঐরূপ ক্রিয়া করিতে আরম্ভ করিয়া চিন্তা করিতে থাকে এ কি করিতেছি? এই রূপ যত অনুসন্ধান করিতে থাকে ততই জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, পরে কৃতার্থ হইয়া যায়। বাহ্যিক পূজাও এই হঠ যোগের ক্রিয়ার ন্যায়, সকলের আবশ্যক হয় না, এবং যাঁহাদিগের আবশ্যক হয় তাঁহারা অনুসন্ধান করিতে থাকেন, ইহা কি করিতেছি, কি উদ্দেশ্য, ইহার অর্থ কি? এবং এই অনুসন্ধানের ফলে ক্রমে ব্রহ্মজ্ঞানের পদবীতে আরোহণ করেন। এই কর্ম্ম কেবল উপায় মাত্র, ইহাতে মুক্তি হয় না, এই কর্ম্ম করিতে করিতে চিন্তা ও অনুসন্ধানেব ফলে প্রকৃত জ্ঞানের

উৎপত্তি হয়, কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্মনাশ না হইলে কিছুতেই মুক্তি হইবে না।

যাবন্নক্ষীয়তে কর্ম্ম শুভং বাহ শুভমেববা।

তাবন্ন জায়তে মোক্ষো নৃণাং কল্প শতৈরপি॥

কি শুভ কি অশুভ সমস্ত কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত ক্ষয় না হয় সে পর্য্যন্ত শত শত কল্পেতেও মোক্ষ হইতে পারে না। পূজা প্রভৃতি শুভ কর্ম্ম, ইহাও চলিয়া যাইবে। ব্রহ্ম জ্ঞান উৎপন্ন হইলে এসব কর্ম্ম থাকে না, কর্ম্মের ফলে বন্ধন হইবেই হইবে।

যথা লৌহময়ৈঃ পাশৈঃ পাশৈঃ স্বর্ণময়ৈরপি।

তথা বদ্ধো ভবেজ্জীবঃ কর্ম্মভিশ্চাশুভৈঃ শুভৈঃ॥

অশুভ এবং শুভ কর্ম্ম দুয়েরই দ্বারা জীব বদ্ধ হয়, প্রভেদ এই মাত্র অশুভ কর্ম্ম যেন লৌহময়, শুভ কর্ম্ম যেন স্বর্ণময় রজ্জু। উভয়েরই ফলভোগ মনুষ্যের বন্ধন। এক বন্ধন জেল খানায়, অপর বন্ধন নন্দন কাননে। মনে করুন যেমন এখানে একটী জেল খানা আছে তেমনি জলের ফোয়ারা ও নানাবিধ ফল ফুলের দ্বারা সজ্জিত করিয়া গবর্ণমেণ্ট একটী নন্দন কানন করিয়া দিয়াছেন। একদিকে চুরি প্রভৃতি অন্যায় কায করিলে যেমন ছয় মাসের ফাটক হয়, তেমনি অপর দিকে পরের উপকার, দান প্রভৃতি করিলে ছয়মাস নন্দন কাননে অবস্থিতি হইবে। তাহা হইলেই কোন

এক নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর যে পতন তাহার সন্দেহ নাই। মুক্তি হইলে আর পতন কোথায়? তাই স্বর্গ নরক দুইই ছাড়াইয়া যাইতে হইবে। স্বর্গ ভোগে মুক্তির আশা নাই এবং কর্ম্মের ফলে, হয় ভোগ, নয় শোক; অতএব কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে অর্থাৎ কর্ম্মাসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় বলিতেন 'আমার আবার কর্ম্ম কি? কেবল খাব শোব আর কি?' অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে দেহ থাকে না, শুদ্ধ মাত্র সেই কর্ম্ম থাকে, তাহাও কেবল করি ব'লে করি, কোন প্রকারে বিন্দুমাত্রও আসক্তি নাই। আর বাহিরের পূজাদি ত থাকিবেই না।

সদাশিব বলিতেছেন :—

বালক্রীড়নবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনং।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠোযঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ॥
মনসা কল্পিতামূর্ত্তির্নৃণাং চে ন্মোক্ষ সাধনী।
স্বপ্নলব্ধেনরাজ্যেন রাজানো মানবাস্তদা॥

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

রূপনামাদি কল্পনা সমস্ত বালকের ক্রীড়ার ন্যায় ত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই মুক্ত ইহাতে সন্দেহ নাই। তুলসী দাসের একটী দোঁহা আছে; তিনি বলিয়াছেন বালিকা যতদিন আপন

প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায় তত দিন পুতুল লইয়া খেলা করে।

'যব্ প্রিয়সে সরবর্ হোই তব্ রাখ্ পেটারি মেল'

আর যাই স্বামীর সহিত দেখা হইল অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল। যত দিন তাঁহার সহিত দেখা না হয় তত দিন রূপ নাম লইয়া খেলা আর যাই ব্রহ্ম জ্ঞান হইল খেলা ও শেষ। কেবল যে রূপই কল্পনা তাহা নয়, তাঁহাকে দয়াময় বলুন, হরি বলুন, পতিত পাবন বলুন, ব্রহ্ম বলুন আল্লা বলুন আর যাই বলুন সমস্তই কল্পনা। কারণ তিনি নাম ও রূপ দুয়েরই অতীত। সুতরাং রূপ ও নাম এই দুয়েরই শেষ হবে যখন, মুক্তি হবে তখন। নানারূপ পূজা পদ্ধতি প্রকাশ করিয়া অবশেষে শিব বলিতেছেন মনের কল্পিত মূর্ত্তি যদি মোক্ষ দিতে পারে, তবে স্বপ্নলব্ধ রাজ্য লইযাও লোক রাজা হইতে পারে। বাস্তবিক মূর্ত্তিপূজায় মুক্তি হয় না, ইহাতে কেবল মুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় খুলিয়া দেয়। স্থূল ধ্যান সূক্ষ্ম ধ্যান শিখিবার জন্য। কুলার্ণবেঃ—

স্থিরার্থং মনসঃ কেচিৎ স্থূল ধ্যানং প্রকুর্ব্বতে।

স্থূলার্থে নিশ্চলং চেতঃ তবেৎ সূক্ষ্মেঽপি নিশ্চলং॥

কেহ কেহ মন স্থির করিবার জন্য স্থূল অর্থাৎ মূর্ত্ত্যাদি ধ্যান করিয়া থাকেন। স্থূলে মন নিশ্চল

হইলে পরে সূক্ষ্মেও মন নিশ্চল হয়। একটী গল্প প্রসিদ্ধ আছে, কোন একটী ছাত্র বেদ পড়িতে গিয়া মন স্থির রাখিতে পারেন না দেখিয়া, গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? সে উত্তর করিল, তাহার একটী প্রিয় মহিষ আছে, তাহার মন কেবল সেই দিকেই ধায়, গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন 'তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক।' শিষ্য তাহাই করিলেন। মহিষটীকে ভাবিতে ভাবিতে মন নিশ্চল হইল; তখন তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন; শিষ্য এবার কৃতকার্য্য হইলেন। বাহ্য পূজা প্রভৃতি কেবল মনকে সূক্ষ্মের দিকে লইবার জন্য, রূপ হইতে অরূপে যাইবার জন্য, নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য, কেবল মনটাকে বাঁধিবার জন্য এসব করা হইয়াছে। ব্যাস-দেব রূপাদি কল্পনা করিয়া পরে বলিলেন :—

রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য ভবতো ধ্যানেন যদ্বর্ণিতং।
স্তুত্যানির্ব্বচনীযতাঽখিলগুরো দূরীকৃতা যন্ময়া॥
ব্যাপিত্বঞ্চ বিনাশিতং ভগবতো যত্তীর্থ যাত্রাদিনা।
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোষত্রয়ং মৎকৃতং॥

হে জগদীশ, রূপহীন যে তুমি, ধ্যানে যে তোমার রূপবর্ণনা করিয়াছি, হে অখিল গুরো! স্তুতিদ্বারা যে তোমার অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তোমার বিষয়

কেহ কিছু প্রকাশ করিতে পারে না, আমি তোমার স্তুতি করিয়া তাহা যেন প্রকাশ করিবার ভান করিয়াছি, সর্ব্বব্যাপী যে তুমি, বিশেষ বিশেষ স্থান তীর্থ নির্দ্দেশ করিয়া যে তোমার সর্ব্বব্যাপিত্ব বিনাশ করিয়াছি; আমার বিকলতাঘটিত এই তিন দোষ তুমি ক্ষমা কর। রূপ হীনের রূপ কল্পনা, অনির্ব্বচনীয় ঈশ্বরের স্তুতিবাদ এবং সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরকে তীর্থে দর্শন এ কেবল মনকে তাঁহার দিকে টানিবার জন্য হইয়াছে। তিনি কি কাশীতে আছেন এখানে নাই? প্যালেস্টাইনে আছেন, ইংলণ্ডে নাই? ইহা কে বলিবে? তবে যে তীর্থ নির্দ্দেশ, সে কেবল প্রাকৃত লোকদিগের মনে বিশেষ বিশেষ স্থল দর্শনে ভক্তির সঞ্চার হইবে বলিয়া।

প্রভাবাদদ্ভুদাদ্ভূমেঃ সলিলস্যচ তেজসা।
পরিগ্রহান্মুনীনাঞ্চ তীর্থানাং পুণ্যতা স্মৃতা॥

ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব দেখিয়া, কিম্বা জলের কোন আশ্চর্য্য তেজ দেখিয়া কিম্বা মহাপুরুষের জন্মস্থান বা কার্য্যক্ষেত্র বলিয়া তীর্থেতে লোকের প্রাণ ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাই তীর্থ যাত্রার বিধান। আরম্ভে তীর্থ কিন্তু কতক দূর অগ্রসর হইলে আর তীর্থের প্রয়োজন থাকিবে না। আরম্ভে সাকার, পরে নিরাকার। যাঁহারা এই ভাবে সাধন করিয়া

পরম পদ লাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ এবং চৈতন্যের দৃষ্টান্ত দেখুন, স্থূল হইতে কিরূপে তাঁহারা সূক্ষ্মের দিকে চলিয়া গিয়াছেন। এই দুইটী গান একবার শুনুন—

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তোর এত ভাবনা কেন।
একবার কালী বলে বসবে ধ্যানে॥
জাঁক জমকে করলে পূজা,
অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা,
জানবে না রে জগজ্জনে॥
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি,
কায কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা গরি,
বসাও হৃদি পদ্মাসনে॥
আল চাল আর পাকা কলা,
কায কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে,
তৃপ্তি কর আপন মনে॥
ঝাড় লণ্টন বাতির আলো,
কায কি রে তোর সে রোশ্‌নাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জেলে,
দেওনা জ্বলুক নিশি দিনে॥

মেষ ছাগল মহিষাদি,
কায কি রে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী বলে,
বলি দেও ষড় রিপুগণে ॥

প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল,
কায কি বে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দেও কর তালি,
মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥

রামপ্রসাদী স্থর—তাল একতালা।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।
কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না ॥
ওবে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও কি মন তা জান না।
মাটির মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর
কব্‌তে চাওরে উপাসনা ॥
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা,
দিযে কত রত্ন সোণা।
ওবে কোন্ লাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়,
দিয়ে ছার ডাকের গহনা ॥
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা,
স্থমধুব খাদ্য নানা।
ওরে কোন্ লাজে খাওয়াইতে চাস্ তাঁয়
আলো চাল আর বুট ভিজানা ॥

ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে
তাঁর আছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস্ বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা॥
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র,
কেবল রে তার উপাসনা।
তুমি লোক দেখানে করবে পূজা,
মা ত আমার ঘুষ খাবে না॥

আরও গাইলেন ঃ—

"ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ তারা আমার নিরাকারা।"

দেখুন, তিনি কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও পাঠশালাতেই রহিয়া গেলেন। উপরে আর উঠিতে পারিলেন না ; উঠিবেন কি করিয়া ? এই দুর্গাপূজা আসিতেছে, কেহ কি চিন্তা করেন দুর্গাপূজা কি ? তাহা চিন্তা করিলে, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র আলোচনা করিলে, তাহার অনুসন্ধান করিলে তবে ত উন্নতি হইবে, নতুবা ক খ' তেই আরম্ভ ক খ' তেই শেষ। তাই একবার আমরা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখি দুর্গাপূজা কি ? ইহার রহস্য ভেদ করিতে হইবে।

দুর্গা কে ?

দুর্গোদৈত্যে মহাবিঘ্নে ভববন্ধে কুকর্ম্মণি।
শোকে দুঃখেচ নরকে যমদণ্ডেচ জন্মনি॥
মহাভয়েঽতিরোগে চাপ্যাশব্দো হন্তৃবাচকঃ।
এতান্ হন্ত্যেব যা দেবী সা দুর্গা পরিকীর্ত্তিতা॥

দুর্গ শব্দের অর্থ—দৈত্য, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ। আকারের অর্থ নাশক। অতএব দুর্গা শব্দের অর্থ এই সকল দুর্গতি নাশিনী। তবে ইনি কে? যিনি ভগবান্, যিনি মূলশক্তি, সেই একজন, সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া যে এক শক্তি কাজ করিতেছে, সৃষ্টি স্থিতি লয় কারিণী, জ্ঞানস্বরূপা, অমৃতস্বরূপা, নিত্য স্বরূপা সেই এক শক্তি।

আদ্যা নারায়ণী শক্তিঃ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী॥
দয়া নিদ্রাচ ক্ষুত্তৃপ্তিশ্চ তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা ক্ষমা ধৃতিঃ।
তুষ্টিঃ পুষ্টি স্তথা শান্তি র্লজ্জাধিদেবতাহি সা॥
বৈকুণ্ঠে সা মহাসাধ্বী গোলোকে রাধিকা সতী।
মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ ক্ষীরোদে দক্ষকন্যা সতী হি সা॥
সা বাণী সা চ সাবিত্রী বিপ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা।
বহ্নৌ সা দাহিকাশক্তিঃ প্রভাশক্তিশ্চ ভাস্করে॥
শোভা শক্তিঃ পূর্ণচন্দ্রে জলে শক্তিশ্চ শীতলা।
শস্যপ্রসূতিশক্তিশ্চ ধারণা হি ধরাসু সা॥

ব্রাহ্মণ্যশক্তির্বিপ্রেষু দেবশক্তিঃ সুরেষুচ।
তপস্বিনাং তপস্যাচ গৃহিণাং গৃহদেবতা॥
নৃপাণাং রাজ্যলক্ষ্মীঃ সা বণিজাং লভ্যরূপিণী।
পারে সংসারসিন্ধুনাং ত্রয়ী দুস্তর তারিণী॥

তিনি আদ্যা নারায়ণীশক্তি,সৃষ্টি স্থিতি অন্তকারিণী। দয়া, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, শ্রদ্ধা; ক্ষমা, ধৃতি, পুষ্টি, শান্তি, লজ্জা, ইহাদিগের অধিদেবতা তিনি। বৈকুণ্ঠে তিনি মহাসাধ্বী, গোলোকে তিনি রাধিকা সতী, ক্ষীরোদে তিনি মর্ত্ত্যলক্ষ্মী, দক্ষকন্যা সতী তিনি। তিনি সরস্বতী, তিনি সাবিত্রী, বিপ্রাধিষ্ঠাত্রীদেবতা। অগ্নিতে তিনি দাহিকাশক্তি, সূর্য্যে প্রভা শক্তি, পূর্ণচন্দ্রে শোভা শক্তি, জলে শৈত্য শক্তি। শস্যপ্রসূতি শক্তি তিনি, ধরায় ধারণা শক্তি তিনি। বিপ্রের ব্রাহ্মণ্য শক্তি, দেবতার দেব শক্তি,তপস্বীদিগের তপস্যা, গৃহীদিগের গৃহদেবতা, নৃপদিগের রাজ্যলক্ষ্মী, বণিকদিগের লভ্যরূপিণীও তিনি। সংসারসিন্ধু পার হইতে দুস্তর তারক যে বেদ তাহাও তিনি। ইহাদ্বারা কি বুঝিলাম? সেই সর্ব্বব্যাপিনী নিত্য চৈতন্য শক্তি (That All-pervading, Eternal, Intelligent Force.) তিনি। শাস্ত্রে তবে হিন্দুগণ এই শক্তি এই ভাবে ধারণা করিয়াছেন। চণ্ডী যদি কেহ পাঠ করেন, এই শক্তির লীলা স্পষ্ট প্রতীতি হইবে। চণ্ডীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব কি গভীর,

কি অপূর্ব্ব, কি সুন্দর। দুর্গাপূজার সময় চণ্ডীপাঠ হইয়া থাকে, কিন্তু তাহার মর্ম্মার্থ কে গ্রহণ করেন? চণ্ডীর তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে এজাতি এরূপ নির্জ্জীব থাকিতে পারিত না। আমরা তাহা আলোচনা করিয়া দেখিব। সুরথ নামে এক রাজা ছিলেন—এক প্রকাণ্ড রাজ্যাধিপতি। তিনি প্রথমে চণ্ডাল, পরে আপন অমাত্যগণ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া বনে গমন করেন, এবং সমাধি নামে এক ধনীর পুত্রও, আপন স্ত্রী পুত্র কর্ত্তৃক উৎপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া, বনে গমন করেন। এই সুরথ রাজা—ভোগী জীব। দেখুন আমাদের মন কি এক প্রকাণ্ড রাজ্য বিস্তার করিয়া বসিয়া আছে। সুন্দর রথে আরোহণ করিয়া বিষয় ভূমিতে বিচরণ করিতেছে। এই মন প্রথমে বাহিরের রিপু পরে ভিতরের শত্রুরূপী কতকগুলি বৃত্তিদ্বারা কুপথে চালিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হয়, পরে বনে গমন করে—অনুতপ্ত হইয়া শান্তির অন্বেষণ করে। কিন্তু তখনও ইহার ভোগবাসনা ভিতর হইতে চলিয়া যায় কই? সুরথ রাজা মেধস্ ঋষির তপোবনে গিয়াও ভাবিতেছেন তাঁহার রাজভাণ্ডার কি হইল! তাঁহার সঞ্চিত অর্থের কি সর্ব্বনাশই হইতেছে! তাঁহার একটী প্রকাণ্ড হাতী যে সর্ব্বদা যুদ্ধে বিজয়ী হইত, সে উপযুক্ত আহার পাইতেছে কি না! হায়! হায়! এমন

সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে গিয়াও ভাবিতেছেন হাতী। কিছুতেই মায়ার হাত, বাসনার হাত এড়ান যায় না। মানুষের কি দুর্দ্দশা! যে বন্ধন গুলিতে মানুষ সর্ব্বনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহার জ্বালা অনুভব করিয়া দূরে যাইতে, শান্তি আশ্রয় করিতে চেষ্টা করিয়াও পুনরায় সেই বন্ধনের মূল সাংসারিক বিষয়গুলি চিন্তা করিতে থাকে, তখন ও মনের ভিতর সেই বেগুন ক্ষত। ভোগী মন এই সুরথরাজা কি না একবার চিন্তা করিয়া দেখুন! সমাধি নামক ধনিপুত্র প্রকৃতই সমাধি অর্থাৎ যোগী জীবন পরিচায়ক। যোগী যদি ধনীর পুত্র না হইবেন তবে আর কে হইবে? যোগীগণই প্রকৃত ধনী, কিন্তু সমাধি অবস্থাতেও মায়া সর্ব্বনাশ ঘটায়, যে পর্য্যন্ত মুক্তযোগী না হওয়া যায় সে পর্যান্ত মনে শত শত সাংসারিক চিন্তা, পরিবারের চিন্তা উপস্থিত হইয়া বিঘ্ন ঘটায়। লোক যোগী হয় কখন? যখন সে দেখে তাহার স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি তাহাকে মায়ায় বাঁধিয়া রাখিয়াছে, নানা প্রকারে যতকিছু ধর্ম্মভাবের নাশ ঘটাইতেছে; কিন্তু যোগ আরম্ভ করিলেও পুনরায় তাহাদিগের সম্বন্ধে চিন্তা উদয় হয়। দেখুন সমাধি কি করিতেছেন? যে স্ত্রী পুত্রগণ কর্ত্তৃক তিনি হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন এবং যাহাদিগের উৎপীড়নে তাহার বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের কিরূপ দিন চলিতেছে, কোন

রোগে কষ্ট পাইতেছে না ত, এই চিন্তায় অভিভূত। সুরথ যে ভোগীর পরিচায়ক এবং সমাধি যে যোগীর পরিচায়ক তাহা চণ্ডীর অন্তর্ভাগ দৃষ্টি করিলেই বুঝিতে পারিবেন। ভগবতীর পূজা করিয়া সুরথ রাজা প্রার্থনা করিলেন যে, তিনি যেন তাঁহার রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ তিনি ভগবতীর শক্তি লইয়া মন্দবৃত্তি-দিগকে জয় করিয়া যেন শুদ্ধভাবে রাজকার্য্য-সংসারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারেন। সমাধি চাহিলেন কি? তিনি চাহিলেন জ্ঞান। 'আমি''আমার'ইত্যাদি আসক্তি-নাশকারক জ্ঞান ভিক্ষা করিলেন। যোগীর যাহা চাওয়া কর্ত্তব্য তাহাই তিনি চাহিলেন। সুরথ এবং সমাধির মন তপোবনে বিকার প্রাপ্ত হইলে,ইহার শান্তির জন্য কাহার নিকট উপস্থিত হইলেন? সেই ঋষির নাম কি? মেধস্ ঋষি—মেধস্ শব্দের ব্যুৎপত্তি- মেধ ধাতু অসুন্ প্রত্যয়। মেধস্ অর্থ বুদ্ধি—স্মৃতি—প্রকৃত সত্যানুসন্ধায়ী বুদ্ধি। যখন বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, প্রকৃত তত্ত্ব গুলি বাহির হইতে লাগিল। মেধস্ ঋষির নিকট তাঁহাদিগের বিকার জানাইলে এবং তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন।

তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ।
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।

বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্।
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥

ইহাতে আশ্চর্য্য হইওনা, জগৎ পতি হরির যোগ নিদ্রা মহামায়া এই জগৎকে মোহিত করিতেছেন, সেই দেবী ভগবতী জ্ঞানীদিগেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতেছেন। তিনিই এই বিশ্ব চরাচর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনিই প্রসন্না হইয়া মানবের মুক্তি বিধান করেন। যাঁহা কর্ত্তৃক বন্ধন, তাঁহারই আরাধনা করিলে তিনিই আবার মুক্তি দেন। তিনি কে? তাঁহার উৎপত্তি কোথায়? মেধস্ বলিতেছেনঃ—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রূয়তাং মম ॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে ॥

সেই জগন্মূর্ত্তি দেবী নিত্যা, এই সমস্ত তাঁহাদ্বারা ব্যাপ্ত। তথাপি আমার নিকট হইতে নানা ভাবে তাঁহার উৎপত্তির বিবরণ শ্রবণ কর। নিত্যা যিনি তাঁহার আবার জন্ম কি? দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধির জন্য যখন তিনি আবির্ভূতা হন, প্রকাশমানা হন, তিনি নিত্যা হইলেও তখন তাঁহাকে উৎপন্না বলা হয়। বাহ্য এবং আধ্যাত্মিক জগতের মঙ্গল সাধনের জন্য, যখন তাঁহার

তেজ-অনুভূতি হয়, তখন বলা হয় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধি কি? জগতের সৃষ্টি, পালন, সংহার, পাপদৈত্য বিনাশ। ভগবানের শক্তি এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য আবির্ভূতা হন। কি বাহ্য জগতে, কি আমাদিগের অন্তরের মধ্যে ব্যক্তিগত, জাতিগত, বিশ্বগত, ত্রিবিধ উন্নতির জন্য, পাপ,সঙ্কট, বিঘ্ন বিনাশ জন্য তাঁহার শক্তি কার্য্য করিতেছে যখন আমরা বুঝিতে পারি, তখনই বলি তিনি উৎপন্না। প্রকৃত পক্ষে সেই শক্তি নিত্যা। মেধস্ এই শক্তি বিকাশের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিতেছেন। প্রথম সৃষ্টির সময়ে। কল্পান্তে সৃষ্টি লয় হইলে, ভগবান যোগ-নিদ্রাভিভূত অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছেন। তাঁহার শক্তি তখন নিদ্রারূপে অবস্থিতা—শক্তি তখন আছে, কিন্তু নিষ্ক্রিয় অবস্থায় এই মাত্র। তখন ভগবানের নাভিকমলে ব্রহ্মা'র অবস্থিতি। ব্রহ্মা কি? ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা। নাভিকমলে উৎপত্তি কেন? নাভিকমল শরীরের কেন্দ্রস্থল, ঐ স্থল হইতে মাতৃশক্তি প্রসূত হয়, ইচ্ছা না হইলে শক্তির চালনা হয় না, যাবতীয় শক্তি ইচ্ছা কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়, তাই ব্রহ্মা'র স্থান নাভিকমলে। ভগবানের সৃষ্টির ইচ্ছা হইল; কিন্তু কেবল ইচ্ছায় ত কার্য্য হয় না—ইচ্ছার বিরুদ্ধে মধু কৈটভ দুটী অসুর

দণ্ডায়মান। ব্রহ্মাকে নাশ করিতে এই দুই অসুর উদ্যত অর্থাৎ ইহাঁরা সৃষ্টির বাধক হইলেন। যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থত লয় পাইযাছে, তবে ইহারা কে? ইহারা সৃষ্ট নহে। হিন্দু শাস্ত্র মতে যে পদার্থ দ্বারা সৃষ্টি হয়, তাহা অনাদি। তন্মাত্রা, মূলতত্ত্ব অনাদি নিত্য রহিয়াছে; তাহার যোজনা দ্বারা সৃষ্টি হয় এবং যখন তাহার বিশ্লেষণ হয় তখনই সৃষ্টি লয় পায। এই মধু কৈটভ দুই জাতীয় তন্মাত্রা। The Principle of Softness and the Principle of Hardness. ইহারা ভগবানের কর্ণমল-সম্ভূত—অর্থাৎ তাঁহা দ্বারা সৃষ্ট নহে। "কর্ণমলাবিব দ্বাবেবাকস্মাজ্জাতৌ" —কর্ণমলের ন্যায় দুইই অকস্মাৎ জন্মিয়াছে, কেহ তাহাদিগকে সৃষ্টি করে নাই। যে পর্য্যন্ত এই দুই জাতীয তন্মাত্রা স্বাধীন ভাবে থাকে, যে পর্য্যন্ত এই দুইটিকে পরাজিত করিয়া একটীর সহিত অপরটীকে ইচ্ছাধীন মিলাইয়া লওয়া না যায় সে পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইতে পারেনা। পরিষ্কার বুঝা যাইতেছে এই দুই তন্মাত্রা পৃথক থাকিয়া সৃষ্টির বাধা দিতেছে— ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে চাহিতেছে। এখন ইহাদিগকে নাশ করা চাই; ভগবানের নিদ্রাবস্থিতা শক্তিকে জাগরূক না করিলে নিষ্ক্রিয় শক্তিকে ক্রিয়মাণা না করিলে এই দুই তন্মাত্রাকে জয় করিয়া সৃষ্টি করিবে কে? ব্রহ্মা—সৃষ্টির ইচ্ছা, তাই সেই শক্তিকে জাগরূক

৩

করিতে প্রয়াস পাইলেন, তাঁহার আরাধনা আরম্ভ করিলেনঃ—

ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধা ত্বং বষট্‌কারস্বরাত্মিকা।
সুধা ত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকা স্থিতা॥
অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ।
ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননী পরা॥

তুমি স্বাহা অর্থাৎ দেবার্চ্চন শক্তি, তুমিই স্বধা—পিতৃপুরুষ অর্চ্চনের শক্তি, তুমিই যজ্ঞাদির মূল শক্তি, হে অক্ষরে, হে নিত্যে, তুমিই অ উ ম এই তিন মাত্রায় অবস্থিত অর্থাৎ ওঁ তুমি সৃষ্টি স্থিত্যন্তকারিণী, আবার তুমিই অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা—যে মাত্রা অনুচ্চার্য্যা কেহ প্রকাশ করিতে পারে না, অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত তুরীয় ব্রহ্মও তুমি, তুমিই সাবিত্রী, তুমিই পরাজননী।

খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুশুণ্ডীপরিঘায়ুধা॥

তুমিই খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা পাপ নাশিনী, অসুর মর্দ্দিনী তুমিই। শ্রুতি বলিতেছেন "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।"

আবার

সৌম্যা সৌম্যতরাশেষসৌম্যেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী।
পরাপরাণাং পরমা ত্বমেব পরমেশ্বরী॥

সুন্দর, অতি সুন্দর, অশেষ সৌন্দর্য্য অপেক্ষাও

তুমি অত্যন্ত সুন্দর, "রসো বৈ সঃ" অতীব সুমিষ্ট, পরাৎপরা তুমি, তুমিই পরমেশ্বরী।

এইরূপে অনেক স্তুতি করিলেন, পরে প্রার্থনা হইল

হেদেবি,

মোহয়েতৌ দুরাধর্ষাবসুরৌ মধুকৈটভৌ।

এই দুই দুরাধর্ষ মধুকৈটভ অসুরকে তুমি পরাভূত কর। সেই শক্তি জাগরূক হইল, ভগবান ক্রিয়মাণ হইলেন; এই শক্তি চালনা করিলেন, মধুকৈটভ নাশ হইল, তাহাদিগেরই মেদ হইতে এই মেদিনী হইল। আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন "মেদিনী" মধুকৈটভের মেদ হইতে সৃষ্ট; বাস্তবিকই মেদিনীস্থিত যত কিছু পদার্থ কোমলতা ও কাঠিন্য এই দুই তত্ত্বের সম্মিলনে উৎপন্ন। যাহা কিছু দেখিতে পাই, ঐ বৃক্ষ, এই টেবিল, ঐ পাখা, আমার শরীর, আপনাদিগের শরীর, মেদিনীর যাবতীয় পদার্থ এই দুই প্রকারের তত্ত্ব ত্রাত্মক। কোন বস্তুতে হয়ত কাঠিন্য অধিকতর আবার কোন বস্তুতে কোমলতা অধিকতর। দেখুন, মধুকৈটভের এই কাহিনীর ভিতরে কি অপূর্ব্ব দার্শনিকতত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে! সৃষ্টির আদিতে ভগবচ্ছক্তির এইরূপ আবির্ভাব সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। পরে আসুন, মহিষাসুর বধ কি একবার আলোচনা করি।

ক্রোধের পরিচায়ক মহিষ; আমরা গোঁয়ার

ব্যক্তিকে বলিয়া থাকি "ওটা যেন মহিষ।" বাস্তবিক সাধারণতঃ যত জীব দেখিতে পাই তন্মধ্যে মহিষের ন্যায় ক্রোধনস্বভাব প্রাণী প্রায় দেখা যায় না। ক্রোধে কত জীবন নষ্ট হইয়াছে, কত রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কত জাতির অধঃপতন হইয়াছে! যখন ক্রোধের উদ্রেক হয় তখন যাহা কিছু শান্তিকর ও সুখকর সমস্ত দূর হয়। মহিষাসুর সমস্ত দেবতাগুলিকে দূর করিয়া দেয়। এইরূপে কোন মানুষ কি কোন জাতি ক্রোধাদিদ্বারা রসাতলে নিক্ষিপ্ত হইলে নানারূপ কষ্ট পায়। অবশেষে চৈতন্য হয়—হায় হায় কি হইল, একেবারে যে নাশ পাইলাম! তখন যে দোষে নাশ, সেই দোষ দূর করিবার জন্য চেষ্টা জন্মে। যত দেবতাগণ (আমাদিগের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় ও প্রত্যেক বৃত্তির স্বভাব—এক একটী দেবতা) সকলে বিষ্ণু ও শিবের নিকট উপস্থিত হন, অর্থাৎ পালনী শক্তি এবং সংহারিণী শক্তির স্ফূর্ত্তি করিবার চেষ্টা পান। পালনী শক্তি কি করেন? যাহাতে রাজ্য বজায় থাকে তাহারই চেষ্টা করেন, সর্ব্বনাশ হইতেছিল যে মনোরাজ্য কি বহিঃ-রাজ্য, তাহা শত্রুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। সংহারিণী শক্তি কি করেন? শত্রু সংহার করিবার চেষ্টা করেন। পালনী শক্তির ব্রত রাজ্যরক্ষা, সংহারিণী শক্তির ব্রত শত্রুবিনাশ। এই

দুই শক্তিই সর্ব্বপ্রধান দুইটি শক্তি, তাই অন্যান্য শক্তি-গুলি ইহাদিগের সাহায্য প্রার্থনা করেন। যখন এই দুই শক্তির স্ফূর্ত্তি হয়, তখন আর ভয় কি? তখন সকল শক্তিরই ইহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে তেজ স্ফূর্ত্তি হয়।

ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটিকুটিলাননৌ॥
ততো হতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণোবদনাত্ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহত্তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতংসুমহত্তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিবপর্ব্বতং।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরং॥

মহিষাসুর কিরূপে দেবতাদিগকে পরাজয় করিয়াছে, মধুসূদন দেবতাদিগের মুখে সেই কথা শ্রবণ করিয়াই ক্রোধান্বিত হইলেন, শম্ভু ও কোপাবিষ্ট হইলেন, বিষ্ণুর মুখ হইতে তখন এক মহৎ তেজ আবির্ভূত হইল, শিবের মুখ হইতেও তেমনি তেজ নির্গত হইল, অপর অপর দেবতাদিগের শরীর হইতেও ঐরূপ তেজ বাহির হইল—সমস্ত দেবতাদিগের তেজ একত্র হইল—তখন দেবতারা দেখিলেন একেবারে দশদিক আলোকিত করিয়া জ্বলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় সেই ঘনীভূত তেজ শোভা পাইতে লাগিল। এই তেজই মূল শক্তি, এই

তেজই আদ্যাশক্তি, ইনিই ভগবতী। মানুষ যখন পাপের দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া ভগবানের পালনী ও সংহারিণী শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখনই তাঁহার কৃপায় যাবতীয় শক্তির সমষ্টি ভূতা তাঁহার অসুরনাশিনী শক্তি আবির্ভূতা হন। সেই শক্তি যখন হুঙ্কার করিয়া উঠেন তখন আর পাপ থাকিবে কদিন? সেই হুঙ্কারে

চুক্ষুভুঃ সকলালোকাঃ সমুদ্রাশ্চ চকম্পিরে।
চচাল বসুধা চেলুঃ সকলাশ্চ মহীধরাঃ॥

সেই ব্রহ্মশক্তির বজ্রনির্ঘে যে সপ্তলোক দোদুল্যমান, সমুদ্র কম্পিত, বসুমতী টলমল, পর্ব্বত গুলি স্থান ভ্রষ্ট হইয়া গেল। এত বড় শক্তির সহিতও যুদ্ধ করিতে মহিষাসুর অগ্রসর হইল! পাপ কি অল্পে ছাড়ে? কত ছল, কত ভাব ধরিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কোন সময় মনে হয় আমি এই যে ক্রোধ করিয়াছি ইহাত উত্তমই করিয়াছি, ইহা না করিলে আমার কর্ত্তব্য কার্য্যের ক্রটী হইত, এই সময় মহিষাসুর সিংহ সাজিয়া আসিয়াছেন। এইরূপ নানা পশুমূর্ত্তি ধরিয়া দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নানা ভাবে ভগবতীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। কতক্ষণ যুদ্ধ করিবে! একবার ব্রহ্মশক্তি সিংহনাদ করিলে কতক্ষণ পাপ টিকিতে পারে? ভগবতীর হস্তের খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, বাণ, ভুশুণ্ডী, পরিঘের বিরুদ্ধে কতক্ষণ দাঁড়াইতে পারে? প্রকাণ্ড

মহিষাসুর খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল। দেবতাগণ জয় জয় রবে দিঙমণ্ডল নিনাদিত করিলেন; মহাদেবীর স্তব আরম্ভ হইল। এমন অপূর্ব্ব স্তব পৃথিবীতে আর কটি আছে জানি না। ক্রোধ ও তদনুচর বলবান্ রিপুবর্গ জয় করিতে পারিলে সাধকের আনন্দের সীমা থাকে না; ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তখন ভগবানের পাষণ্ড দলনী শক্তির বিজয় ঘোষণা করিতে থাকেন। ভগবতী তখন ভক্তের মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া এই বর দেন—'ভক্ত ডাকিলে আসিব আমি'—বিপদে পড়িয়া যখনই ডাকিবে তখনই উপস্থিত হইব।

শুম্ভনিশুম্ভ বধের গূঢ় তাৎপর্য্য কি? শুম্ভনিশুম্ভ শুভ্ ধাতু হইতে। ইহারা দুইই শোভা প্রিয, বিলাস প্রিয়। ইহারা ত পরিস্কার দেখিতে পাই কাম ও লোভ। ইহারা যে কিরূপ কামুক তাহার ত প্রমাণই রহিয়াছে। ইহারা কিরূপ সর্ব্বনাশ ঘটায় তাহার আর বিস্তার বর্ণনার প্রয়োজন নাই। এই বঙ্গদেশ আমার বোধ হয় যেন এখন শুম্ভনিশুম্ভের অধিকারে। কোন ভক্ত কি কোন্ জাতি যখন কাম ও লোভ দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিজের দুর্দ্দশার প্রতি দৃষ্টি করেন তখন আবার সেই আদ্যাশক্তির আরাধনা করিয়া থাকেন। আমরা যদি তাঁহার আরাধনা করি অবশ্য শুম্ভনিশুম্ভ বধ হইবে।

রক্ত বীজ মোহ। এক ফোঁটা রক্ত হইতে এক প্রকাণ্ড অসুরের জন্ম। এক বিন্দু মায়ার ভাব থাকিলেও তাহা অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভীষণ ভাব ধারণ করে। মোহ একেবারে সমূলে বিনাশ করিতে না পারিলে তাহার হস্ত হইতে মুক্তি নাই। চামুণ্ডা যেমন একবিন্দু রক্ত ভূতলে পতিত হইবে অমনি তাহা নিঃশেষ করিবেন, তবেত রক্ষা, নতুবা রক্ষা নাই। রক্তবীজের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে ঘোর সাধনার প্রয়োজন। চামুণ্ডাও সেই একই শক্তি—এক শক্তিই যখন যে ভাবে কার্য্য করিতে হইবে তাহা তিনিই করিয়া লইবেন। আমরা কেবল তাঁহাকে ডাকিতে থাকিব। তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি উপস্থিত হইবেন। সমস্ত অসুর বিনাশ হইবে। তখন আনন্দে করতালি দিতে থাকিব। দুর্গাপূজায় যে চণ্ডীপাঠ হয় তাহার কি তাৎপর্য্য আমরা দেখিলাম।

দুর্গামূর্ত্তি কি ভাবে কল্পিত অনেকেই শুনিয়াছেন। শুদ্ধা অপাপবিদ্ধা তেজোরূপা, তাই গৌরী; দশ হস্তে দশদিক রক্ষা করিতেছেন, ভক্ত-সিংহ-বাহনে; লক্ষ্মী, সরস্বতী, বীরত্ব, জ্ঞান, ইহাঁর অন্তর্ভূত, ইত্যাদি।

এখন একবার পূজার পদ্ধতির ভিতর কি আছে অনুসন্ধান করিয়া দেখি।

পূজা তিন প্রকার—সাত্বিকী, রাজসী, তামসী।

সাত্ত্বিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতা॥
পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তদা।
দেবীসূক্তজপশ্চৈব যজ্ঞোবহ্নিষু তর্পণম্॥

সাত্বিকী পূজায় জপ, যজ্ঞ, করিতে হয়; নিরামিষ নৈবেদ্য দিতে হয়, পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত ভগবতীর মাহাত্ম্য পাঠ করিতে হয়, দেবী সুক্ত জপ করিতে হয়। যজ্ঞ অর্থ বহ্নিতে তর্পণ।

রাজসী বলিদানৈশ্চ নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা।

রাজসী পূজায় বলিদান আছে এবং সামিষ নৈবেদ্য প্রদান করা হয়।

সুরামাংস দ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনা তু যা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানন্ত সম্মতা॥

তামসী পূজায় সুরা ও মাংস উপহার দেওয়া হয়, জপও নাই, যজ্ঞও নাই, মন্ত্রও নাই। ব্যাধ প্রভৃতি দিগের এই পূজা। সকল প্রকার লোকের জন্যই পূজা বিধান করা হইল। তবে যাঁহারা ভাল মানুষ, তাঁহারা অবশ্য সাত্বিকী পূজা করিবেন। সাত্ত্বিকীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূজা। যাঁহাদের মন নিতান্তই তমোগুণাক্রান্ত তাঁহাদিগের জন্য তামসী পূজা। যাহাই করুক না কেন, দেবী মূর্ত্তি সম্মুখে করিয়া তাঁহাকে ডাকায় একটু ধর্ম্মের ভাব আসিতে পারে, এবং ক্রমে সেই ভাব দীপ্ত হইয়া

সাত্ত্বিকী পূজার দিকে লইয়া যাইতে পারে। নিতান্ত পৈশাচিক প্রবৃত্তির লোকও দেখা গিয়াছে ক্রমে দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজসী পূজা তামসী অপেক্ষা কিঞ্চিৎ শ্রেষ্ঠ বটে কিন্তু তাহা ও নিতান্ত নীচ। যাঁহার ভিতরে প্রকৃত একটু ধর্ম্ম ভাব আসিয়াছে, তিনি সাত্ত্বিকী পূজা ভিন্ন অন্য কোন পূজা করিতে ইচ্ছা করেন না। রাজসী পূজায় যে বলিদান আছে, যাঁহারা প্রকৃত শাক্ত তাঁহারা এ বলিদান ইচ্ছা করিবেন না। রাম প্রসাদের ন্যায় শাক্ত আছেন কে? তিনি বলিদান সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন শ্রবণ করুন।

ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে,
তার আছে কি পর ভাবনা,
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি,
মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা?

আপনারা শাস্ত্রে শ্রবণ করিযাছেন, সুরথ রাজা যে লক্ষ বলি প্রদান করিয়া ছিলেন তাহারা সকলেই পরলোকে এক এক খড়্গা লইয়া উপস্থিত হইল। ইহার তাৎপর্য্য কি? প্রাচীনবর্হি রাজা অনন্ত যজ্ঞ করিয়া ছিলেন, এবং তাহাতে কত সহস্র প্রাণী বধ করিয়া ছিলেন। যখন নারদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, নারদ তাঁহাকে কি বলিয়াছিলেন?

"ভো ভোঃ প্রজাপতেরাজন্ পশূন্ পশ্য ত্বয়াধ্বরে।
সংজ্ঞাপিতান্ জীবসঙ্ঘান্ নির্ঘৃণেন সহস্রশঃ॥
এতে ত্বাং সংপ্রতীক্ষন্তে স্মরন্তো বৈশসং তব।
সংপরেতময়ঃকূটৈশ্ছিন্দন্ত্যুত্থিতমন্যবঃ॥ ভাগবত

হে প্রজাপতি, হে রাজন, ঐ দেখ,তুমি নিষ্ঠুর ভাবে যে সহস্র সহস্র জীব যজ্ঞে বধ করিয়াছ, তাহারা তোমার নিষ্ঠুরতা স্মরণ করিয়া অপেক্ষা করিতেছে, যেমন তুমি পরলোকে উপস্থিত হইবে, তাহারা ক্রোধান্বিত হইয়া লৌহময় শৃঙ্গদ্বারা অমনি তোমাকে ছেদন করিবে। শুক দেব বলিয়াছেন।

যুপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমং।
যদি যাতি নরঃ স্বর্গং নরকং কেন গম্যতে॥

যোগোপনিষৎ

হাড়িকাঠ করিয়া পশু কর্ত্তন করিয়া রক্তের কর্দ্দম করিয়া যদি মানুষ স্বর্গে যায়, তবে নরকে যাবে কিসে? সুরথ রাজার কথাত শাক্তদিগেরই শাস্ত্রে, তবে শাস্ত্র পড়িয়াত দেখিতে পাই ছাগাদি বলিদিলে পরকালে তার ফল ভোগিতে হইবে। তবে শাস্ত্রে বলির বিধান হইল কেন? যাহাতে পরকালে কষ্ট পাইতে হইবে তাহা শাস্ত্রে বিধান করিলেন কেন? আমার মনে হয়, মানুষ কতগুলি রাক্ষস প্রকৃতির আছে, তাহারা মাংস খাইবেই খাইবে, কিন্তু মাংস

ভক্ষণে নানা প্রকারের কুপ্রবৃত্তির উদয় হয়। একেবারে মাংস খাওয়া কিছুতেই বন্ধ করা যাইতে পারিবে না। তবে যে প্রকারের মাংসে ঐ প্রকার কুপ্রবৃত্তি কম উদয় হয় এবং যাহাতে সেই মাংস কম পরিমাণে খাওয়া হয়, তাহারই জন্য ছাগাদি পশু বলির বিধান করিয়া, যদি কেহ বৃথা মাংস ভক্ষণ করেন ঘোরতর পাপ হইবে, এইরূপ বিধান হইল। ইহা ব্যতীত আরও একটি হেতু স্পষ্ট উপলব্ধি হয়: কুপ্রবৃত্তি উত্তেজক মাংস খাইবার সময়ে যদি মায়ের প্রসাদ খাইতেছি এইরূপ ভক্তির ভাব মনে কার্য্য করিতে থাকে—এক ব্যক্তি মা'রপ্রতি ভক্তির ভাবে পূর্ণ হইয়াছেন চোক দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতেছে, এমন সময়ে যদি মাংস আহার করেন—ঐ প্রচুর সাত্ত্বিক শক্তির বিরুদ্ধে মাংসের তামসী শক্তি তত দূর কার্য্যকর হয় না। কিন্তু তাহার একেবারে যে ক্রিয়া না হয় এমন নহে, তবে বীজ বপন সময়ে যখন মাংস উদরে পড়িতেছে সেই সময় ভক্তি ভাবের বড় শক্তি দ্বারা তাহা চাপিয়া রাখিলে অনেকটা দমন থাকে। বোধ হয় এই সব কারণেই এইরূপ বলির বিধান হইয়াছে। ছাগ সম্বন্ধে ত এই যুক্তি। তবে মহিষ বলি দেওয়া হয় কেন? আমার বোধ হয় শাস্ত্রে মহিষাসুর নামটি আছে বলিয়াই মহিষ বেচারা দোষী হইয়াছে, কিম্বা ইহাও

হইতে পারে যে এই বলিদানের সৃষ্টি যেখানে এবং যখন, সেইখানে ও তখন মহিষ ভক্ষণের নিয়ম ছিল। এতদ্‌ব্যতীত ছাগ ও মহিষ বলিদান সম্বন্ধে আর একটী কারণ থাকা বিচিত্র নহে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে দেখিয়াছি, "কাম ক্রোধৌ (ছাগ বাহৌ) বিঘ্ন কৃতৌ বলিং দত্ত্বা জপং চরেৎ।" কাম ক্রোধ এই দুই বিঘ্নকারীকে বলিদান করিয়া জপ করিবে। ছাগ অত্যন্ত কামুক এবং মহিষ অত্যন্ত ক্রোধী, তাই ছাগ এবং মহিষ বলিরূপে নিযুক্ত হইল। তাই বলি, এইরূপ ছাগ এবং মহিষ বলিদান না দিয়া, "যদি বলি দিতে আশ, স্বার্থকর নাশ, বলি দাও ষড় রিপুগণে।" এই ভাবের রাজসী পূজা ত্যাগ করিয়া, যখন বুঝিতে পারিতেছেন বলির ফলে কষ্ট ভোগ আছে, বলি তুলিয়া দিয়া সাত্ত্বিকভাবে পূজা করুন। এখন পূজা করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজার বিধি, সেই শাস্ত্রেই বলিতেছেন "স্বযমসমর্থে ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ" নিজে না পারিলে তবে ব্রাহ্মণকে নিযোগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কার্য্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতি প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না, ব্রাহ্মণই বা কয় জনে করিয়া থাকেন? ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তার দ্বারা ডাকিতে হইবে? চণ্ডী মণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র

পড়িতেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিম্বা কবিগানের বন্দবস্ত করিতেছি। এই ভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এদিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্ট্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ট, আবার বলিতেছেন উট্র এবং সতৃষ্ণ নয়নে এক এক বার নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব পূজাই হইতেছে!! নিজে যদি না পার, তবে ব্রাহ্মণকে ডাক। যাঁহারা এই পথ দিয়া অগ্রসর হইতে চান, তাঁহারা নিজেরা পূজা করুন, তবে চাউল কলাটা না হয় পুরোহিত ঠাকুরকে বৎসর বৎসর দিবার এগ্রিমেণ্ট করিয়া দিন। যিনি নিজে অসমর্থ এবং তজ্জন্য ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারও ব্রাহ্মণের নিকটে ভাব বুঝিয়া লইয়া ভক্তি সঞ্চার করা প্রয়োজন। যদি আমমোক্তার কি উকীল নিযুক্ত করিতেই হয়, তবে সচ্চরিত্র, শুদ্ধ, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে উকীল কি আমমোক্তার দিয়া পূজা করাইয়া থাকি, তাঁহারা প্রায়ই মোকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তশ্রুপ করিয়া থাকেন।

পূজার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়; প্রথমতঃ বায়ু বীজ জপ করিতে করিতে প্রাণায়াম করিতে হইবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে করিতে হইবে দেহের জড়-

ভাব বায়ুর সঙ্গে উড়িয়া যাইতেছে। পরে বহ্নি বীজ জপ করিতে করিতে পুনরায় প্রাণায়াম করিবে এবং মনে করিতে হইবে পাপ কলঙ্ক সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। তৎপর চন্দ্রবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, চন্দ্রসুধায় সমস্ত শরীর প্লাবিত হইয়াছে। পরে বরুণবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে, সমস্ত শরীর জলে স্নিগ্ধ হইয়াছে। অবশেষে পৃথ্বীবীজ জপ করিতে করিতে মনে করিতে হইবে দেহ, মন পৃথিবীর ন্যায় দৃঢ় এবং অটল হইয়াছে। পরে ভগবানের সহিত এক হইয়াছি ভাবিতে হইবে। ইহারই নাম ভূতশুদ্ধি।

তারপর পূজা আরম্ভ। বাহ্য পূজার পূর্ব্বে মানস পূজা। মানস পূজা কি রূপে করিতে হয় তবে শুনুন —

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দ্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেন মৃতেনাচমনং স্নানীয়মপি কল্পয়েৎ।
আকাশতত্ত্বং বসনং গন্ধন্তু গন্ধতত্ত্বকং॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বন্তু দীপার্থে নৈবেদ্যঞ্চ সুধাম্বুধিং॥
অনাহতধ্বনিং ঘণ্টাং বায়ুতত্ত্বঞ্চচামরং।
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্ম্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা॥
পুষ্পং নানাবিধং দদ্যাদাত্মনো ভাবসিদ্ধয়ে।

অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদস্তথা।
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকস্তথা॥
অমাৎসর্য্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং প্রকীর্ত্তিতং।
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
দয়া ক্ষমা জ্ঞানং পুষ্পং পঞ্চপুষ্পং ততঃপরম্॥

হৃৎপদ্ম আসন, সহস্রারচ্যুত অমৃত পাদ্য, মন অর্ঘ্য, এবং সেই অমৃত স্নানীয় ও আচমন কল্পনা করিবে; আকাশতত্ত্বকে বসন, গন্ধতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজতত্ত্ব দীপ, এবং সুধাম্বুধি নৈবেদ্য কল্পনা করিবে; অনাহত ধ্বনি ঘণ্টা, বায়ুতত্ত্ব চামর, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম এবং মনের চাঞ্চল্য নৃত্য মনে করিবে। নিজের ভাব সিদ্ধির জন্য নানা প্রকার পুষ্প দিবে। মায়ারাহিত্য, অনহঙ্কার, অনাসক্তি, অমদ, অমোহ, অদম্ভ, অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য, অলোভ, এই দশ পুষ্প; এবং ইহার উপরে আরও পাঁচটী পুষ্প—অহিংসা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দয়া, ক্ষমা ও জ্ঞান। জিজ্ঞাসা করি, আপনাদিগের কাহার বাগানে ইহার কটী ফুল ফুটিয়াছে? মায়ের চরণে ইহার কটি ফুল দিতে পারেন?

অভিষেকের কয়েকটী মন্ত্র শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। সেই নানকের আরতির গান যেরূপ গম্ভীর উচ্চ ভাব পরিপূর্ণ ইহাও সেইরূপ। সমস্ত বহির্জ্জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ এক প্রাণ হইয়া রাজরাজেশ্বরীর কি চমৎকার অভিষেক করিতেছে!

ও ঋষয়ো মুনয়ো গাবো দেবমাতর এবচ।
দেবপত্ন্যোদ্রুমা নাগা দৈত্যাশ্চপ্সরসাংগণাঃ॥
অস্ত্রাণি সর্ব্বশস্ত্রাণি রাজানো বাহনানি চ।
ঔষধানিচ রত্নানি কালস্যাবয়বাশ্চ যে॥
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা স্তীর্থানি জলদা হ্রদাঃ।
দেব-দানব-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ॥
এতে ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মকামার্থসিদ্ধয়ে॥
কীর্ত্তির্লক্ষ্মীর্ধৃতির্মেধা পুষ্টিঃ শ্রদ্ধা ক্ষমা মতিঃ॥
বুদ্ধির্লজ্জা বপুঃ শান্তি স্তুষ্টিঃ কান্তিশ্চ মাতরঃ।
এতা ত্বামভিষিঞ্চন্তু ধর্ম্মপত্নাঃ সুসংযতাঃ॥ ইত্যাদি।

তবে অভিষেক যে কি মহান্ ব্যাপার সকলেই দেখিলেন। এখন ষোড়শোপচারে পূজার মন্ত্রগুলি একবার দেখি। এই মন্ত্র গুলি সংগ্রহ করিতে আমি কেবল দুর্গাপূজার মন্ত্রে আবদ্ধ রহি নাই। শিব পূজার মন্ত্রও ইহার ভিতরে সন্নিবেশ করিয়াছি। দুর্গাপূজা, শিবপূজা প্রভৃতির মূল তাৎপর্য্য যে এক, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না। শিবপূজা পদ্ধতিও যে ভাবের উপরে গঠিত, দুর্গাপূজা পদ্ধতিও সেই ভাবের উপরে গঠিত। ভিত্তি একই, সীমাবদ্ধ জীব সীমাবদ্ধ ভাবে পূজা করিতেছে, কিন্তু জানিতেছে যাঁহার পূজা করিতেছি তাঁহার নিকটে আমার পূজাসামগ্রী—আমার উপহার—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেন না, তিনি অনাদি, অনন্ত, ত্রিভুবনাধিপতি, তাঁহার আমার দত্ত দ্রব্যে কোন

প্রয়োজন নাই, বরং আমিই তাঁহার নিকট হইতে এই দ্রব্যগুলি পাইয়াছি। কয়েকটী মন্ত্র তবে শ্রবণ করুন :—

সর্ব্বভূতান্তরস্থায় সর্ব্বভূতান্তরাত্মনে।
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনন্তে নমো নমঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

সর্ব্বভূতের অন্তরে অবস্থিত যে তুমি, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা যে তুমি, তোমার উপবেশনের জন্য আমি এই আসন কল্পনা করিলাম; তোমাকে নমস্কার। তুমি ত সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু আমি কীটানুকীট তাহা ধারণা করিতে পারি না, তাই এই আসন কল্পনা করিলাম।

মূলপ্রকৃতিরূপেণ সূয়তে সচরাচরম্।
পূজামহং বিধাস্যামি স্বাগতন্তে মহেশ্বরি॥
মাৎস্যসূক্ত।

তুমি মূল প্রকৃতি রূপে এই সচরাচর জগৎ প্রসব করিতেছ, (আমি ত কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি), সেই আমি তোমার পূজা করিব; কিন্তু মন অতবড় তোমাকে ধারণা করিতে পারে না, অথচ তোমাকে চাই বলিয়াই বলিতেছি এস, এস।

যৎপাদজলসংস্পর্শাচ্ছুদ্ধিমাপ জগৎত্রয়ং।
তৎপাদাব্জপ্রোক্ষণার্থং পাদ্যন্তে কল্পয়াম্যহং॥
পরমানন্দসন্দোহো জায়তে যৎপ্রসাদতঃ।
তস্মৈসর্ব্বাত্মভূতায় আনন্দার্ঘ্যং সমর্পয়ে॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

যাঁহার পাদজলস্পর্শ করিয়া ত্রিজগৎ পবিত্র হয় তাঁহার পাদপদ্ম প্রক্ষালনের জন্য আমি পাদ্য কল্পনা করিতেছি। যাঁহার প্রসাদে রাশীকৃত পরমানন্দ সম্ভোগ হয়, সর্ব্বাত্মভূত যে তিনি তাঁহাকে আনন্দার্ঘ্য অর্পণ করিতেছি।

উচ্ছিষ্টোঽপ্যশুচির্বাপি যস্যাঃ স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্যৈতে পুনরাচমনীয়কং॥

বৃহন্নন্দিকেশ্বর।

উচ্ছিষ্ট কি অশুচি হইলে যাঁহাকে স্মরণ করিলেই শুদ্ধ হওয়া যায়, সেই তোমাকে এই আচমনীয় দিতেছি।

তাপত্রয়বিনাশার্থমখণ্ডানন্দহেতবে।
মধুপর্কং দদাম্যদ্য প্রসীদ পরমেশ্বর॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

ত্রিতাপ বিনাশ জন্য যিনি অখণ্ডানন্দহেতু সেই তোমাকে মধুপর্ক দিতেছি হে, পরমেশ্বর! আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

পরমানন্দবোধাব্ধিনিজমগ্ননিমূর্ত্তয়ে।
সাঙ্গোপাঙ্গমিদং স্নানং কল্পয়ামীহদেবিতে॥

বৃহন্নন্দিকেশ্বর।

পরমানন্দ বোধরূপ সমুদ্রে যে তুমি ডুবিয়াই আছ, হে দেবি! সেই তোমার এই সাঙ্গোপাঙ্গ স্নান কল্পনা করিতেছি।

সর্ব্বাবরণহীনায় মায়াপ্রচ্ছন্নতেজসে।
বাসসী পরিধানায় কল্পয়ামি নমোঽস্তুতে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

সমস্ত আবরণহীন যে তুমি, মায়ায় লুকাইয়া রাখিয়াছ যে তেজ তুমি, সেই তোমার পরিধানের জন্য এই বস্ত্র কল্পনা করিতেছি, তোমাকে নমস্কার।

বিশ্বাভরণভূতায় বিশ্বশোভৈকযোনয়ে।
মায়াবিগ্রহভূষার্থং ভূষণানি সমর্পয়ে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

এই বিশ্বের আভরণ যে তুমি, সমস্ত বিশ্বশোভার এক মূলাধার যে তুমি, তোমার এই কল্পনাত্মক মূর্ত্তি ভূষিত করিবার জন্য এই অলঙ্কারগুলি দিতেছি।

গন্ধতন্মাত্রয়া সৃষ্টা যেন গন্ধংধরা ধরা।
তস্মৈ পর স্বনে তুভ্যং পরমং গন্ধমর্পয়ে॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

যে তুমি গন্ধতন্মাত্রা দ্বারা এই গন্ধধরা পৃথিবীকে সৃষ্টি করিয়াছ, সেই যে পরমাত্মা তুমি তোমাকে এই পরম গন্ধ অর্পণ করিতেছি।

পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধং দেবনির্ম্মিতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রগৃহ্যতাং॥

মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

এই যে সুন্দর সুগন্ধ মনোহর দেবনির্ম্মিত পুষ্প অর্থাৎ তোমারই নির্ম্মিত পুষ্প, ভক্তিপূর্ব্বক তোমায় নিবেদন করিতেছি, গ্রহণ কর।

পরং জ্যোতিঃপরং ব্রহ্ম জগদেকং সনাতনি।
ভূতয়ে মম দেবেশি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাং॥

মাৎস্যসূক্ত।

পরজ্যোতির্ম্ময়ী পরব্রহ্ম যে তুমি সনাতনি, আমি আমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে এই দীপ দিতেছি, গ্রহণ কর।

এক একটী মন্ত্রের ভিতরে কত উচ্চ উচ্চ ভাব, সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রত্ব কোথায় উড়িয়া যাইতেছে! যাঁহারা দুর্গা মূর্ত্তি পূজা করেন এই ভাবে করুন। সকলের জন্যই যে মূর্ত্তিপূজার আবশ্যক, তাহাও নহে, কিন্তু কতকের যে প্রয়োজন তাহার সন্দেহ নাই।

আমার একটী বিশ্বাস আছে, এইরূপ মূর্ত্তি কি সাকার কোন পদার্থের পূজা কতকগুলি লোকের মধ্যে আপনা হইতে আসিয়া পড়ে। খৃষ্টানদিগের মধ্যে ত মূর্ত্তি পূজার কোন বিধান নাই, তথাপি রোমানক্যাথলিক দলে খৃষ্ট ও তাঁহার মাতার মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। শিক ধর্ম্মে এইরূপ পূজা নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি করিয়াছেন? তাঁহাদিগের ধর্ম্ম মন্দিরে গুরু প্রণীত গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ত সাকার পূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই তাঁহার কতকগুলি অনুচর নাকি তাঁহার উত্তরীয় এবং পাদুকা পূজা আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য একটা কিছু সাকার না পাইলে, কিছুই ধারণা করিতে পারে না। রাজা রামমোহন রায়ও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন।

এমন অনেক লোক আছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাঁহাকে শূন্য বলিয়া মনে করে, নাস্তিকতায় গড়াইয়া পড়ে। এই জন্যই বোধ হয় পাশ্চাত্য ইতর ব্যক্তিদিগের অপেক্ষা এই দেশীয় ইতর লোক সুশীল, সচ্চরিত্র ও অপেক্ষাকৃত অধিক ধর্ম্মভীরু।

এতদ্ভিন্ন আর একটী কথা আছে,—হিন্দুশাস্ত্রে মূর্ত্তিপূজার যে বিধান আছে তদনুসারে পূজা করিতে গেলে, একটু ভাব থাকিলে, যেমন বাহিরের বস্তুগুলি সংগ্রহ করিতে থাকিবেন, অমনি মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের মধ্যে ভগবানের স্বরূপগুলি স্ফুট হইতে থাকিবে। যেমন প্রদীপটী লইয়া উপস্থিত হইবেন অমনি তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় স্বরূপ মনে আসিবে; আবার যখন ভূষণ উপস্থিত করিবেন, তখন তিনি সকল শোভার আধার, এই ভাবটী জাগরূক হইবে; পুষ্প চরণে দিবার সময়ে তাঁহার পবিত্রতা উপলব্ধি হইবে; মন্ত্রগুলি এইরূপে নানা ভাবে ভগবানের স্বরূপ মনে উদ্দীপন করিয়া দেয়। যাঁহারা বাহ্যপূজা করেন না, অথচ মনটী উন্নত হয় নাই, তাঁহাদিগের বিশেষ আশঙ্কা এই—হয়ত ভগবানের একটী ভাব মনে আসিল অপরগুলি ভুলিয়া গেলেন; বাহিরের উপকরণ সংগ্রহ করিতে হয় না বলিয়া তদনুযায়ী ভাব ও হৃদয়ে না

আসিতে পারে। একটী পুষ্প সম্মুখে ধরিলে যে ভাব হয়, যদি ফুলটী সম্মুখে না থাকে হয়ত সেভাবের উদ্রেকই হয় না। তবে সকলের সম্বন্ধে ইহা বলা যায় না। অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের বাহ্য পূজার প্রয়োজন হয় না। যাঁহারা বাহ্য পূজা করিবেন, একবার শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করুন, প্রকৃত পূজা যাহাকে বলে তাহাই করিতে আরম্ভ করুন—দুর্ব্বল প্রাণ সবল হইবে, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত হইবে। তেজোময়ীর পূজা করিতে গিয়া যদি অগ্নি সঞ্চয় না হইল, তবে আর কি পূজা হইল? প্রকৃত দুর্গাপূজা করিলে মন, প্রাণ ও শরীর অগ্নিময় হইয়া যাইবে, বাক্য অগ্নিবর্ষণ করিবে, দেশময় অগ্নি ছড়াইয়া পড়িবে, যত পাপ কলঙ্ক ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, এই নির্জীব জাতি আবার দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে।

সমাপ্ত।

শরণমপি সুরাণাং সিদ্ধবিদ্যাধরাণাং
মুনিদনুজনরাণাং ব্যাধিভিঃ পীড়িতানা
নৃপতিগৃহগতানাং দস্যুভিস্ত্রাসিতানা
ত্বমসি শরণমেকা দেবিদুর্গে প্রসীদ

শ্রীশ্রীসর্ব্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ।

শ্রীশ্রীদুর্গাষ্টকম্।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্যপদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥ ১

নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে।
নমস্তে সদানন্দানন্দস্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥ ২

অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥ ৩

অরণ্যে রণে দারুণে শত্রুমধ্যেঽ
নলে সাগরে প্রান্তরে রাজগেহে।
ত্বমেকাগতির্দ্দেবি নিস্তারহেতু
র্নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥ ৪

'পারে মহাদুস্তরেঽত্যন্তঘোরে
ৎসাগরে মজ্জতাং দেহভাজাং।
কাগতির্দ্দেবি নিস্তার নৌকা
জগত্তারিণি ত্রাহিদুর্গে॥ ৫

শ্রীশ্রীচণ্ডী।

নমশ্চণ্ডিকায়ৈ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ।

সুরথ ও বৈশ্যের কথোপকথন।

সূর্য্যপুত্র মনু যাঁরে এই ভূমণ্ডলে
সাবর্ণি অষ্টম মনু বলেন সকলে
পৃথিবীতে যে প্রকারে তাঁর উৎপত্তি
তাহাই প্রকাশ আমি করিব সংপ্রতি
মহাভাগ সেই মনু দুর্গার কৃপায়
মন্বন্তর অধিপতি হন যে উপায়
তাহাও প্রকাশ আমি করিব এখন
মনোযোগ সহ সবে করহ শ্রবণ।
সুরথ নামেতে নৃপ জন্মি চৈত্র কুলে
পূর্ব্বকালে প্রজা পালে পুত্র সমতুলে।
সুবল ভূপতি সহ সংগ্রাম ভীষণ,
করিলেক নীচ কুল উদ্ভূত যবন।
পরাজিত হয়ে ভূপ গৃহে উপস্থিত
রক্ষিবারে নিজ রাজ্য চিন্তেন বিহিত।

হেন কালে শত্রুগণ তথায় আসিয়া
পুনর্ব্বার আক্রমণ করিল গর্জ্জিয়া।
দুরাত্মা আমাত্যবর্গ পাইয়া সময়
হরিলেক সৈন্য আর সঞ্চিত বিষয়।
সর্ব্বস্বান্ত হয়ে নৃপ চড়ি অশ্ব'পরে
প্রবেশে একাকী ঘন বিপিন মাঝারে।
সেই বনে উপনীত সুরথ রাজন
দর্শন করিল মুনি আশ্রম শোভন।
মুনির আশ্রমে বাস করি কিছু দিন
অপহৃত-রাজ্য চিন্তা মগ্ন রাত্র দিন।
আমার রক্ষিত পুরী মিলিয়া অমাত্য
ধর্ম্ম অনুসারে রক্ষা করিছে কি সত্য।
না জানি আমার সেই প্রধান বারণ
কি প্রকারে ভোগ প্রাপ্ত হতেছে এখন।
আমার পালিত ভৃত্য নিশ্চয় এক্ষণে
উপাসনা করিতেছে [illegible] জনগণে
যতেক অমাত্যবর্গ হইয়া মিলিত
আমার সঞ্চিত ধন নাশিবে রক্ষিত।
এইরূপ নানাবিধ চিন্তেন রাজন
এমন সময় বৈশ্য করে আগমন।
সুরথ নৃপতি তাঁরে করেন জিজ্ঞাসা
এখানে কি হেতু তুমি কোথা কর বাসা।
তোমাকে শোকার্ত্ত দেখি কিসের কারণ
প্রকাশিয়া কহ দেখি শুনি বিবরণ।

রাজার বিনয় বাক্য করিয়া শ্রবণ
পরিচয় দেয় নিজ বৈশ্যের নন্দন।
সমাধি আমার নাম করি নিবেদন
আমারে করিল দূর আত্মার স্বজন।
দেখিয়া তাহারা মোর সঞ্চিত বিষয়
লোভ বশবর্ত্তী হয়ে সব হরি লয়।
অন্যায় রূপেতে ধন করিল গ্রহণ
পুত্র পৌত্র আদি করি আত্মীয় স্বজন।
নির্ধন হইয়া আমি ভ্রমি বনে বনে।
বিধাতা দিবেন কষ্ট নাজানি স্বপনে।
এই বন মাঝে আমি করি অবস্থান
পাইব কি পুত্রাদির মঙ্গল বিধান।
এইরূপ আশা মোর না হয় সম্ভব
মেঘাবৃতে তারা যেন না প্রকাশে সব।
পুত্রগণ সদাচারি কিম্বা দুরাচারী
হইয়াছে কি প্রকার কিরূপে বিচারি।
ঘটিল মঙ্গল কিম্বা হল অমঙ্গল
কিছু বিচারিতে নারি হইয়া বিহ্বল।
নৃপতি কহেন বৈশ্যে চিন্ত কি কারণ
যে হেতু করিল তারা তোমার নির্ধন।
লোভ পর বশ হয়ে তাহারা যথন
তোমার সঞ্চিত ধন করিল হরণ।
কি প্রকারে দয়া তব উপজিল চিতে
ভাবিয়া সিদ্ধান্ত কিছু নাপারি করিতে।

বৈশ্য কহিতেছে নৃপে করি যোড়কর
কি প্রকারে এ প্রশ্নের করিব উত্তর
কখনই মোর মনে কোপ না জন্মায
এখন হইবে কেন তাহার উদয়।
ধন লোভে পিতৃভক্তি যেই পরিহারে
সে সন্তানে মম দয়া জন্মে কি প্রকারে
যেই দারা বিসর্জ্জিল পতি হেন ধন
তাহার লাগিয়া মোর শোক কি কারণ।
আমার সুহৃদগণ হয়ে ঈর্ষান্বিত
তোমাকেই করিলেক সম্পদে বঞ্চিত।
তথাপি তাদের প্রতি রত মম মন
ইহার কারণ কিছু না বুঝি রাজন।
কোন রূপে মোর মন নিষ্ঠুর না হয়
ইহার উত্তর কিবা দেন মহাশয়।
কথা অবশেষে তাঁরা হইয়া দুঃখিত
মেধস মুনির পাশে হন উপস্থিত।
মুনির চরণে দোঁহে করিয়া প্রণতি
জিজ্ঞাসেন প্রশ্ন তাঁহে নম্রভাবে অতি
মুনির করিয়া পূজা তাঁরা যথোচিত
নিকটে বসেন তাঁর হইয়া দুঃখিত।
মুনিরে জিজ্ঞাসে কিছু সুরথ রাজন।
ইহার উত্তর কিছু দেন তপোধন।
এ বিষয় নিরূপণ না পারি করিতে
অত্যন্ত দুঃখিত মোরা হইয়াছি চিতে।

মূঢ়ের সদৃশ মোর এতেক মমতা
রাজ্য প্রতি কেন হয় কহ প্রাজ্ঞ চেতা।
বৈশ্যই বা কেন হয় মমতা আকৃষ্ট
ভার্য্যা পুত্র পোত্রাদির সাধিবারে ইষ্ট॥
এরূপ মমতা কেন জন্মিল হৃদয়ে
বিচারিয়া শীঘ্র প্রভু বলুন উভয়ে।
মহাভাগ অতিশয় মোরা দুঃখান্বিত
উপদেশ প্রাপ্ত যেন দুঃখ নিবারিত
বিবেকান্ধ যে প্রকারে হয় মোহ গত
আমরাও সেই রূপ হই জ্ঞান হত।
ইহার কারণ মুনি বলুন দোঁহায়
নতুবা মোদের মনে ধৈর্য্য নাহি পায়।
মুনিবর কহিতেছে শুন মহামতে
বিষয় গোচর জ্ঞান আছে জীব মাত্রে
সে বিষয় ভিন্ন হয় পরস্পর জান
সকলের এক রূপ না হয় কখন।
কোন কোন প্রাণী পায় দিবসে দেখিতে
কোন প্রাণী হয় অন্ধ সূর্য্য আলোকেতে
কোন প্রাণী তুল্য দৃষ্টি রাত্রি দিন হয়
সৃষ্টি-কর্ত্তা-সৃষ্ট এই কৌশল নিশ্চয়।
সৃষ্টির কৌশল আর নিজ কর্ম্ম ফলে
সুখ দুঃখ ভোগ সবে করে মহীতলে।
অদৃষ্ট প্রসন্ন তব ছিল এক দিন
সে কারণে রাজ্যসুখ ছিল আজ্ঞাধীন॥

এখন অদৃষ্ট তব দুরাদৃষ্টে নত
সেই জন্যে রাজ-লক্ষ্মী হইলেন গত।
যে প্রকার উপদেশে দিলেন আপনি
সত্য ইহা বুঝিলাম মনে অনুমানি।
এই রূপ জ্ঞান শুদ্ধ মনুষ্যের নয়
পশু পক্ষী মৃগাদির সকলের হয়।
অতএব বুঝ নৃপ করিয়া বিবেক
সুখ দুঃখ বোধাবোধ সকলের এক
যে কারণে বৈশ্য হয় মমতা আকৃষ্ট
তাহাও প্রকাশ করি শুন নৃপ শ্রেষ্ঠ
ক্ষুধায় পীড়িত যদি হয় পক্ষিগণ
তথাচ সে নাহি করে আহার গ্রহণ।
চঞ্চুপুটে খাদ্যদ্রব্য করি আনয়ন
শাবকেই অতি যত্নে করে সমার্পন।
অপত্য স্নেহের বশে মানব সকলে
আপন সন্তান গণে পালে কি না পালে।
কহ দেখি নৃপ শ্রেষ্ঠ করিয়া বিচার
মম বাক্য সত্য কি না হইল এবার।
এই রূপ হয়ে থাকে বিষ্ণুর মায়ায়
নতুবা কি জীব সব মোহাবর্ত্তে যায়।
তাঁর মায়া কে বুঝিবে এই ভূমণ্ডলে
থাকুক অন্যের কথা শিবে নাহি মিলে।
যোগ নিদ্রা স্বরূপিনী শক্তির প্রভাবে
সর্ব্ব জীব হয়ে থাকে মোহিত এ ভবে।

আর দেবী ভগবতী মায়ারূপ বলে
আকর্ষিয়া জ্ঞানী জনে মোহ গর্ত্তে ফেলে
যিনি এই চরাচর করেণ সৃজন
তাঁহার কৃপায় জীব লভে মুক্তি ধন।
মহামায়া সনাতনী ব্রহ্ম জ্ঞান রূপা
পৃথিবীস্থ সর্ব্ব জীবে করিছেন কৃপা।
মুক্তি প্রদা হন তিনি আর সর্ব্বেশ্বরী
নতুবা কাহার সাধ্য তবে ভব-বারি।
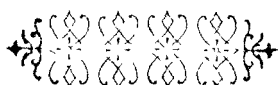
মধুকৈটভ বধ।

রাজা বলিলেন শুন প্রভু ভগবান
কি প্রকারে মহামায়া হন অধিষ্ঠান।
তাঁহার স্বভাব কিম্বা উত্তম রূপেতে
বিস্তারিয়া কহ প্রভু বুঝি যেন চিতে।
কোথা থাকি উৎপত্তি হন ভগবতী

বর্ণন করুন তাঁর সমস্ত ভারতী।
কহ কহ দ্বিজ শ্রেষ্ঠ অপূর্ব্ব কাহিনী
জনম সফলা মোর হবে যাহা শুনি।
শুনিতে আকাঙ্ক্ষা মোর বড় হইতেছে মনে
আপনি বর্ণিলে মোরা শুনিব শ্রবণে।
মণি বলিলেন শুন রাজার নন্দন
জগন্মূর্ত্তি মহামায়া নিত্যা বলি জান।
তাঁহার বিনাশ কভু না হয় জগতে
জন্ম বিবরণ তাঁর না পারি বলিতে।
সমস্ত পৃথিবী ব্যাপী করে করেন বসতী
কিছু কিছু বলিতেছি তাঁর উৎপতি।
নিত্যা বলি অভিহিতা যিনি মহামায়া
দেব কার্য্য সিদ্ধ হেতু তিনি ধরি কায়া।
লোক মধ্যে মহাবলে হন প্রচারিত
তাঁহার জনম কথা বৃত্তান্ত বিহিত।
কল্পনান্তে যখন পৃথ্বী হয় একার্ণব
অনন্ত শয্যায় প্রভু নিদ্রিত কেশব।
তখন ব্রহ্মাকে নাশ করিবার তরে
মধুকৈটভ অসুরে নিজ মূর্ত্তি ধরে।
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার জগৎ বিখ্যাত
দেখি ব্রহ্মা বিনাশিতে দাঁড়াঁইল উদ্যত।
ব্রহ্মা দেখিলেন বিষ্ণু নিদ্রায় মগন
অসুরে আসিছে মোকে করিতে নিধন॥
ভয়াতুর চতুর্মুখ না দেখি উপায়

যোগ নিদ্রা স্তব করে ঠেকি বড় দায়।
বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী প্রলয় কারিনী
তব স্তব করিবার আমি কিবা জানি।
তুমি সর্ব্বেশ্বরী সর্ব্ব সৃজন কারিনী
প্রলয় সময় তুমি ত্রিলোক রক্ষিনী।
তুমি সর্ব্ব জীবে রাখ উদর ভিতরে
তব কার্য্য বর্ণিবারে কেবা শক্তি ধরে।
তুমি সৃষ্টি স্থিতি তুমি প্রলয় কারিনী
জগৎ বিনাশ কালে তুমি সংহারিণী।
মহাবিদ্যা মহামেধা তুমি মহাস্মৃতি
শক্তি রূপে শিব হৃদে তুমি কর স্থিতি।
গুণ ত্রয় রূপে বাস কর চরাচরে
তোমার প্রকৃতি আমি বুঝি কি প্রকারে।
মহারাত্রি কালরাত্রি তুমি ভয়ঙ্করা
দয়াময়ী হয়ে কভু তুমি ভয়হরা।
শ্রীরূপে বসতী তুমি কর সর্ব্ব জীবে
তোমার যতেক লীলা মূর্খে কি বুঝিবে।
লজ্জা পুষ্টি তুষ্টি তুমি ধরণী ভিতরে
তোমার মহিমা দেবী কে বর্ণিতে পারে।
সনাতনী ব্রহ্ম জ্ঞান তোমার কৃপায়
লভি জীব করে নিজ মুক্তির উপায়।
শান্তি রূপে ক্ষিতি মাঝে সদা বাস কর
পাপ পূর্ণ হলে পৃথ্বী অশান্তিকে ধর।
খড়্গিনী শূলিনী তুমি ভীষণা গদিনী

শঙ্খিনী চক্রিনী তুমি পরিঘ চাপিনী।
সুখ দুঃখ দাতা তুমি আয়ুধ ধারিণী।
তোমার মাহাত্ম্য শিবে আমি কিবা জানি!
তুমি সৌম্যা সৌম্যতরা আর কি বলিব
তোমাপেক্ষা এ জগতে কে আছে সুশ্রব।
তুমি শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠাপেক্ষা হও শ্রেষ্ঠতরা
শ্রেষ্ঠ বরাদির তুমি ঈশ্বরা অপরা।
হে অখিলাত্মিকে তুমি সদাসৎ শক্তি
অতএব আমি কার তোমাকেই ভক্তি।
মহামায়া সর্ব্বেশ্বরী তুমি গো ঈশ্বরী
কখন কি রূপ ধর বলতে কি পারি।
সৃষ্টি স্থিতি লয় কর্ত্তা যিনি নারায়ণ
তুমি করিয়াছ তাঁরে নিদ্রায় মগন।
অপরে কি তোমা স্তব করিতে সমর্থ
স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান তিনি অসমর্থ।
আমি বিষ্ণু মহেশ্বর জন্ম তোমা হতে
না পারি যখন তোমা স্তবে সন্তোষিতে।
তখন অপরে কেবা হইবে সমর্থ
স্বর্গপুরে দেবী দুর্গে! তব সন্তোষার্থ।
তুষ্ট হয়ে মধুকৈটভে কর বিমোহিত
তা'হলে বিষ্ণুর ক্রোধ হবে অস্তমিত।
মহা সুর দ্বয়ে শীঘ্র করিতে বিনাশ
সংজ্ঞাকে পাঠাও দেবী মহাবিষ্ণু পাশ।
ব্রহ্মার সম্মুখে মধুকৈটভে নাশিতে

বিষ্ণুর হৃদয় বাহু দেহ মধ্য হৈতে।
নিষ্ক্রান্তা হইয়া দেবী কারণ বসতী
দেবকার্য্য সিদ্ধ হেতু অতি শীঘ্র গতি।
ঋষি বলিলেন ব্রহ্মা এই প্রকারেতে
নিদ্রাদেবী স্তব কৈলা বেদ বিধি মতে।
নিদ্রা ভঙ্গে দেখিলেন দেব ভগবান
ব্রহ্মা বিনাশিতে দৈত্য করে অবস্থান।
মহাপরাক্রম তার আরক্তলোচন
ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখি ত্রাসে জগজ্জন।
কৃতোদ্যম দুরাত্মন ব্রহ্মাকে নাশিতে
দেখিলেন বিষ্ণু থাকি অনন্ত শয্যাতে।
উত্থানান্তে নারায়ণ বহু যুদ্ধ করে
পঞ্চম সহস্র বর্ষ ব্যাপি এক বারে।
মহামায়া বিমোহিত মহা সুরদ্বয়
আপন বিস্মৃত হয়ে বিষ্ণু প্রতি কয়।
তোমার সহিত যুদ্ধে মোরা অতি তুষ্ট
বর ভিক্ষা কর এবে যাহা হয় ইষ্ট।
অসুরের বাক্য শুনি দেব নারায়ণ
হাসিয়া তাদের প্রতি বলেন বচন।
উভয়েই মম বধ্য হও এই ক্ষণ
ইহা ভিন্ন অন্য বর নাহি প্রয়োজন।
মহাসুরদ্বয় বলে ভগবান প্রতি
অন্তিমের নিবেদন শুনহ সংপ্রতি।
জলাকীর্ণ শূন্য স্থানে মোদের বিনাশ

শেষ কথা তব স্থানে করিনু প্রকাশ।
সম্মত হইলা তাহে দেব নারায়ণ
শঙ্খ চক্র গদা হস্তে করিয়া ধারণ।
নিজ উরু দেশে রাখি মহাসুরদ্বয়ে
করেন মস্তকচ্ছেদ প্রসন্ন হইয়ে।
মহামায়া সমুদ্ভূত এই রূপে হোন
ব্রহ্মার বর্ণিত স্তব মেধ সেতে কোন।
মধুকৈটভ ধ্বংস কথা হইল সমাপ্ত
মোরে স্থান দেহ দুর্গে! শ্রীচরণে আপ্ত।

——o:*:o——

মহিষাসুর বধ বৃত্তান্ত।

ঋষি কহিলেন শুন আমার ভারতী
পূর্ব্ব কালে ছিলা ইন্দ্র দেবতাধিপতি।
মহিষ অসুর হয় অসুরের পতি
দেবাসুরে যুদ্ধ শত বর্ষ ক্রমাগতি।
পরাজিয়া দেব গণে মহিষ অসুর
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব লভে অমরের পুর।
পরাজিত হয়ে তারা পদ্মোদ্ভব লয়ে
বিষ্ণু মহেশ্বর স্থানে চলিলেন ধেয়ে।
দেবগণ তাঁহাদের নিকটে আসিয়া

বলিতে লাগিলা সবে বিনম্র হইয়া।
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আর চন্দ্রের চন্দ্রত্ব
মহিষ অসুর লয় সকল রাজত্ব।
অগ্নি যম সূর্য্য আর পবন বরুণ
সকলের স্থলাধিষ্ঠ তারা এইক্ষণ।
দুরাত্মা মহিষ সবে করিল তাড়না
দেবগণ ভ্রমে মর্ত্তে ক্লেশ পান নানা।
অসুরের যুদ্ধে মোরা হই পরাজিত
আপনারা করিবেন যা হয় উচিত।
কহিলাম উভয়েরে যত বিবরণ
রক্ষহ শরণাগত হর নারায়ণ।
অসুর বধের শীঘ্র করহ উপায়
নতুবা দেবতাকুল একবারে যায়।
দেবতার বাক্য শুনি হরি বিশ্বম্ভর
কোপে কাঁপে দোহা অঙ্গ থর থর থর।
কোপাবিষ্ট চক্রধারী শঙ্কর ব্রহ্মার
তেজঃ বিনির্গত হয় সর্ব্ব দেবতার।
তেজঃপুঞ্জ একত্রিত হইল যখন
দৃশ্য হয় দীপ্তিমান পর্ব্বত যেমন
প্রজ্বলিত অগ্নি সম দিগন্ত ব্যাপিল।
দেখিয়া সকল দেব আশ্চর্য্য হইল
প্রভাশালী তেজোরাশি হইয়া মিলিত
নারীর আকার এক হইল ত্বরিত।
শঙ্করের তেজে হয় মুখের আকার

বিষ্ণু যম তেজে হয় বাহু কেশাকার।
চন্দ্র তেজ স্তনরূপে বক্ষ দেশে বসে
ইন্দ্র তেজ বসিলেন গিয়া কটি দেশে।
বরুণ তেজেতে জঙ্ঘা হয় উৎপত্তি
পৃথ্বী তেজ দ্বারা হয় নিতম্ব আকৃতি।
ব্রহ্মতেজে পদ দ্বয় হইল গঠিত
সূর্য্যতেজে পদাঙ্গুলি হইল রচিত।
বসুদের তেজে হয় নাসিকা উদ্ভব,
প্রজাপতি তেজে দন্ত সৃষ্টি হয় সব।
চক্ষুত্রয় রূপ ধরে তেজ অনলের,
সন্ধ্যাদ্বয় তেজে সৃষ্টি হয় ভ্রূদ্বয়ের।
পবন তেজেতে তাঁর কর্ণ দ্বয় হয়,
অন্য দেব তেজ প্রাপ্তে শিবা উপজয়।
মঙ্গল আকাঙ্ক্ষী শিবা হইল উদ্ভব,
একবার উচ্চঃস্বরে দুর্গা বল সব।
তেজোরাশি সমোদ্ভূতা দেবীর দর্শনে।
হর্ষান্বিত হইলেন সর্ব্বদেব গণে।
নিজ শূল হতে শিব শূল আকর্ষিয়া,
তাহার হস্তেতে দেন প্রসন্ন হইয়া।
নিজ চক্র হতে চক্র করিয়া সৃজন
দেব নারায়ণ তাঁহে করিলা অর্পন।
বরুণ দিলেন শঙ্খ শক্তি হুতাশন
বায়ু ধনুর্ব্বান তুণ করেন অর্পন।
অমরাধিপতি ইন্দ্র নিজ বজ্র থেকে,

উৎপন্ন করিয়া বজ্র দিলেন তাঁহাকে।
ঐরাবত দিলা ঘণ্টা ব্রহ্মা কুমণ্ডল,
এই রূপে দিলা সবে হয়ে কুতুহল।
যম কালদণ্ড থেকে দণ্ড সমর্পিলা।
বরুণ দিলেন পাশ দক্ষ অক্ষমালা।
দিবাকর লোমকূপে নিজ রশ্মি দিলা,
যম তীক্ষ্ণ খড়্গ অসি তাঁহাকে অর্পিলা।
ক্ষিরোদ তাঁহাকে দিলা দিব্য চূড়ামনি,
অর্দ্ধ চন্দ্র আর দিব্য কুণ্ডল দুখানি।
হার যুগ্ম বস্ত্র আর বলয় নিকর,
কেয়ুর শোভিছে ভুজে অতি মনোহর
দুখানি নুপুর তাঁর পদদ্বয়ে দিলা,
অত্যুত্তম গ্রীবাদেশে হার প্রদানিলা।
সমস্ত অঙ্গুলে শোভে অঙ্গুরী সমূহ,
তুলনায় তুল্য কেবা হয় তাঁর সহ।
বিশ্বকর্ম্মা নানাবিধ তাঁরে অস্ত্র দিলা,
জলনিধি দিলা কণ্ঠে পঙ্কজের মালা।
বাহনার্থ সিংহ দান কৈল হিমালয়,
কুবের দিলেন সুরা সহ পাত্রাক্ষয়।
নাগেশ্বর যেই হার করিলা অর্পণ,
সর্প মণি দ্বারা হয় তাহার গঠন।
অলঙ্কার অস্ত্র দিলে যত দেবগণ,
সম্মানিত হয়ে দেবী করিলা গর্জ্জন।
গর্জ্জন শব্দেতে পূর্ণ হয় শূন্য দেশ;

পৃথিবী কম্পিত আর সমুদ্র প্রদেশ।
চঞ্চল পর্ব্বত সব মনুষ্যেরা ক্ষুব্ধ,
পশু পক্ষী নদ নদী হইল নিস্তব্ধ।
সিংহ পৃষ্ঠে ভগবতী করি নিরীক্ষণ
জয় জয় ধ্বনি করি উঠে দেবগণ।
ভক্তি-সহ স্তব করে যত মুনিগণ,
আমিও মস্তকে করি ও বাঙ্গা চরণ
সমস্ত ত্রৈলোক্য দেখি অতি শশঙ্কিত
অসুরের সৈন্য সব হয়ে সুসজ্জিত।
হস্তে ধনু অস্ত্র ধরি ত্বরা সমুত্থান,
ক্রোধে শব্দ অনুসারে হয় ধাবমান।
উপনীত হয়ে তারা করিল দর্শন,
নিজ কান্তি দ্বারা দেবী ব্যাপী ত্রিভুবন।
ধনুঃ শব্দে পৃথ্বীতল করি বিক্ষোভিত,
নিশঙ্ক হৃদয়ে তিনি হন বিরাজিত।
অসুর সহিত দেবী যুদ্ধ আরম্ভিল,
বাণের কিরণে দশদিক আলোকিল।

সেনাপতি মহাসুর সাজিল আর চিক্ষুর
চতুরঙ্গে চামর সহিত
ছয়াযুত লয়ে রথ আগুলিলা গিয়া পথ
চণ্ডী সহ হইল মিলিত।
অসি লোমা মহাক্রূর বাস্কল নামে অসুর
একাদশ রথ সঙ্গে নিলা
মহাহনু চড়ি রথে সহস্রেক রথি সাথে

সংগ্রাম করিতে আরম্ভিলা।
পরিবারিত অসুর শত্রু করিবারে দুর
অশ্বগজে হইয়া বেষ্টিত
মহাসুর বিড়ালাক্ষ পদাতিক অর্দ্ধ লক্ষ
সঙ্গে লয়ে হয় সুসজ্জিত।
অন্যান্য অসুর গণে রথ অশ্ব লয়ে সনে
একটি অযুত পরিমিত
মহিষ অসুর শেষে কোটী সহস্রেক অশ্বে
যুদ্ধ স্থানে হয় উপনীত।
পরে অসুরের পাল লয়ে শক্তি ভিন্দি পাল
পরশু মুষল অস্ত্র নানা
পট্টিশ খড়্গাদি শূল যেন অস্ত্র সমতুল
অস্ত্র শব্দ হয় ঝন্ ঝনা।
কেহ শক্তি কেহ পাশ দেখি লোকে পায় ত্রাশ
চণ্ডীকা উপরে ফেলিতেছে
দেবী নিজ অস্ত্র ধরি অস্ত্র গতি রোধ করি
মহা মহা রথিরে নাশিছে।
দেব ঋষি স্তব করে দেবীকে প্রসন্ন হেরে
ঈশ্বরী শুনিয়া নিজ কাণে
করিলেন জর্জ্জরিত আছিল অসুর যত
পুনঃ পুনঃ অস্ত্র বরিষণে।
দেবী-বাহন কেশরী কেশর কম্পিত করি
অনিলের ন্যায় সেও ভ্রমে
যুদ্ধ কালে শ্বাস ত্যাগে শত শত সৈন্য যাগে

মহাসুর তারা বধে ক্রমে।
নিশ্বাসে বর্দ্ধিত গণ লয়ে অস্ত্র অগণন
করিতেছে বিপক্ষ হনন।
কোন গণ উৎসবে শঙ্খাদি মৃদঙ্গ রবে
চারিদিক করে বিচরণ।
শক্তি গদা দেবী ধরি অসুরে আঘাত করি
কত শত করিল বিনাশ
ঘণ্টা রবে পাশ দিয়া দৈত্যদের বান্ধি হিয়া
আকর্ষিয়া ফেলে পৃথ্বী পাশ।
কেহ তীক্ষ্ণ খড়্গাঘাতে দ্বিধা হয় দুই ভিতে
কেহ পায় গদার ঘাতন।
মুষলে তাড়িত কেহ অত্যন্ত রুধিরা বহ
হয়ে কেহ করে পলায়ন।
কেহ শূলাঘাত প্রাপ্তে বক্ষ দেশে রক্ত লিপ্তে
ভূমিতে হইল নিপতিত।
দিয়া সমূহাদি শর যুদ্ধ স্থান কলেবর
যেন করিলেক আচ্ছাদিত॥
আর যত সেনাপতি চণ্ডিকায় করি নতি
ইহলোক চলিল ছাড়িয়া।
দ্বিজ গিরিশচন্দ্র ভণে দয়া করি অকিঞ্চনে
ভব রজ্জু ফেল না ছেদিয়া॥
কাহারও বা বাহু ভিন্ন কাহারও বা গ্রীবা ভিন্ন
কারো কটি দেশ বিদারিত।
কাহারও মস্তক নাই রক্ত পড়ে সর্ব্ব ঠাঁই

উরুদেশে হইয়ে আহত ॥
বাহু চক্ষু পদ দ্বয়ে বানাঘাতে দ্বিধা হয়ে
অবশেষে পড়ে ভূমিতলে।
শির ছিন্ন হয়ে কেহ ভূমিতলে পড়ে দেহ
পুনঃ উঠে পূর্ব্ব তপ ফলে ॥
কবন্ধ অসুর গণ যুদ্ধ করে প্রাণ পণ
করি অস্ত্র সুন্দর গ্রহণ।
অন্যান্য কবন্ধ যত হয়ে তূর্য্যালয়াশ্রিত
নাচে পাব দেবার চরণ ॥
শিরশ্ছিন্ন অসুরেরা কবন্ধ হইয়া তারা
গদাশক্তি করিয়া ধারণ।
বলে দেবী স্থির হয়ে যুদ্ধস্থলে দণ্ডাইয়ে
কিছুকাল কর মহারণ ॥
ক্ষণকালে দাবানল দগ্ধ করে বৃক্ষদল
সেইরূপ মহাসুরক্ষয়।
করিলেন দিগম্বরী দশভুজে অস্ত্র ধরি
মুর্ত্তি দেখি পায় সবে ভয় ॥
কেশর কম্পিত করে গর্জ্জে সিংহ বারে বারে
নাশিতেছে অসুর সকল।
কহে গিরীশ একান্তে পাই যেন প্রাণ অন্তে
অম্বিকার চরণ কমল ॥

চিক্ষুর বধ।

দেব-সেনা যুঝে অসুরের মাঝে
তুষ্ট হয়ে দেব গণে।
পুষ্প বৃষ্টি করে দেব সৈন্যোপরে
অতি আনন্দিত মনে॥
কহে তপোধনে রাজার নন্দনে
দেখি সৈন্য রণে হত।
চিক্ষুরাতিশয় ক্রোধান্বিত হয়
আর মহাসুর যত॥
অম্বিকার সনে প্রবর্ত্তিল রণে
ধনুঃশর ধরি করে
দেবী মহেশ্বরী হস্তে ধনু ধরি
বধে অশ্ব সারথিরে।
সুমেরু শৃঙ্গেতে বর্ষে বরিষাতে
যেন জলধর গণে
বাণ বৃষ্টি করে সেই রূপ করে
দেবী হরষিত মনে।
কাটী রথধ্বজে অম্বিকা গরজে
সেনাপতি চিক্ষুরের।
রথ শূন্য হয়ে চিক্ষুর ধাইয়ে
অসি ধরিয়া লৌহের
দেবী পাশে গিয়া সিংহে আঘাতিয়া
দেবী বাম হস্তে হানে।
স্পর্শে অসি হাত হইল নিপাত
পুনঃ যুঝে শূল আনে

কালীকে লক্ষিল শূল ছাড়ি দিল
উঠে শূল শূন্যোপরে
পতোন্মুখ দেখি দেবী শশীমুখী
স্বীয় শূল করে ধরে।
দেবী ত্যক্ত শূলে চিক্ষুরে নাশিলে
খণ্ড করি শত শত
চিক্ষুর পড়িল আনন্দিত হল
স্বর্গবাসী দেব যত।

মহিষাসুর বধ।

মহিষ অসুর দেখি চিক্ষুর নিহত
গজস্কন্ধে উঠি ত্বর সমরে আগত।
চামর ত্রিদশার্দ্দনে সঙ্গেতে লইল
চক্ষুর নিমিষে যুদ্ধে উপস্থিত হইল।
চামর অসুর তবে দেবী লক্ষ্য করি
হানিলেক শক্তি গোটা নিজ হস্তে ধরি।
দেবীর হুঙ্কারে শক্তি নিষ্প্রভ হইয়া
ভূমিতলে অতিবেগে পড়িল ধাইয়া।
চামর অসুর দেখি শক্তি নিপাতিত
হানে শূল দেবী প্রতি হয়ে ক্রোধান্বিত।
শূল ছিন্ন করে দেবী বানের প্রহারে
তিনি ক্রোধ কৈলে কেবা রক্ষিবারে পারে।
অনন্তর দেবী-সিংহ লম্ফ দান করি

অসুরের সহ যুদ্ধে গজস্কন্ধে চড়ি।
হস্তী স্কন্ধ হইতে ত্বরা ভূমিতে নামিল
অতি ভয়ঙ্কর যুদ্ধ দোঁহে আরম্ভিল।
এক লম্ফে উঠে সিংহ আকাশ উপরে
চামর মস্তক ছেদে করের প্রহারে।
উদগ্র অসুরে দেবী মুষ্টি আঘাতিয়া
যুদ্ধ ক্ষেত্রে নাশিলেন হুহুঙ্কার দিয়া।
গদার আঘাত করি উদ্ধত অসুরে
মস্তক করিয়া চূর্ণ দিলা যমপুরে।
ভিন্দিপাল দ্বারা নাশে অসুর বাস্কলে
বাণ দ্বারা তাম্র অন্ধ নাশিলা সকলে।
ত্রিনয়না মহেশ্বরী ত্রিশূল আঘাতে
উগ্রাস্য ও মহাহনু উগ্রের নিপাতে।
বিড়ালাক্ষ মহাসুরে অসির ঘাতনে
মস্তক কাটিয়া দিলা যমের সদনে।
দুর্দ্ধর দুর্ম্মুখ নামে অসুর দ্বিজনে
শর দ্বারা নিলা দেবী যমের সদনে।
মহিষ অসুর দেখি সৈন্য নিজ ক্ষয়
মহিষ আকারে দেবে ত্রাসিত করয়।
খুর নিক্ষেপণে বধে কাহারো জীবনে
কাহারো লইল প্রাণ লাঙ্গুল তাড়নে।
কাহাকেও শৃঙ্গ দিয়া করে বিদরিত
গদাঘাতে কারো প্রাণ চির অস্তমিত।
গর্জ্জন শব্দেতে কেহ প্রাপ্ত হয় নাশ

ভ্রমণ দ্বারায় কেহ হইল বিনাশ।
খুরাঘাতে পৃথিবীকে করি বিদারণ
হৃষ্টচিত্তে রণস্থলে করে বিচরণ।
শৃঙ্গ দ্বারা উপাড়িয়া পর্ব্বত সকল
কাহারো উপরে ফেলে হইয়া বিহ্বল।
পৃথ্বী বিদারিত তায় সবেগে ভ্রমণে
সমুদ্র পৃথিবী গ্রাসে লাঙ্গল তাড়নে।
শৃঙ্গাঘাতে কম্পমান হলে মেঘগণ
খণ্ড খণ্ড করি ফেলে নিশ্বাস পবন।
ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করি পর্ব্বত দারুণ
ভূতলে পতিত করে শৃঙ্গ নিদারুণ।
কুপিত অসুরে দেখি নিকটে আসিতে
ক্রোধ উপজয় দেবী চণ্ডীকার চিতে।
পাশ নিক্ষেপনে তারে করিল বন্ধন
মহিষ আকার ত্যজে অসুর তখন।
যুদ্ধক্ষেত্রে সিংহ রূপ করিয়া ধারণ
দেবী অম্বিকার সনে আরম্ভিল রণ।
অম্বিকা যখন তার মস্তক ছেদিল
খড়্গ-পাণি রূপে এক পুরুষ হইল।
খড়্গাসহ দেবী তারে করিল ছেদন
পুরুষ আকার ত্যজি হইল বারণ।
মহা গজ শুণ্ড দ্বারা সিংহে আকর্ষিয়া
যুদ্ধক্ষেত্র মধ্যে উঠে গর্জ্জন করিয়া।
প্রীতি শোধ জন্য সিংহ করিলে গর্জ্জন

দেবী-খড়্গাঘাতে শুণ্ড করিল ছেদন।
মধুপান করি দেবী অরুণ নয়না
জগন্মাতা হাস্যোদয়ে হইলে উন্মনা।
তৎকালে মহাবীর্য্য দুরন্ত অসুর
চণ্ডীকা উপরে ফেলে ভূধর প্রচুর।
ক্রোধ উপজিল দেবী চণ্ডীকার চিতে
পর্ব্বত করেন চূর্ণ শবের আঘাতে।
ক্রোধে চক্ষুরক্তবর্ণ হইলে ভবানী
কণ্ঠ উচ্চারিত শব্দ স্পষ্ট নাহি শুনি।
মধুপিয়ে মত্ত আমি ছিনু যতক্ষণ
গর্জ্জন করিলি মূঢ় তুই ততক্ষণ।
এবে তোরে রণক্ষেত্রে নিশ্চয় নাশিয়া
দেবগণে গর্জ্জাইব এখানে আনিয়া।
এই বলে উঠে দেবী মহাসুরোপরে
পদে আক্রমিয়া তায় শূলে বিদ্ধ করে।
পদাক্রান্তাসুর হলে দেবী বীর্য্যাচ্ছন্ন
অসি দ্বারা করে দেবী দেহ মাথা ভিন্ন।
হাহাকার ধ্বনি উঠে দৈত্যদের মাঝে
হরষিত দেবগণ অত্যন্ত গরজে।
গাইছে গন্ধর্ব্বে গান নাচিছে অপ্সরী
সবে মিলে স্মর এবে শঙ্কর শঙ্করী।

ইন্দ্রাদি দেবতা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব।

মহিষে দেখিয়া হত ইন্দ্রাদি দেবতা যত
হয়ে অতিশয় হরষিত
দেবীর চরণে নতি আর করে ভক্তি স্তুতি
পুষ্প বৃষ্টি চন্দন সহিত।
বিনত দেবতা সবে কহিছেন ঐক্য ভাবে
যাহার স্বকীয় প্রভাবেতে
চরাচর বিস্তারিত দেবরূপে দেহ কৃত
প্রাপ্ত হন যিনি পৃথিবীতে
তিনি হন পূজনীয় দেব ঋষি ইত্যাদির
মোরা নত তাঁর চরণেতে।
দয়া করি সর্ব্বজীবে মঙ্গল করুন শিবে
মোদে রক্ষ সর্ব্ব ভয় হতে।
হরি হর সৃষ্টি কর্ত্তা তিন জনে যার বার্ত্তা
শক্তি নাহি ধরে বর্ণিবারে।
সেই মহামায়া দেবী প্রতিপালি এ পৃথিবী

চিন্তান্বিত ভয় নাশিবারে।

লক্ষ্মীরূপে তুমি বাস পুণ্যশীলদের পাশ

পাপী গৃহে অলক্ষ্মী রূপেতে।

তুমি ধ্যানীদের ধ্যান আর জ্ঞানীদের জ্ঞান

শ্রদ্ধারূপে সংহৃদয়েতে।

শুদ্ধ বংশে জাত যাঁরা তুমি লজ্জা হও তারা

তাঁহাদের শরীর ভিতরে।

এ হেতু তোমায় শিরে বার বার প্রণমিবে

বসে যত জীব পৃথ্বী পরে।

দশভূজা তব মূর্ত্তি বর্ণিবারে মোর শক্তি

হয় কিগো জগত জননী।

দেবাসুর যুদ্ধক্ষেত্রে যেরূপ দর্শিনু নেত্রে

সাধ্য কি তাহাও বর্ণনী।

তুমি বিকার রহিতা হও ত্রিগুণ আশ্রিতা

একমাত্র হেতু জগতের।

বিষ্ণু মহেশ্বর আর ইন্দ্রাদি দেবতা সার

পরিজ্ঞাত না হ'ন তত্ত্বের।

তুমি গো অপরাজিতা হও মহী শ্রেষ্ঠ ভূতা

যত রূপ পদার্থ আশ্রিত।

পদার্থ আশ্রয় করি ব'স দেবী মহেশ্বরী

তব অংশে জগত সৃজিত।

যজ্ঞে নাম উচ্চারণে তৃপ্ত লভে দেবগণে

স্বাহা স্বধা নামের কারণ।

চণ্ডীকার উপাসনা হৃদয়ে চিন্তিয়া নানা

না পারি করিতে নিরূপণ।
যত যশ কৃতেন্দ্রিয় তত্ত্বসার মোক্ষার্থীয়
দোষ শূন্য হল মুনিগণ।
তুমি মুক্তি কর প্রদ ছিন্নে বজ্জু ভবাপদ
তাঁহাদের মতে নির্দ্ধারণ।
হও তুমি গো অম্বিকা মনোহর শব্দাত্মিকা
ঋক যজু সাম বেদ আদি।
ধরি রূপ মহৌষধি বিনাশিয়ে সর্ব্ব ব্যাধি
নাশ শস্য আকারে ক্ষুধাদি।
অতএব ভগবতী একমাত্র তুমি গতি
হও এই নিখিল জগতে।
তুমি হও ভবারাধ্য অসীম তোমার সাধ্য
সাধ্য কিবা মোদের বর্ণিতে।
সুক্ষ্ম রূপ ধর শিবে বাস কর সর্ব্ব জীবে
ভব পারে তুমি গো তরণী।
ভাবি মধুকৈটভারি হইয়ে শ্রীরূপ ধারী
হও বিষ্ণু হৃদি বিলাসিনী
মহাদেব কৌতূহলে বৃদ্ধি কর অবহেলে
ধরি গৌরী দ্বিভুজা মূরতি।
মহিষ অসুর সনে যুদ্ধ করি প্রাণ পণে
যবে হাস্য হইল উৎপত্তি।
মুখাকৃতি তবে ছিল অতিশয় সমুজ্জ্বল
পূর্ণ শশী জিনিয়া আকৃতি।
স্বর্গস্থিত দেবগণ সমুহ অসুর গণ

আশ্চর্য্য মানিল ইহা অতি।
ভীষণ কুপিত অতি দর্শিয়া তব মুরতি
ঈষৎ লোহিত মুখাকার।
মহিষ অসুরগণে প্রাণ ত্যজিল না কেনে
এবড় হয় চমৎকার।
দেখি কুপিত অন্তকে কেহ বা জীবিত থাকে
বল দেখি দেবী মহেশ্বরী।
তুমি হইয়ে প্রসন্না মঙ্গল করিবে নানা
এইত বিধান বিশ্বেশ্বরী।
তুমি হলে ক্রোধ যুক্ত সকলেই হয় মুক্ত
ইহা এইক্ষণে দেখিলাম।
মহিষ অসুর যত তোমা ক্রোধে হয়ে হত
স্বর্গপুরে লভিছে বিশ্রাম।
তুষ্ট হও যার প্রতি তাহাকেই মধ্যে ক্ষিতি
ধন যশ সমূহে বর্দ্ধিত।
তাঁদের না শেষ হয় ধর্ম্ম আদি সমুচয়
ধন্য তাঁরা পুত্রাদি সহিত।
তব অনুগ্রহে করি হয়ে লোকে পুণ্যাচারী
করে সবে স্বর্গে আগমন।
অতএব মাহামায়া পাপ, পুণ্য বিচারিয়া
স্বর্গে মর্ত্তে করাও ভ্রমণ।
অসুর নিধন হলে জগলোক সুখপেলে
রণভূমে নষ্টাসুর যত।
নাহয়ে নরকগামী হল সবে স্বর্গগামী

এত বড় আশ্চর্য্য সংভূত।
দৈত্যশূল আঘাতনে অঙ্গ নাহি হয় কেনে
নাহি বুঝি কারণ সকল।
তবশশী করোজ্জ্বল হেরি বদন মণ্ডল
বুঝি চক্ষু তাদের শাতল।
ইহাদ্বারা প্রতিপন্ন না হও চণ্ডিকা ক্ষুন্ন
দৃষ্টি করি শত্রু কলেবর।
তোমার অশেষ লীলে কার সাধ্য অবহেলে
বুঝে পাপী জ্ঞান হীন নর।
শত্রু প্রশমন কর দেবী যেই রূপ ধর
তাহাও অতুল চিন্তাতীত।
দেব পরাক্রম হারি অসুর বিনাশ কারি
বীর্য্য তব তুলনা রহিত।
অতুল তোমার স্ফূর্ত্তি শত্রুভয় কারি মূর্ত্তি
এ জগতে তুলনা রহিত।
স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে অন্বেষিলে নাহি মিলে
সর্ব্ব দেব ইহাতে বঞ্চিত।
হেরিয়া ভুবন ত্রয় কুত্রাপি না দৃষ্ট হয়
দয়া নিষ্ঠুরতা সহ মিলে।
করি শত্রুর বিনাশ হরিলে দেবের ত্রাস
পুনঃ দেবে স্বর্গ মিলাইলে।
এ হেতু দেবী শঙ্করী বারে বারে নমস্কারি
ভবারাধ্য তোমার চরণে।
আমাদিকে রক্ষাকর শূল খড়্গ করে ধর

শঙ্খ চক্র আর ধনু বাণে।
শূল স্বকীয় ভ্রমণে রক্ষা কর দেব গণে
পৃথিবীস্থ চারিদিক হতে।
তব সর্ব্ব রূপ সৌম্য* ভয়ঙ্করাকারে গম্য
পৃথিবীর হয় চতুর্ভিতে।
তদীয় কর পল্লবে খড়্গ শূল ধরি এবে
রক্ষ দেবে আর মহীতল।
এইরূপে দেবগণ স্তব করি অগণন
অম্বিকার তুষিল কেবল।
শেষে পূজে মহেশ্বরী গন্ধাদি সঞ্চয় করি
ইন্দ্রোদ্যানে পুষ্পাদি আনিয়া।
দেবী এবে হয়ে তুষ্ট বর মাগ যাহা ইষ্ট
দেবে কন সন্তোষ করিয়া।
ইন্দ্র আদি দেবে কয় করি জোড় কর দ্বয়
যখন হইল শত্রু নষ্ট।
তখন আর বরাননে বর নাহি প্রয়োজনে
পাইলাম যাহা হয় ইষ্ট।
যদি বর দিবে দেবী রক্ষা কর এ পৃথিবী।
আমাদের আপদ ভঞ্জনে।
মোদের রচিত স্তবে মনুষ্যেরা যে তুষিবে
তাকে তোষ ঐশ্বর্য্যাদি দানে।
হয়ে অতি সুপ্রসন্ন জগৎ মঙ্গল জন্য
দেবগণ অভীষ্ট সাধন।
সুর লোকে বর দানে অন্তর্হিতা নিজ স্থানে

চণ্ডীকা হইল সেইক্ষণ।
অতএব হে ভূপতে উদ্ভূতা হন জগতে
জগত্রয় মঙ্গল কারণ।
একবার মুক্ত স্বরে কায় মন এক করে
তারা তারা বল জগজন॥

—— ০:(:*:):০ ——

অপরাজিতার স্তব।

—— ০:(০:*:০):০ ——

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য নিধন কারণ।
পার্ব্বতীর জন্ম কথা করহ শ্রবণ॥
ঋষি কন পূর্ব্বকালে দৈত্য দুইজন
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নাম করিল গ্রহণ।
ইন্দ্রের ত্রৈলোক্য আর নিখিল যজ্ঞাংশ
কুবের সঞ্চিত ধন হরিল সর্ব্বাংশ।
পবন অগ্নির করে দৈত্যদ্বয়ে কার্য্য
পরাভূত দেবগণ ত্যজে নিজ রাজ্য।
স্বর্গ হতে দূরীকৃত হয়ে দেবগণ

অপরাজিতায় তবে করিলা স্মরণ।
পূর্ব্বে বর দিলা দেবী দেবতা সকলে
আবির্ভূত হব আমি তোমরা স্মরিলে।
বিপদে পড়িয়া মোরা ডাকি এক চিত্তে
পরিত্রাণ কর বধে নিশুম্ভাদি দৈত্যে।
দেবগণ হিমালয়ে করিয়া গমন
বিষ্ণু মায়া কালীকার করেন অর্চ্চন।
স্বর্গবাসী দেবসব বিনয়ে কহিলা
তুমি হও সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রশমনশীলা।
তুমি মহাদেবী তুমি কল্যাণ রূপিনী
তুমি জগতের মুল প্রকৃতি রূপিনী।
পালন কারিণী তুমি জানে সর্ব্বভূতে
সর্ব্বদেব নারায়ণী পদে নমস্তুতে।
রৌদ্রা নিত্যা গৌরী ধাত্রী করি নমস্কার
পরমা আনন্দা আর চন্দ্র রূপাধার।
কল্যাণীকে বার বার প্রণাম করিয়া
সিদ্ধিরূপা নমস্কারি বিনম্র হইয়া।
নৃপ গৃহে লক্ষ্মী আর নৈঋতা স্বরূপা
সর্ব্বাণীকে নমস্কারি মোরে কর কৃপা।
দুর্গা দুর্গ পারা সারা সকল কারিণী
খ্যাতি কৃষ্ণা ধুম্রা আর নমি সনাতনী।
অতি সৌম্যা পদে মোরা হইয়া বিনত
অতি রৌদ্রা নমস্কার করি শত শত।
জগৎ প্রতিষ্ঠা রূপা দেবীরে প্রণাম

প্রকৃতি স্বরূপা পদে করি অবিরাম।
বিষ্ণুরূপে বাস কর সর্ব্ব জীবাত্মায়
বার বার নমস্কার করি তব পায়।
চেতনা রূপেতে বাস কর সর্ব্বভূতে
শত নমস্কার করি তব চরণেতে।
বুদ্ধি রূপে অবস্থান প্রাণী মাত্রে কর
এ হেতু তোমার পদে শত নমস্কার।
ক্ষুধা রূপে সর্ব্ব জীবে তুমি অবস্থিত
চরণে তোমার করি নমস্কার শত।
নিদ্রা রূপে অবস্থান দেবী প্রাণী মাত্রে
তব পদে প্রণমামে দেবতা একত্রে।
ছায়া রূপে বাস কর দেবী সর্ব্বভূতে
দেবতা সমূহ তব পদে নমস্কতে।
সর্ব্বভূতে বাস তব শক্তি রূপ ধরি
চরণে শতেক তব নমস্কার করি।
তৃষ্ণা রূপে বাস তব সর্ব্ব জীবাত্মায়
বার বার নমস্কার করি চণ্ডীকায়।
বর্ণাশ্রম রূপে তব বাস জীবাত্মায়
তব পদে নমস্কারে সর্ব্ব দেবতায়।
ক্ষমা রূপে বাস তব সর্ব্ব জীব হৃদে
শত নমস্কার তব ভবাবাধ্য পদে।
প্রাণী মাত্রে বাস কর লজ্জা রূপ ধরি
এ হেতু চরণ তব মস্তকেতে করি।
সর্ব্ব ভূতে বাস তব জাতি রূপ ধরে

নমস্কার করি তব চরণ উপরে।
শান্তিরূপে সর্ব্ব জীবে তোমার আশ্রয়
তব পদে সর্ব্ব দেবে শত প্রণময়।
শ্রদ্ধারূপে অবস্থান কর জীবাত্মায়
মোরা নমস্কারি তব শ্রদ্ধা রূপিকায়।
প্রাণী মাত্রে বৃত্তি রূপে তব অবস্থিতি
আমরা তোমায় করি শতেক প্রণতি।
স্মৃতি রূপে সর্ব্ব ঘটে দেবী বিদ্যমান
নমস্কার করি তোমা হও অধিষ্ঠান।
দয়া রূপে তব বাস নিখিল প্রাণীতে
তোমারে প্রণাম করে সর্ব্ব দেবতাতে।
প্রাণী মাত্রে তুষ্টি রূপে তুমি বিরাজিত
বার বার নমস্কার মোরা করি শত।
মাতৃ রূপে সর্ব্ব ভূতে তব অবস্থান
নমস্কারি দৈত্য হস্তে কর পরিত্রাণ
সর্ব্ব জীবাত্মায় ভ্রান্তি হও মহেশ্বরী
শত শত নমস্কার তব পদে করি।
ইন্দ্রিয় অধিষ্ঠাত্রী যিনি হন জগতের
ব্যাপ্তি রূপে বিদ্যমানা ভূত নিবহের
সেই দেবী চণ্ডীকার চরণ কমলে
বার বার নমস্কার করি সবে মিলে।
চৈতন্য রূপেতে ব্যাপ্ত যিনি ত্রিজগৎ
তাঁহার চরণে মোরা করি দণ্ডবৎ।
দেবগণ যাঁকে পূজি করেন অভিষ্ট

দেবরাজ যাঁরে সেবে সিদ্ধ নিজ ইষ্ট
সর্ব্বমঙ্গলার যিনি কারণ স্বরূপা
মঙ্গল করুন তিনি মোদে করি কৃপা।
দুর্দ্ধর্ষ অসুর পীড়াগ্রস্ত মোরা হয়ে
স্মরণ ক'রলে যিনি আপদ ভাঙ্গয়ে
তখনি সকলে তোষে দয়ান্বিত হয়ে
করুন মঙ্গল তিনি বিঘ্ন বিনাশিয়ে।
ঋষি কহিলেন শুন নৃপের নন্দন
এই রূপে স্তবে তুষ্ট কৈলে দেবগণ
পার্ব্বতী চলিয়া যান তাঁদের সম্মুখে
স্নান করিবার হেতু গঙ্গা অভিমুখে।
পার্ব্বতী শরীর কোষে শিবা উৎপন্ন
হইয়া দেবতা প্রতি করিছেন প্রশ্ন।
আপনারা কার স্তব করেন এখানে
সমস্ত করুন ব্যক্ত মোর সন্নিধানে।
বুঝিলেন দেবী তবে তাঁদের বচনে
মোর স্তব করে শুম্ভ নিশুম্ভ নিধনে।
যিনি উৎপন্ন হন পার্ব্বতী শরীরে
ভুবনে কৌষিকী বলি তাঁরে ব্যক্ত করে।
কৌষিকী শরীর থাকে হইলে নিষ্ক্রান্ত
তৎপরে হন তিনি কৃষ্ণবর্ণাক্রান্ত।
কালীকা নামেতে তিনি হইয়া কীর্ত্তিতা
হিমাচলে হইলেন অগ্রে অবস্থিতা।
অতি মনোহরা রূপ চণ্ডীকা ধরিয়া

করেন বসতি দেব শুভ আকাঙ্ক্ষিয়া।
শুম্ভ নিশুম্ভের ভৃত্য চণ্ড মুণ্ড নাম
মনোহরা কালীকান্তি দর্শী অবিরাম।
শুম্ভাসুরে ধীরে ধীরে বলে সবিনয়ে
মনোহরা কোন নারী শোভে হিমালয়ে।
কুত্রাপি না দেখি মোরা রূপ এপ্রকার
পরিচয় দেহ প্রভু উক্ত নারী কার।
আপনি উহাকে যদি করেন গ্রহণ
এখন এখানে মোরা করি আনয়ন।
অতিশয় সেই নারী মনোহরা হয়
স্ত্রীগণের মধ্যে যেন রত্ন অবস্থয়।
স্বকীয় শরীর কান্তি এত দীপ্তিমান
চারি দিক আলোকিয়া করে অবস্থান।
আপনার তার সঙ্গে সাক্ষাৎ উচিত
যেহেতু আপন গৃহে হয় বিরাজিত
ত্রৈলোক্যের মধ্যে রত্ন শ্রেষ্ঠ হয় যত।
অশ্বমণি। মুক্ত আদি শোভা করে যত।
গজরত্ন ঐরাবত অশ্ব উচ্চৈঃশ্রবা
পারিজাত তরু আদি অতি মনোলোভা।
ইন্দ্রের নিকট থাকি হয়েছে আনীত
দেবের অর্পিত বস্তু আপনার যত।
আপনার অঙ্গনেতে হয় শোভমান
বিধাতার রত্ন যুক্ত হংসের বিমান।
মহাপদ্ম নামে নিধি কুবেরের ছিল

সমুদ্র পঙ্কজ মালা আপনায় দিল।
কাঞ্চনস্রাবি ও তব গৃহ রক্ষা করে
প্রজাপতি শ্রেষ্ঠ রথ করণ ছত্রেরে।
যমের মরণ প্রদ যেই শক্তি হয়
তাহা আপনার গৃহে রক্ষিত যে হয়।
রত্নাকর রত্ন রাজি বরুণ পাশায়
তব ভ্রাতা নিশুম্ভের নিকটে সমস্ত।
অগ্নি আপনাকে দিল তার নিজ কৃত
উত্তরী পবিত্র বস্ত্র হয়ে আনন্দিত।
এই সব দ্রব্য হয় আপন আহৃত
স্ত্রী রত্ন গ্রহণে কেন না হন সম্মত।
ঋষি কহিলেন শুন ভূপতি নন্দন
শুম্ভাসুর শুনি চণ্ড মুণ্ডের বচন।
সুগ্রীব নামেতে দূতে নারীরে আনিতে
অতি শীঘ্র পাঠাইলা হিমাচল ভিতে।
তাহাকে বলিয়া দিল শুম্ভ দৈত্য পতি
হিমাচলে গিয়া তারে আন শীঘ্র গতি।
তাহাকে তুষিবে তুমি এমত বচনে
অতি প্রীতা হয়ে যেন হেতা আগমনে।
অতি বেগে যায় দূত পর্ব্বত ধবলে
বিরাজে রমণী রত্ন একা যেই স্থলে।
দূত বলে অবধান তুমি নারী কর
দৈত্যেশ্বর শুম্ভ হয় ত্রৈলোক্য ঈশ্বর।
আমাকে পাঠান।তিনি তব সন্নিধানে

তাই আমি উপস্থিত হই এই স্থানে।
সর্ব্ব দেবগণ হয় তার বশীভূত
আর যত দৈত্য বৃন্দ তাঁর অনুগত।
যাহা বলিলেন তিনি শুনহ এক্ষণে।
প্রকাশ করেছি আমি তব সন্নিধানে।
তিনি বলিলেন হয় ত্রৈলোক্য আমার
আমি প্রভু হয়ে থাকি সর্ব্ব দেবতার।
পৃথক পৃথক আমি যজ্ঞভাগ পাই
ত্রৈলোক্য বিখ্যাত রত্ন সব মোর ঠাই।
দেবেন্দ্র বাহন রত্ন বারণ আমার
ক্ষীরোদ মন্থনোদ্ভূত অশ্বরত্ন আর।
দেবতা গন্ধর্ব্ব সর্পে যত রত্ন ছিল
এক্ষণে সে সমুদয় আমাকে অর্পিল।
তোমাকে স্ত্রীরত্ন বলি আমরা বিচারি
যখন সকল রত্ন মোরা অধিকারী।
তখন উচিত তব হয় আগমন
দৈত্যেশ্বর নিশুম্ভের সুরম্য ভবন।
আমাকে অথবা মোর নিশুম্ভ অনুজে
যাকে ইচ্ছা হয় তব তাহাকে ভজিবে।
আমাকে ভজিলে তুমি ঐশ্বর্য্য অতুল
নিশ্চয় পাইবে এতে নাহি কোন ভুল।
এই সব মনো মধ্যে বিবেচনা করি
আমাকে ভজনা কর মনোহরা নারী।
ঋষি বলিলেন শুণ আমার বচন

যিনি করিলেন এই জগৎ ধারণ।
সেই দেবী জগদ্ধাত্রী লাগিল বলিতে
গম্ভীর অদৃশ্য ভাবে হাসিতে হাসিতে।
দূত তুমি সত্য কথা বলিলে নিশ্চয়
ত্রিলোকাধিপতি শুম্ভ নিশুম্ভ যে হয়।
নাহিক সন্দেহ মোর বুঝিলাম চিতে
কিন্তু এক পণ মোর আছে এ স্থলেতে।
অল্প বুদ্ধি হেতু আমি করিয়াছি পণ
কিরূপে করিব আজি তাহার লঙ্ঘন।
আমার প্রতিজ্ঞা যাহা করহ শ্রবণ
যুদ্ধে পরাজিবে যেই করি মহারণ।
মোর দর্প চূর্ণীকৃত করিতে পারিবে
নিশ্চয় জানিবে সেই মোর ভর্ত্তা হবে।
এক্ষণে নিশুম্ভ শুম্ভ করিয়া গমন
যুদ্ধে জয়ী হয়ে মোরে করুক গ্রহণ।
অধিক বিলম্বে আর কিবা প্রয়োজন
এই স্থানে শীঘ্র তারা করি আগমন
দুই জন মধ্যে যেবা রণে পরাজিবে
সেই এই ক্ষণে মোরে বিবাহ করিবে।
অবলা রমণী তুমি হয়েছ গর্ব্বিত
আমার সমীপে তাই বল এই মত।
ত্রিলোকের মধ্যে নাহি দেখি হেন জন
শুম্ভ ও নিশুম্ভ অগ্রে করে মহারণ।
থাকুক অন্যের কাজ নারে সর্ব্বদেবে

একাকিনী নারী তুমি কিরূপে যুঝিবে।
তাঁদের সম্মুখে ইন্দ্র আদি দেবগণ
যুদ্ধে তিষ্ঠিবারে নাহি পারে কদাচন।
তাঁদের সহিত তুমি অবলা রমণী
কিরূপে যুঝিবে তাহা বল দেখি শুনি।
অতএব চল তুমি আমার সহিত
অতি শীঘ্র তাঁহাদের হও পার্শ্বস্থিত।
নতুবা লইয়া যাব কেশ আকর্ষণে
গৌরব নাশিয়ে কেন যাবে সেই স্থানে।
রমণী বলিলা শুন দূত মহামতী
শুম্ভ নিশুম্ভের যাহা বলিলে ভারতী।
সমস্তই সত্য তাহা জানি ভালমতে
উভয়ে বলিষ্ঠ তারা হন পৃথিবীতে।
পূর্ব্বের প্রতিজ্ঞা মম তাহা তুমি জান
গোলযোগ হবে এতে নাজানি কখন।
আমি যাহা বলিলাম করিয়া গমন
উভয় দৈত্যেরে তুমি করাও শ্রবণ।
বিধান উচিত যেবা তাহাদের মনে
আসিয়া করিবে তাহা মোর সন্নিধানে।
দুর্গে দুর্গে দুর্গে বল ওরে মোর মন
অন্তিমে লভিবে যদি অভয়া-চরণ।

———————০:(০:*:০):০———————
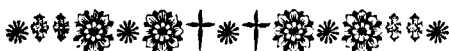
চণ্ডমুণ্ড বধ।

———:(:*:):———

চণ্ডীকার এই কথা, শুনি মনে পায় ব্যথা,
দৈত্যেশ্বর দূত প্রমুখাত,
ডাকি ধূম্র সেনাপতি, পাঠাইলা শীঘ্রগতি,
যুদ্ধ হেতু দেবীর সাক্ষাৎ।
স্বীয় সৈন্য লয়ে তুমি, যাও শীঘ্র রণভূমি,
আন তারে কেশে আকর্ষিয়া,
তাহাকে করিতে ত্রাণ, যদি ধরে ধনুর্ব্বাণ,
দেব যক্ষ গন্ধর্ব্বে আসিয়া।
সেসবে করিয়া নষ্ট, সিদ্ধ কর নিজ ইষ্ট,
মম বাক্য শিরোধার্য্য করি,
শুম্ভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে, অসুর চলিল ধায়ে,
ষষ্টী সহস্রেক সহকারি।
রোষে কহিছে ধূম্রাক্ষ, পার্ব্বতিকে করি লক্ষ্য,
হিমালয় কঞ্চন শৃঙ্গেতে,
যদি প্রীত হয়ে তুমি না হইবে শুম্ভাশ্রমী,

লয়ে যাব ধরিয়া কেশেতে।
দৈত্যেশ্বর সেনাপতি, তুমি ধূম্র হও অতি,
বলবান সৈন্য পরিবৃত,
আমি একাকিনী হই, সৈন্য পরিবৃত নই,
সাহায্য করিতে রীতিমত।
যদি তুমি লয়ে যাবে, আর মোরে কে রক্ষিবে
বল আমি কি করি তোমার?
ধূম্র এই কথা শুনে, ধাবমান দেবীপানে,
দেবীভস্মে হুঙ্কার দ্বারায়,
অনন্তর দৈত্যসেনা ক্রোধে তীক্ষ্ণ শর নানা,
অম্বিকা উপরে বরিষয়।
শব্দকরি ভয়ঙ্কর, ক্রোধে কম্প কলেবর,
দেবী সিংহ গর্জ্জে অতিশয়,
অসুর সৈনিকপরে, পতিত হইয়া পরে,
নাশে সব করের প্রহারে।
কাহাকেও নখ দিয়া, বিদীর্ণ করিয়া হিয়া
উন্মাদ হইল রক্তপানে,
কারো হয় হস্ত ভগ্ন, কারো কার শির ছিন্ন,
কারো নাশে চপেটা ঘাতনে।
এইরূপে মৃগেন্দ্র, নাশিল অসুর বৃন্দ,
বার্য্যশালী দেবীর বাহন,
ধূম্রাক্ষ হইল ক্ষয়, আর যত সৈন্যচয়,
দৈত্যেশ্বর করিল শ্রবণ।
নিশুম্ভ কুপিত হয়ে, চণ্ডমুণ্ডে আহ্বানিয়ে,

আজ্ঞাদিল করিতে সমর,
ওহে চণ্ডমুণ্ড শুন, হস্তে করি শরাসন,
শীঘ্র যাও রণভূমি পর।
বহু সৈন্য লয়ে সঙ্গে, যুদ্ধ সজ্জা পরি অঙ্গে,
আত শীঘ্র কর আনয়ন,
নারী আর পশু বাজে, আপনার রথধ্বজে,
দৃঢ়তর করিয়া বন্ধন।
তাহার কেশেতে ধরি, অথবা বন্ধন করি,
যদ্যাপি আনিতে অসমর্থ,
সবে হয়ে একত্রিত, স্ব স্ব অস্ত্রে সুসজ্জিত,
তবে যুঝ তারে হননার্থ।
শুম্ভ আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে, চণ্ডমুণ্ড যায় ধায়ে,
নানাবিধ অস্ত্র সহকারে,
তাহারা গমন করি, দেখে দেবী সিংহোপরি,
দাণ্ডাইয়া হিমাচলশিরে।
দেবী মৃদু হাস্য করে, অসুরেরা দৃষ্ট করে,
অগ্রসর তাঁরে ধরিবারে,
শত্রুগণ নেহারিয়া, অম্বিকা ক্রোধিত হৈয়া,
বদন রক্তিমাবর্ণ ধরে।
ভ্রুকুটি কুটিল হয়, ললাটেতে উপজয়,
অসিসহ করাল বদনা,
খট্বাঙ্গ ধারিণী কালী, ঘন দেন করতালী,
ভয়ঙ্করী ভীষণ নয়না।
গলদেশে মুণ্ডমালা ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিলা,

চতুর্ভুজা নিজ কটী দেশ
বিস্তৃত বদন অতি, লক্ লক্ জিহ্বাগতি,
গর্জ্জনে পূরিত শূন্যদেশ।
ভয়ঙ্কর রূপধরি, বেগে পড়ি সৈন্যোপরি,
অসুরের সেনা কালী নাশে,
যোধ ঘণ্টা সহকরী, পাঙ্কি ও অঙ্কুশধারী,
যোদ্ধাগণে মুখে ফেলি গ্রাসে।
অশ্ব সহ অশ্বারোহী, রথ সহ রথারোহী,
মুখে ফেলি করয়ে চর্ব্বণ,
আকর্ষিয়া কারো কেশে, কাহাকেও গ্রীবাদেশে,
নিজ হস্তে করিয়া ধারণ
কোন দৈত্যে পদ দিয়া, বক্ষঃস্থল বিমর্দ্দিয়া,
ভূতলে করেন নিক্ষেপন।
অসুর নিক্ষিপ্ত অস্ত্র, আর যত মহাঅস্ত্র,
চর্ব্বে দেবী করিয়া দশন।
সরল প্রকাণ্ডকায়, নাশি দৈত্য সমুদায়,
করে দেবী উদর পূরণ।
কাহাকে করি মর্দ্দিত, কাহাকেও বিদারিত,
করিলেন দূরে নিক্ষেপন।
কারেনাশে খড়্গাঘাতে, আরকারে দণ্ডাঘাতে,
খট্বাঙ্গেতে কেহ বিতাড়িত,
প্রহৃত দণ্ডাগ্র দ্বারা এইরূপে অসুরেরা,
সকলে হইল বিনাশিত।
অসুর মহতী সেনা, নষ্ট হয় রূপে নানা,

দেখি চণ্ড রোষে অগ্রসরি,
ভীমাক্ষী কালীকে শরে,চৌদিকে আচ্ছন্ন করে,
নিক্ষেপ সহস্র চক্র করি।
চক্র কালী মুখ মাঝে প্রবেশ কালীন সাজে
সূর্য্য যেন মেঘে প্রবেশিলে।
ভৈরবনাদিনী কালী হয়ে অতি কুতূহলী
সেই কালে হাস্য উপজিলে।
দুর্দ্ধর্ষ দশন প্রভা. চারিদিকে করে শোভা
করাল বদনা অভ্যন্তরে।
তবে কালী সিংহোপরে, উত্থিত হইয়া পরে,
চণ্ডাসুর-শিরশ্ছেদ করে।
চণ্ড হলে নিপাতিত মুণ্ড হয়ে ক্রোধান্বিত,
কালী প্রতি হইলে ধাবিত,
কালী নিজ অসি দিয়া, মুণ্ডাসুরে আঘাতিয়া;
ভূতলে করেন নিপাতিত।
অবশিষ্ট সৈন্যগণ, করে ভয়ে পলায়ন,
চণ্ডমুণ্ড দেখিয়া নিহত ;
চণ্ডমুণ্ড মাথা লয়ে কালী আনন্দিত হয়ে,
দেবীর নিকটে উপস্থিত।
অট্ট অট্ট যুক্ত হাস্য, দেবীরে কহে প্রকাশ্য
চণ্ডমুণ্ড নিহত করিয়া,
মহাপশু মুণ্ডদ্বয়, এ দেখ আনীত হয়,
তব হস্তে দিনু সমর্পিয়া।
তুমি স্বয়ং এইক্ষণে নিশুম্ভকে বধ রণে,

তা'হলে হইবে শত্রু ক্ষয়,
কল্যাণী চণ্ডিকা তবে, কালী প্রতি মৃদুভাবে
কহিছেন প্রসন্নাতিশয়।
চণ্ডমুণ্ড নিপাতন করি কর আনয়ন,
এই হেতু চামুণ্ডা হইলে,
চামুণ্ডায় করি নতি, আমি নরাধম অতি
স্থান দিও চরণ কমলে।

রক্তবীজ বধ।

চণ্ডমুণ্ডাসুর রণে হইলে নিহত,
প্রতাপ আদিত্য শুম্ভ হইয়া কুপিত।
অসুর সৈন্যকে যুদ্ধে উদ্যোগী হইতে,

আদেশ প্রদান করে অশ্বরথাদিতে।
অদ্য ষড়শীতি সংখ্য আয়ুধ উদ্যত,
চারিশত অসুরেরা হও বিনির্গত।
কোটি বীর্য্য অসুরের কুলে পঞ্চশত
ধূম্রবংশ জাত শত হউক নির্গত।
কালকেয় বংশোদ্ভব যুদ্ধার্থে সজ্জিত,
কালেকা সৌহৃদা মৌর্য্য বংশ আছে যত,
ভৈরব শাসন শুম্ভ আজ্ঞা প্রদানিয়া
যুদ্ধার্থে সজ্জিত বহু সৈন্যেতে বেষ্টিয়া।
অসুর ভীষণ সৈন্য আসিতে দেখিয়া,
চণ্ডী দেবী ধনুঃ শর হাতে কার নিয়া।
যে কালে ধনুতে গুণ করেন যোজিত,
গুণ শব্দে ভূমণ্ডল হইল পূরিত।
অনন্তর দেবী সিংহ গর্জ্জন করিলা,
চণ্ডী নিজ ঘণ্টা শব্দে সে শব্দে বর্দ্ধিলা।
ধনুগুর্ণ সিংহ ঘণ্টা শব্দেতে পৃথিবী,
পরিপুরি জয় লাভ করে কালীদেবী।
হেন কালে চামুণ্ডার বদন মণ্ডল
এতেক বিস্তৃত যেন গ্রাসে ভূমণ্ডল।
এই সব শব্দ শুনি দৈত্য সেনাগণ
চণ্ডী কালীকায় করে চৌদিকে বেষ্টন।
অসুর বিনাশ আর দেবতা মঙ্গল,
করিবার জন্য বিষ্ণু ব্রহ্মাদি সকল।
নিজ নিজ দেহে শক্তি নিষ্ক্রান্ত করিয়া

চণ্ডিকা সমীপে সবে দেন পাঠাইয়া
অক্ষমালা কমণ্ডলু সূত্রের ধারণে,
হংসযুক্ত রথে ব্রহ্মা রূপ আগমনে।
ব্রাহ্মণী বলিয়া তিনি হইয়া কীর্ত্তিতা,
দৈত্য সঙ্ঘ মধ্যে ত্বরা হন উপনীতা।
অর্দ্ধচন্দ্র বিভূষণা ত্রিশূল ধারিণী,
মহেশ্বরী শক্তি বৃষে ধাইলা তখনি।
গুহরূপী শক্তি হস্তা কৌমারীর শক্তি,
আসেন ময়ূরোপরি অম্বিকা যেমতি।
শঙ্খ চক্র গদা শাঙ্গ খড়্গের ধারণে
আসেন বৈষ্ণবী শক্তি গরুড় বাহনে।
মহান বরাহ রূপি দেব ভগবান
বিষ্ণু শক্তি রূপে তিনি হন অধিষ্ঠান।
নরসিংহ শক্তি আসি নৃসিংহ শরীরে,
কেশব প্রক্ষেপে তারা সঞ্চালিত করে।
সকলেই রণস্থলে হন উপনীত
অসুর সমূহে যুদ্ধে করিতে নিহত।
সহস্র নয়না গজে করি আরোহণ
ঐন্দ্রী শক্তি রূপে তিনি অধিষ্ঠান হন।
হস্তে বজ্র লয়ে শাস্ত্র সংগ্রামে চলিল
ইন্দ্রের সদৃশ তাঁর আকৃতি হইল।
ঈশান বেষ্ঠিত হয়ে দেবের শক্তিতে
চণ্ডিকাকে বলিলেন অসুর হানিতে।
দেবীর শরীরে জন্মি চণ্ডিকা শকতি

শত নিনাদিনী শিবা ভীষণা আকৃতি।
জটাযুক্ত ধূম্রবর্ণা ঈশানের প্রতি,
আদেশ করেন চণ্ডী অত্যুগ্রা মুরতি।
মোর দূত হয়ে তুমি যাইয়া সত্বরে,
বলিবে গর্ব্বিত শুম্ভ আর নিশুম্ভেরে,
আর যত আসে সৈন্য যুদ্ধের কারণে,
তোসবার ইচ্ছা যদি জীবন ধারণে,
প্রাণ লয়ে শীঘ্র কর পাতালে গমন,
ত্রৈলোক্য করুণ লাভ সহস্র লোচন।
দেবগণ পুনর্ব্বার হবির ভোজন,
করি সবে মহানন্দে হউন মগন,
আর যদি যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী তোমরা সকলে
তবে আগমন কর শীঘ্র রণস্থলে।
তোদের শোণিত পানে মোর শিবাগণ,
তৃপ্তিলভি যুদ্ধক্ষেত্রে করুক ভ্রমণ।
শিবাকে অম্বিকা দেবী দূতেতে নিযুক্তে,
একারণে শিব দূতী খ্যাতি সবে ব্যক্তে।
মহেশ্বর সন্নিধানে দেবী বাক্য শুনে,
ক্রোধেতে কম্পিত হয়ে মহাসুরগণে।
কাত্যায়নী যেই স্থানে করেন বসতি,
সেইস্থানে উপস্থিত হন শীঘ্রগতি।
হিংসা দীপ্ত অসুরেরা দেবীর উপর,
শর শক্তি ঋষ্টিবর্ষে অতি খরতর।
ধনুর্ম্মুক্ত মহাবাণে দেবী সর্ব্বেশ্বরী,

অসুর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রে ফেলে খণ্ড করি।
দেবীর সম্মুখে কালী শূলাঘাত করে,
কোন দানবের বক্ষ বিদারিত করে।
খট্টাঙ্গ দ্বারায় কারে করিয়া প্রোথিত,
যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণে হয়ে হরষিত।
শত্রুগণ যেইদিকে হতেঁছে ধাবিত,
ব্রাহ্মণী শকতি জল কমণ্ডলুস্থিত,
সেই দিকে তাদের প্রতি করিয়া বিক্ষিপ্ত,
করিলেন সকলের বীর্য্য অস্তামত।
বৈষ্ণবী ও মহেশ্বরী ত্রিশূল চক্রের
আঘাতনে প্রাণ নাশে অনেক দৈত্যের।
কুপিত কৌমারী শক্তি করি নিক্ষেপন
করেন অনেক দৈত্য নিধন সাধন।
ঐন্দ্রী শক্তি-বজ্রাঘাতে যত দৈত্যগণ,
শোণিত বমনে পৃথ্বে হইল পতন
বরাহী শকতি মুখ করিয়া প্রহার,
কোন কোন দৈত্য সেনা করেন সংহার।
চক্রের প্রহারে কারে করি বিদারিত,
একবারে পৃথিবীতে করেন পাতিত।
দশন আঘাত করি বক্ষঃস্থল ক্ষত,
করিলেন বহু সৈন্য দৈত্য মধ্যগত।
যুদ্ধক্ষেত্রে বারম্বার করিয়া গর্জ্জন,
নরসিংহ শক্তি করি আকাশ পূরণ
নখে বিদারিত দুষ্ট অসুর সকলে,

ভক্ষণ করতঃ ভ্রমে অতি কুতুহলে।
অট্টহাস্যে শিবদূতী করি বিমোহিত,
অসুর গণেরে ভূমে করিয়া পাতিত।
ভক্ষণ করেন তিনি চর্ব্বিয়া দশনে,
এইরূপে মাতৃগণে শত্রুর নিধনে।
ক্রোধ সহকারে কারে করেন মর্দ্দন,
দেখিয়া অসুর সব করে পলায়ন।
রক্তবীজ দেখি সৈন্য করে পলায়ন,
ক্রোধে অগ্রসর হয় করিবারে রণ।
রক্তবীজ রক্ত যদি ভূমিতে পড়য়,
তাহার সদৃশ দৈত্য তবে উপজয়।
গদাপানী রক্তবীজ ইন্দ্রশক্তিসহ,
সংগ্রাম আরম্ভ করে নানা অস্ত্রসহ।
ঐন্দ্রী নিজ বজ্রাঘাতে তাড়িলে তাহায়,
যতেক শোণিত বিন্দু ভূমিতে পড়ায়।
তাহার সদৃশ যুদ্ধা পরাক্রমশালী,
সমুত্থান হয়ে ত্বরা ব্যাপে রণস্থলী।
মাতৃগণ সহ তারা অত্যাগ্র অস্ত্রেতে,
অত্যন্ত ভীষণ যুদ্ধ লাগিলা করিতে।
বজ্রাঘাতে মাথা তার হইলে ছেদিত,
ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত হয় বহির্গত।
তাহাতে সহস্রাসুর হয়ে উৎপন্ন,
রণস্থল একবারে হয় সমাকীর্ণ।
বৈষ্ণবী শকতি রোষে সেই রণস্থলে,

রক্তবীজে নিজ চক্রে আহত করিলে।
ঐন্দ্রশক্তি গদাঘাতে অত্যন্ত তাড়িত,
রক্তবীজ যাতাস্বরে জগত ব্যাপিত।
কৌমারী বরাহী দেবী আর মহেশ্বরী,
শকতি ত্রিশূল আর অসি ঘাত করি
রক্তবীজ সর্ব্ব গাত্র করায় বিচ্ছিন্ন,
তাঁদেরে অসুর গদাঘাতে ভিন্ন ভিন্ন।
শক্তিশূলে নানা অস্ত্রে হইলে আহত,
রক্তবীজ দেহে থাকি শোণিত পতিত
ভূমিতে হইয়া পরে হয় শত শত,
বীর্য্যবন্ত মহাসুর অতি সমুদ্ভূত।
সর্ব্ব ভূমণ্ডল যবে অসুরে ব্যাপিল,
সুরগণ মধ্যে তবে আতঙ্ক হইল।
চণ্ডীকা বিষণ্ণ দেখি সব দেবগণে,
চামুণ্ডায় আদেশেন বিস্তার বদনে।
মোর অস্ত্রপাতে রক্তবিন্দু পড়ে যত,
মহাসুর উৎপন্নে সেইক্ষণে তত।
এহেতু বদন তুমি বিস্তার করিয়া,
শোণিত গ্রহণ করি বেগবতী হ'য়া।
রণক্ষেত্রে বিচরিবে ভক্ষণ করত,
রক্ত ক্ষীণে দৈত্য সর্ব্বতবে হবে হত।
ভক্ষণ করিলে তুমি শোণিত সকল,
কখনই মোর আশা না হবে বিফল।
যদি তুমি আরম্ভিলা ভক্ষণ করিতে,

আর তারা নাপারিবে উদ্ভব হইতে।
একথা বলিয়া দেবী শূলের ঘাতনে।
রক্তবীজে অভিহিত করেন সেক্ষণে।
রক্তবিন্দু সমুদায় বিস্তারি বদন,
কালীদেবী করিলেন সত্বরে গ্রহণ।
রক্তবীজ রণক্ষেত্রে ভীষণ গদায়,
আঘাত করিল রোষে দেবী চণ্ডীকায়।
গদার প্রহারে দেবী না হন ব্যথিত,
অসুর সহিত যুঝে পূর্ব্বাপরমত।
রক্তবীজ রক্ত হলে ভূমিতে পতিত,
যে সকল মহাসুর তাহাতে উদ্ভূত।
সে সব অসুরগণে শোণিত সহিত,
ভক্ষণ করেণ কালী হয়ে হরষিত।
রক্তবীজ রক্তপান চামুণ্ডা করিলে
শূল বজ্রাদিতে চণ্ডী তারে আঘাতিলে,
রক্তবীজ পৃথ্বী পৃষ্ঠে হইল পতন,
দৈত্য সেনাপতি এরে হইল নিধন।
ঋষি বলিলেন শুন নৃপতি নন্দন,
অত্যন্ত আনন্দ লভে সর্ব্ব দেবগণ।
দেবে উদ্ধারিলে দেবী বিপদ সাগরে,
আমাকে লইবে কবে ভব পারাবারে।

শুম্ভ ও নিশুম্ভবধ।

রাজা বলিলেন শুন দেব ভগবান,
রক্তবীজ বধে ব্যক্ত দেবী উপাখ্যান।
কিন্তু বড় ইচ্ছা হয় করিতে শ্রবণ,
রক্তবীজ বধ হ'লে কি করে এখন।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্য হইয়া কুপিত,
পুনর্ব্বার কহ মুনি করিয়া বর্ণিত।
মহর্ষি কহেন তবে ভূপতি নন্দনে,
নিহত করেন সৈন্য দেবশক্তিগণে।
নিশুম্ভ অসুর দেখি শ্রেষ্ট অগ্রগণ্য,
রণস্থলে যায় ধায়ে লয়ে সর্ব্ব সৈন্য।
নিশুম্ভ বেষ্টন করি দংশি ওষ্ঠ দেশে,
সম্মুখে উভয় পার্শ্বে আর পৃষ্ঠদেশে।
দেবীর নিধন হেতু করে আগমন,
স্ববল বেষ্টিত যত মহাসুরগণ।

মহাবীর্য্য শুম্ভাসুর সহ মাতৃগণ,
যুঝিয়া তাদের বুঝি নিশ্চয় হনন।
করিব বলিয়া ক্রোধে হয়ে আগুয়ান,
উপস্থিত হয় ত্বরা দেবী বিদ্যমান।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দোহে তাঁহার সহিত,
রণ ক্ষেত্রে যুদ্ধ করে অতি অপ্রমিত।
বরিষা কালেতে যেন বর্ষে জলধর,
সেইরূপ অস্ত্রপড়ে তাঁহার উপর।
অসুর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রে স্বীয় অস্ত্র দিয়া,
চণ্ডী দেবী নাশিলেন আনন্দ হইয়া।
পরে নিজ অস্ত্রে তিনি মহাসুর যত,
ক্রোধান্বিত হয়ে সবে করেন তাড়িত।
শাণিত সুপ্রভ খড়্গ সিংহের মস্তকে,
নিশুম্ভ আঘাত করি তাড়িলা তাহাকে।
বাহনে তাড়না যদি নিশুম্ভ করিল,
তার তীক্ষ্ণ খড়্গ চর্ম্ম চণ্ডীকা ছেদিল।
নিশুম্ভ সুধীর দেখে খড়্গ ব্যর্থ হয়,
চণ্ডীর উপরে তবে শক্তি নিক্ষেপয়।
শক্তি অভিমুখাগত দেখি মহেশ্বরী,
করিলেন দুই ভাগ দণ্ডেতে প্রহারি।
অনন্তর কোপান্বিত অসুর হইল,
দেবীর উপরে শূল নিক্ষেপ করিল।
দেবী শশীমুখী দেখি শূলাগত প্রায়,
মুষ্ট্যাঘাতে করিলেন চূর্ণ তার কায়।

অসুর আঘাতে গদা তবে চণ্ডীকায়,
ত্রিশূল প্রহারে তিনি ভস্মেন তাহায়।
ত্রিলোক জননী তবে পরশু আঘাতে,
দৈত্য শ্রেষ্ঠ নিশুম্ভকে পাড়েন ভূমেতে।
ভীম পরাক্রম ভ্রাতা নিশুম্ভ পতিত,
দেখি শুম্ভাসুর ক্রোধে যুদ্ধার্থে আগত।
অতুল উন্নত অস্ত্র অষ্ট ভুজে ধরি,
অসীম আকাশ ব্যাপি চড়ি রথোপরি।
শুম্ভাগত দেখি দেবী শঙ্খ নিনাদিয়া,
করেন ভীষণ শব্দ ধনুকে জ্যা দিয়া।
ঘণ্টার শবদে তিনি দশদিক পূরে,
দৈত্য সৈন্য সমূহের তেজ নাশ করে।
লম্ফ দিয়া উঠে শূন্যে কালী অনন্তরে,
আঘাত করেন হস্ত পৃথিবী উপরে।
আঘাত শব্দতে সেই শব্দ পূর্ব্বকৃত,
একবারে করিলেন তিনি মন্দীভূত।
শিবদূতী শত্রুগণ অমঙ্গল আশে,
ভয়ানক শব্দ করি অতি উচ্চহাসে।
সেই সব শব্দে ভীত অসুর হইল,
শুম্ভাসুরে অতিশয় ক্রোধ উপজিল।
অম্বিকা কহেন থাক থাক দুরাত্মন,
এখনি নাশিবে তোরে করি মহারণ।
আকাশে দেবতা সব করি জয় ধ্বনি,
বলে শীঘ্র জয় লভ গণেশ জননী।

উগ্রতেজাবিষ্ট শুম্ভ করি আগমন,
নিক্ষেপ করিল শক্তি আকৃতি ভীষণ।
বহ্নির সদৃশ শক্তি দেখিয়া আসিতে,
মহা উল্কাঘাতে দেবী তাহারে নিপাতে।
পরে সিংহ নাদে শুম্ভ ত্রিলোক ব্যাপিল,
অন্যান্য সকল শব্দে পরাজয় কৈল।
শুম্ভের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রে উগ্রশর দিয়া।
কাত্যায়নী মহামায়া ফেলেন ছেদিয়া।
দেবীর প্রক্ষিপ্ত অস্ত্রে স্বীয় অস্ত্রে করি,
দূরে ফেলি দেয় শুম্ভ দুই খণ্ড করি।
অনন্তরে চণ্ডী দেবী হয়ে ক্রোধান্বিত,
শূল দ্বারা শুম্ভাসুরে করেন পীড়িত।
শূলাহত দৈত্য পতি হইয়া মূর্চ্ছিত,
বাতা হত বৃক্ষসম ভূতলে পতিত।
দেবী আর সিংহ গাত্রে কার্ম্মুক ধরিয়া,
নিশুম্ভ আঘাত করে চৈতন্য লভিয়া।
দনুজ ঈশ্বর বাহু অযুত বিস্তারি
চণ্ডীকে আচ্ছন্ন করে চক্র যুদ্ধ করি।
বিপদ নাশিনী দুর্গা সেই চক্র বরে,
শর নিকরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে।
নিশুম্ভ হইয়া আপ্ত সেনা পরিবৃত
গদা হাতে অতি বেগে হইল ধাবিত।
তাহারে আগত দেখি দেবি মহেশ্বরী,
ছেদন করেন'গদা খড়্গাঘাত করি।

তখন নিশুম্ভ শূল করিয়া গ্রহণ
অতি শীঘ্র ধাবমান দেবীর সদন।
শূল লয়ে দৈত্য দেখি সম্মুখে আগত,
তাহার হৃদয়ে দেবী শূলে বিদারিত।
বিদীর্ণ হৃদয় হতে মহা বীর্য্যবন্ত,
বলে দেবী থাক থাক পুরুষ নিষ্ক্রান্ত।
অসুর নির্গত প্রায় দেখি কাত্যায়নী,
হাসিয়া মস্তকচ্ছেদে তীক্ষ্ণ শর হানি।
অসুর পৃথিবী পৃষ্ঠে হইল পতিত,
সিংহ দন্ত দ্বারা গ্রীবা করিল চর্ব্বিত।
অসুর সকল দ্বারা উদর পূরণ,
শিব দূতী কালী সিংহ করিয়া ভক্ষণ।
কৌমারী শক্তিতে কারে করিয়া আঘাত,
বিদারিত করি তার করিলা নিপাত।
ব্রাহ্মাণীর মন্ত্রপূত জল পরশনে
অন্যান্য অসুরে নাশি ভূমিতে পতনে।
ত্রিশূল আঘাত করি দেবী মহেশ্বরী
অনেক অসুরে নাশি ফেলে পৃথ্বিপরি।
আঘাত করিয়া দেবী বরাহী মুখেতে
চুর্ণ করি এক বারে ফেলে ধরণীতে।
বৈষ্ণবী শকতি দিয়া খণ্ড খণ্ড করি,
ঐন্দ্রীনিজ বজ্র ক্রোধে নিক্ষেপণ করি।
করিলেন এই রূপে দেহ শক্তি যত
অন্যান্য অসুরগণে সমরে নিহত।

অবশিষ্ট কিয়দংশ করে পলায়ন,
শিবদূতী কালী কিছু করিলা ভক্ষণ।
নিশুম্ভ বধের কথা হইল সমাপ্ত
মোরে শ্রীচরণে স্থান দেহ দেবী আপ্ত।
প্রাণ তুল্য ভ্রাতা আর যত সৈন্যগণ,
রণক্ষেত্রে হত শুম্ভ করিল দর্শন।
ক্রোধ উপজিল তার অতিশয় চিতে,
দুর্গা প্রতি তবে কিছু লাগিল কহিতে
বল অভিমাণী দুর্গে না করিও গর্ব্ব,
অভিমানী তুমি পেয়ে দেব শক্তি সর্ব্ব।
অমর শক্তিতে তুমি হয়ে বলীয়ান,
দৈত্য যুদ্ধে বারম্বার পাও পরিত্রাণ।
দেবী কহিলেন মূঢ় দুষ্ট দৈত্যপাত,
আমি বিদ্যমানা হই মধ্যবর্ত্তী ক্ষিতি।
আমার দ্বিতীয় কেবা আছে পৃথিবীতে,
সর্ব্ব দেব শক্তি দেখ বিলীন আমাতে।
এই সব শক্তি হয় আমার বিভূতি,
মোর বিভূতিতে সর্ব্ব রূপ উৎপত্তি।
সমূহ দেবের শক্তি ব্রাহ্মণী প্রমুখে,
মিলিত হইয়া গেল দৈত্য পতি দেখে।
অনন্তরে একাকিনী দেবী বিদ্যমানা,
স্বক্রোধে দৈত্যের প্রতি কহিছেন নানা।
সমস্ত শকতি আমি করিয়া সংহার,
যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হলেম এবার।

তুমি স্থির হয়ে যুঝ আমার সংহতি,
কত বল ধর এবে দেখিব সংপ্রতি।
ঋষি কহিলেন শুন ভূপতি কুমার,
সম্মুখে হইল যুদ্ধ দৈত্য দেবতার।
পুনর্ব্বার অম্বিকার অসুর সহিত,
যুদ্ধ দেখি সর্ব্বলোক হইল ত্রাসিত।
অসি যুদ্ধ করে দোঁহে আর শরবৃষ্টি,
উপদ্রবে এই বার বুঝি লোপে সৃষ্টি।
চণ্ডীকা নিক্ষিপ্ত দিব্য অস্ত্র শত শত,
শুম্ভ ছেদে দিব্য অস্ত্রে করি মন্ত্রপূত।
তীক্ষ্ণ অস্ত্র হানে শুম্ভ ঈশ্বরীর প্রতি,
চণ্ডীকা করেন তাহে অস্ত্রে বিনস্থতি।
তদন্তরে শত শরে দেবীকে আচ্ছন্নে,
কুপিত হইয়া দেবী তার ধনুভগ্নে।
ধনুর্ভঙ্গে লয় দৈত্য এক গোটা শক্তি,
শক্তিকে পার্ব্বতী দেন একবারে মুক্তি।
অস্ত্র ব্যর্থ দেখি শুম্ভ হয় ধাবমান।
হস্তে খড়্গ করি সূর্য্য সমদীপ্তিমান।
হস্তে খড়্গ গত প্রায় দেখিয়া তাহারে।
ধনুর্ম্মুক্ত বানে চণ্ডী খড়্গাচ্ছেদ করে।
ধনু ভগ্ন রথ শূন্য সারথি বিহীন,
হয়ে দৈত্যেশ্বর হয় অতি হতাশ্বীন।
হতাশ্ব হইয়া হস্তে মুদ্গর লইল,
অম্বিকা বিনাশ জন্য উদ্যত হইল।

সমুখে আগত দেখি দানব ঈশ্বর,
মুদগর ছেদেন দেবী শরে খরতর।
মুষ্টি আঘাতন হেতু হওয়া উদ্যত,
তাঁর প্রতি শুম্ভাসুর তত্রাচ ধাবিত।
দেবীর হৃদয়ে দৈত্য করতলাঘাতে,
হৃদয় তাড়েন তার তিনি মুষ্টিপাতে।
মুষ্টাঘাতে প্রপীড়িত দৈত্য অধিপতী,
ভূমে পড়ি পুনর্ব্বার উঠে শীঘ্রগতি।
দেবীকে লইয়া শূণ্যে উঠে লম্ফ দিয়া,
পরস্পর করে যুদ্ধ নিরালম্ব হৈয়া।
অনন্তর বাহু যুদ্ধ দেখি তাঁহাদের,
বিস্ময় জন্মিল অতি সিদ্ধ মুনিদের।
বহুক্ষণ বাহু যুদ্ধ উভয়ে হইল।
অম্বিকা তাহারে উর্দ্ধে ভ্রামিত করিল।
পরেতে নিক্ষেপে তায় পূর্ণেন্দুবদনী।
ঈশ্বর সৃজিত প্রাণী পুরিত মেদিনী।
ধরণী উপরে দুষ্ট হইয়া পতিত,
চণ্ডিকার মুষ্টিঘাতে নাশিতে উদ্যত।
দৈত্যের ঈশ্বরে দেবী দেখি সমাগত।
স্বীয় শূল দ্বারা বক্ষে করেন আহত,
শূল দ্বারা বক্ষঃস্থল করিয়া বিদীর্ণ,
তাহাকে করেন তিনি ভূমে অবতীর্ণ।
শূলাগ্রে করিয়া তিনি হৃদয় বিক্ষত,
করেন শুম্ভের প্রাণ চির অস্তমিত।

দৈত্যেশ্বর শুম্ভাসুর হইলে পতিত,
পর্ব্বত সমুদ্র দ্বীপ পৃথিবী কম্পিত।
জগত লভিল সুস্থ আকাশ নির্ম্মল,
পৃথিবীস্থ জীব হয় আনন্দ সকল।
অনিষ্ট সূচক মেঘ আর উল্কাগণ,
বিদ্যমান ছিল যত শুম্ভের সদন।
তাহারা অদৃশ্য ত্বরা আর নদীগণ,
পথদ্বারা প্রবাহিত হয় পূর্ব্বতন।
দেবগণ হরষিত হইল স্বর্গেতে,
গাইছে গন্ধর্ব্বে গান নাচে অপ্সরেতে।
অনুকুল বায়ু সব লাগিল বহিতে,
তপন সুপ্রভ রশ্মি বিস্তার করাতে।
চৌদিক প্রশান্ত ভাবে হয়ে দীপ্তিমান,
নিজ নিজ শব্দ সব করে সমুত্থান।
অসুর নিহত করি তোষ দেবগণে,
দেবী স্থান দাও মোরে স্বীয় শ্রীচরণে।

দেবীর স্তোত্র।

কর নর অধিপতি ঋষির বচন শ্রুতি
অসুরেন্দ্র হইলে নিধন,

বহ্নিকে করিয়া অগ্র স্বর্গস্থিত দেব বর্গ,
নিজ ইষ্ট করিতে সাধন।
করেন দুর্গার স্তব ভক্তিযুক্ত হয়ে সব,
সুমধুর বাক্যে নানামত,
শরণ লইনু মোরা প্রসন্ন হউন তারা
সকলেই হয়ে পদানত।
অখিল জগৎ মাতা হইয়ে প্রসন্ন ত্বরা
বিশ্বরক্ষ তুমি বিশ্বেশ্বরী,
তুমি শত্রু নিবারিনী রূপ ধরি ভববাণী,
শত্রু নাশ পরমঈশ্বরী।
তুমি জগত আধার হও সর্ব্ব মূলাধার
মহীরূপে দেবী মহেশ্বরী
তুমি জগরূপ ধর, সর্ব্বত্রে বিহার কর
সর্ব্ব ব্যাপি হও সর্ব্বেশ্বরী।
অলঙ্ঘ তোমার কার্য্য, অনন্ত তোমার বীর্য্য,
বৈষ্ণবী শকতিরূপধারী,
তুমি সংসারের জন্য মায়ারূপে অবতীর্ণ,
বাধ বিশ্ব বিমোহিত করি।
তুমি মুক্ত কর জীবে প্রসন্না হইয়া শিবে,
পৃথ্বী "পরি নিবেসয়ে যত.
বিদ্যার যতেক মূর্ত্তি সকলি তোমার শক্তি,
ত্রিভুবনে আর নারী যত।
তুমি দেবী একাকিনী ব্যাপিয়াছ এ ধরণী,
শ্রেষ্ঠ তুমি স্তব্য গণাদির

আর কোন শব্দে করি তোমারে সন্তোষ করি,
সর্ব্ব শব্দ তুমি পৃথিবীর।
তুমি হও দীপ্যমানা সর্ব্ব ভূতে রূপে নানা,
জীব মুক্তে স্বর্গপুরে যায়,
এহেতু তোমায় শিবে বার বার ভক্তিভাবে,
সবে তোষে স্তবের দ্বারায়।
তুমি বুদ্ধি রূপ ধর সর্ব্ব জীবে বাস কর,
দেবী স্বর্গবাস প্রদায়িনী,
এহেতু তোমায় করি তব পদ শিরে ধরি,
নমস্কার দেবী নারায়ণী।
কলা কাষ্ঠা স্বরূপিনী তুমি মুক্তি প্রদায়িনী,
দেবী বিশ্ব বিনাশ সামর্থে,
তব পদে নারায়ণী, বারে বারে প্রণমামি,
সর্ব্বদেব বিপদ নাশার্থে।
গৌরি শরণ্যে ত্র্যম্বকে শিবে সর্ব্বার্থ সাধিকে,
নমি সর্ব্ব মঙ্গলা মঙ্গল্যে,
দুর্গা পদপ্রান্তে ধরি, নারায়ণী শিরে করি,
নমস্কারি দায়িনী কৈবল্যে:
সৃষ্টি স্থিতি বিনাশিনী, শক্তিভূতা সনাতনী
নমস্কার করি নারায়ণী,
দীন ও শরণাগত, ব্যাধিগ্রস্থে প্রপীড়িত
মনুষ্যের উদ্ধারকারিণী।
এই হেতু নারায়ণী, ওপদে নমি জননী
তুমি ব্যাধি হও বিনাশিনী,

হংস যুক্ত রথে চড়ি, ব্রহ্মাণীর রূপ ধরি
কুশে জল সেচন কারিণী।
তবপদে অনিবার, নমস্কারি বারেবার
নারায়ণী ত্রিপাপ বারিণী,
সর্প ত্রিশূলধারিণি, মহা বৃষভ বাহিনী
মহেশ্বরী গণেশ জননী।
আমরা প্রণাম করি, ওরাঙ্গা চরণ ধরি
নারায়ণী ত্রিলোক রক্ষিণী,
সুশ্রী ময়ূর বাহিনী, দেবী কৌমারী রূপিনী
মহাশক্তি নমি নারায়ণী।
বৈষ্ণবী শকতি রূপা, প্রসন্না হইয়ে কৃপা,
চক্র আদি মহাস্ত্র ধারিণী,
আমরা প্রণাম করি, ভবাবাধ্য পদে ধরি
নারায়ণী গরুড় বাহিনী।
চক্র মস্তোগ্র ধারিনী, মহীদন্তে উদ্ধারিণী,
বরাহী রূপিনী নারায়ণী,
নমস্কার করি শিবে, বিপদে রক্ষিবে দেবে,
বারে বারে বিপদ বারিণী।
প্রচণ্ড সিংহ রূপিনী, দৈত্য বিনাশ কারিণী
মহাদেবী ত্রৈলক্য রক্ষিণী,
তব পদ প্রান্তে ধরি মোরা নমস্কার করি
ত্রিনয়না দেবী নারায়ণী।
দেবী কিরিটি ধারিণী ঐন্দ্রী মহা বজ্রপাণী
সমুজ্জ্বল সহস্রেক নেত্রা,

নমস্কারি নারায়ণী, ধরি পদ দুইখানি,
প্রাণ হারিণী অসুর বেত্রা।
ভব ভয় নিবারিণী, সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশিনী
দেবী সর্ব্ব পাপ নিবারিণী।
হে শিব দূতি রূপিনী, দৈত্যগণ বিনাশিনী,
ঘোর রূপা নমি নারায়ণী,
দংষ্ট্রা করাল বদনা, মুণ্ডমালা বিভূষণা,
দেবী চণ্ড মুণ্ড বিনাশিনী।
প্রণিপাত চামুণ্ডায়, করি সর্ব্ব দেবতায়,
মুক্তকেশী কালী নারায়ণী,
লক্ষ্মী লজ্জা স্বধা রূপা, মহাবিদ্যা কর কৃপা,
পুষ্টি ধ্রুব আর মহারাত্রি।
শ্রদ্ধা মহান আত্মায়, নমস্কার করি পায়,
নারায়ণী আর জগদ্ধাত্রী।
ঈশে মেধে স্বরস্বতী নিয়তে বাভ্রবি ভূতি,
তামসী গুরব স্বরূপিনী,
একে একে নমি সবে, সকলে প্রসন্না হবে,
সর্ব্বদেবে দেবী নারায়ণী।
সর্ব্বেশ সর্ব্ব স্বরূপা, আমাদিগে কর কৃপা,
দুর্গে সর্ব্ব শক্তি সমন্বিতে,
মুক্তকেশী ত্রিনয়না, দিগাম্বরী শবাসনা,
নমস্কার তব পদানতে।
ভূষিত লোচন ত্রয়ে, তব সৌম্য রূপ হয়ে,
মোদে রক্ষা কর সর্ব্বভূতে,

নমস্কার করি তোমা, এই হেতু মাতঃ শ্যামা,
কাত্যায়নী যুগল পদেতে।
অসুর নিধন কর. তুমি যে ত্রিশূল ধর,
তাহে রক্ষ সর্ব্বভয় হতে,
এই হেতু ভদ্রকালী, লয়ে তব পদধুলী,
নমস্কার করি সকলেতে।
যেই ঘণ্টা শব্দে পূর্ণ, করিয়া পৃথিবী শূন্য
দৈত্য সমূহের তেজ হরে,
প্রতিকুল জন হতে, মোদে রক্ষ সে ঘণ্টাতে,
পিতা যেন রাখয়ে পুত্রেরে।
আমরা একত্র হয়ে, তব পদ মাথে লয়ে,
নমস্কার করিমা চণ্ডীকে,
অসুর শোণিত যুক্ত মেদ বসা পঙ্কে লিপ্ত
যেই খড়্গ ধরহ অম্বিকে।
সেই খড়্গে কাটী শির শত্রু মধ্যে মহাবীর
মঙ্গল করুণ বারে বারে।
তুমি তুষ্টে রোগ নষ্টে অসন্তুষ্টে প্রিয় ভষ্টে
এই কথা জানে চরাচরে।
তোমার আশ্রিত যাবা বিপদে-পড়েনা তাঁরা
বরং তাঁরা সকল আশ্রয়,
অম্বিকা যে রূপে নষ্টা কৈল দৈত্য ধর্ম্ম দ্বেষ্টা
সে শক্তি কি সকলের হয় ?
কেবা তোমা ব্যতিরেকে শক্তি ধরে ভব লোকে
বিদ্যা বুদ্ধি সমূহ শাস্ত্রেতে,

অন্ধকার মাতৃগর্ভে ভ্রমণ করাও মর্ত্তে
সৎবাক্যে বিবেক আদিতে।
যেস্থানে রাক্ষসালয় সেই স্থানে সর্প ভয়
হয় দেবী তোমার কারণে,
যে স্থানে শত্রু আলয় দস্যু সেই স্থানে রয়
ইহা হয় তোমার বিধানে।
দাবানল যেই স্থানে সমুদ্র ও সেই স্থানে
তুমি করি রক্ষ পৃথিবীকে
তুমি বিশ্ব রক্ষা কর বিশ্বেশ্বরী নাম ধর
পূর্ব্ব উক্ত উপায়ে অম্বিকে।
এ হেতু তুমি অম্বিকে নামধর বিশ্বাত্মিকে
এই বিশ্ব করিছ ধারণ
বিশ্বেশ্বর বন্দিনীয়া তুমি আর তব ক্রীয়া
ইহা সব জানে জগজন।
যেবা ভক্তি সহকারে তোমারে আশ্রয় করে
হন তাঁরা বিশ্বের আশ্রয়,
চণ্ডীকা প্রসন্না হয়ে শত্রুভয় নিবারিয়ে
মোদে রক্ষা উচিত তো হয়।
দ্বিজ গিরিশচন্দ্র ভণে দেবী স্তোত্র সমাধানে
যুগ্মপদ মস্তকে ধরিয়া,
দেবী মোরে কৃপা করে লও ভব পারাবারে
ভবানলে দহে মোর হিয়া।

দেবগণ প্রতি দেবীর উক্তি।

কহিলেন দেবী তবে সুরগণ প্রতি,
ত্রিজগত উপকার যাহে হবে অতি।
সে বর প্রার্থনা কর তোমরা সকলে,
বরদা হইয়া আমি দিব কতুহলে।
অখিল ঈশ্বরী মোরা করি নিবেদন,
ত্রিলোক প্রশান্তি কর শত্রুর নিধন।
করি ভবিষ্যৎ বাঞ্ছা মোদের পূরণ,
সন্তোষ হইয়া তবে করিব গমন।
কহিলেন বরদাত্রী প্রসন্না অন্তরে,
অষ্টাবিংশ সংখ্যাযুগে সপ্তমন্বন্তরে।
শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে মহাসুরদ্বয়,
পুনর্ব্বার অন্যাসুরে হইবে উদয়।
মহীতলে পুনর্ব্বার অবতীর্ণা হব,
বৈপ্রচিত্ত নামে দৈত্য বিনাশ করিব।

উগ্রাসুর বৈপ্রচিত্তে করিলে ভক্ষণ,
দাড়িম্ব কুসুম সম লোহিত বরণ।
হইবে আমার দন্ত নিশ্চয় তখন,
দন্তাস্মীকে বলি স্বর্গ বাসি দেবগণ।
মনুষ্য পৃথিবী মাঝে আছে যত জন,
সবে স্তবকালে মোরে করিবে কীর্ত্তন।
পুনর্ব্বার যত বর্ষ অনাবৃষ্টি হবে,
মুনিগণ স্তবে তুষ্ট আমারে করিবে।
অযোনি সম্ভবা আমি জন্মিয়া ভারতে,
মুনিগণে দরশিব শতেক নেত্রেতে।
শতাক্ষী বলিয়া মোরে যত নরগণ,
এই হেতু স্তব কালে করিবে কীর্ত্তন।
যত দিন অনাবৃষ্টি হইবে ধরায়,
আমি স্বীয় গাত্রোত্থিত শাকের দ্বারায়
ততদিন সর্ব্বলোকে করিব পালন,
পৃথ্বে শাকাম্বরী নাম লভিব তখন।
দুর্গা নামাসুর বধি অনাবৃষ্টি কালে,
এ হেতু আহ্বান মোরে করে দুর্গা বলে।
মুনিগণ রক্ষা হেতু হিমাচলে পুন,
ভীমরূপে রাক্ষসেরে করিব ভক্ষণ।
তৎকালে মুনিগণ নম্র মূর্ত্তি হয়ে,
আমারে তুষিবে সবে ভীমা দেবী কয়ে।
যে কালে অরুণ নাম ধরি মহাসুর,
ধরণীতে মহাবাধা ঘটাবে প্রচুর।

অসংখ্যেয় ষটপদ সেকালে ধারণ,
ভ্রমরী হইব পৃথ্বী মঙ্গল কারণ।
সবে এই হেতু মোরে বলিয়া ভ্রমরী,
সর্ব্বকাল সন্তোষিবে স্তব স্তুতি করি।
এইরূপে সমোত্থিত দানব যখন,
পৃথিবীতে নানাবাধা ঘটাবে তখন
অবতীর্ণা হয়ে আমি এই ভূমণ্ডলে,
করিব শত্রুর নাশ জানিবে সকলে।
দেবী কহিলেন মোরে এই সব স্তবে,
সমাহিত চিত্তে যারা সন্তোস করিবে।
সকল প্রকার বাধা নিশ্চয় বিনষ্ট,
করি আমি তাহাদের পুরাইব ইষ্ট।
মহাসুর শুম্ভ আর নিশুম্ভ বিনাশ,
মধুকৈট বধ কথা করিয়া বিশ্বাস
ভক্তিযুক্ত হয়ে যারা একাগ্র চিত্তেতে,
নবমী অষ্টমী আর চতুর্দ্দশ্যাদিতে,
মহাত্ম্য কীর্ত্তন কিম্বা করিবে শ্রবণ,
তাহাদের সর্ব্বপাপ হয় বিমোচন।
দরিদ্র নাহবে তারা বন্ধু বিয়োজন
নিশ্চয় জানিবে সবে আমার বচন।
এই হেতু সমাহিতে মহাত্ম্য মদীয়,
সকলে করিবে পাঠ শ্রবণ আদীয়।
মদীয় মহাত্ম্য কথা জানিবে নিশ্চয়,
সর্ব্ব উৎকৃষ্ট এই স্বস্ত্যয়ন হয়।

নানাবিধ উপদ্রব আর মহামারি
মদীয় মাহাত্ম্যে নাশ হয় যথাবিধি।
যে গৃহে আমার এই মহাত্ম্য পঠন,
সমস্ত করয়ে সেই গৃহ কদাচন,
নাপারি কবিতে ত্যাগ সকলে জানিবে
আমার বসতি তৎসন্নিধানে হবে।
পূজা বলিদান অগ্নি কার্য্য উৎসবে
আমার চরিত্র কথা শ্রবণ কবিবে।
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে লোকে হোম পূজাবলি
কবিলে গ্রহণ আমি কবিব সকলি।
শবতে বার্ষিক পূজা করিয়া সকলে,
আমাব মহাত্ম্য ভক্তিপূর্ব্বক শুনিলে।
আমার প্রসাদে সর্ব্ব বিপদ হইতে,
মুক্তিলাভ করি বাড়ে ধন ধান্যাদিতে।
যুদ্ধ পরাক্রম আব শুভ উৎপত্তি,
মহাত্ম্য আমার যেবা কবিবেক শ্রুতি,
নির্ভয় পুরুষ সেই অবনি মণ্ডলে,
জানিবে সকলে ইহা দেবী বাক্য বলে।
সর্ব্বত্রই শান্তিকর্ম্মে দুঃস্বপ্ন দর্শনে
গ্রহপীড়া কালে মোব মাহাত্ম্য বর্ণনে।
নিশ্চয় দুঃস্বপ্ন হয় সুস্বপ্নেতে নত,
উপসর্গ গ্রহ পীড়া হয় দুরীভূত।
রিষ্টি দোষে যদি হয় বালক দূষিত
মন তত্ত্ব শুনে তারা শান্তি পরিণত।

অশেষ দুর্ব্বৃত্ত যক্ষ পিশাচাদি যত,
বলহারি মন্ত্রে মোর তারা নষ্টিভূত।
আমার মহাত্ম্য মোর সন্নিধিকারক,*
সকলের নানা বিঘ্ন হয় বিনশক।
উৎকৃষ্ট পশু পুষ্প ধূপ গন্ধাদিতে,
ব্রাহ্মণ ভোজন হোম অন্যান্য ভোগেতে,
করিলে আমার পূজা প্রীতি লভি যত,
শ্রবণে মাহাত্ম্য তুষ্ট আমি হই তত।
সর্ব্ব পাপে মুক্ত হতে আমার মাহাত্ম্য,
সকলে আরোগ্য লাভ করে দেহ আত্ম।
জনম বৃত্তান্ত মোর করিলে কীর্ত্তন,
ভূতগণ হতে রক্ষা সকলেই হন।
শত্রু বিনাশক যুদ্ধ আমার চরিত্র,
শ্রবণে পুরুষ শূন্য ভয় অরা বৃত।
ব্রহ্মর্ষি তোমরা ব্রহ্মা করয়ে যে স্তুতি
শ্রবণে পঠনে তাহা শুভকর অতি।
অরণ্য প্রান্তরে আর দাবাগ্নি বেষ্টনে,
মিত্র শূন্য স্থানে যদি দস্যু শত্রুগণে,
মহার্ণবে জলযান বায়ুতে ঘূর্ণিত
সংগ্রামে সমূহ অস্ত্র হইলে পতিত,
সিংহ ব্যাঘ্র বন পশু করে আক্রমিত,
সর্ব্ব বিপত্তিতে হয়ে মন্ত্রণাভিভূত,
মনুষ্য আমারে যদি করয়ে স্মরণ,
সকল সঙ্কট তবে হয় বিমোচন।

মদীয় চরিত্র যেবা করিবে স্মরণ,
আমার প্রভাবে তারে করিয়া দর্শন,
সিংহাদি হিংস্রক জন্তু আর দস্যুগণ,
সর্ব্ব শত্রু শীঘ্র দূরে করে পলায়ন।
এই কথা বলি চণ্ডী দেবগণ প্রতি,
অন্তর্দ্ধান হইলেন অতি শীঘ্র গতি।
বৈর হতে নিরাতঙ্ক হয়ে দেবগণ,
যজ্ঞ ভাগ ভোজ্য প্রাপ্ত হন নিজ ধন।
যুদ্ধক্ষেত্রে দেব শত্রু বিক্রম অতুল,
শুম্ভ ও নিশুম্ভ দোঁহে হইলে নির্ম্মূল,
অবশিষ্ট অসুরেরা পাতাল ভুবন,
নিজ প্রাণ রক্ষে সবে করি পলায়ন।
মুনি বলিলেন শুন নৃপতি কুমার
হইলেও দেবী নিত্যা জন্মি বার বার
এইরূপে পৃথিবীকে করেন পালন,
ভাঙ্গাগড়া কার্য্য তার শুনহ রাজন।
মোহিত করেন বিশ্ব বিশ্বের জননী,
প্রসব করেন বিশ্ব তিনিই আপনি
তাঁহার নিকটে যদি চাই দিব্য জ্ঞান
প্রসন্ন হইয়া তিনি করেন প্রদান।
প্রলয় কালেতে দেবী মহান কালীকে
মহামারি রূপাবৃত্ত করেন মহীকে।
মহামারি রূপে সৃষ্টি নাশি যথাকালে।
আবার পালেন তিনি প্রাণী কোন কালে।

মনুষ্য দিগের গৃহে তিনিই থাকিয়া,
মঙ্গল করেন নানা ঐশ্বর্য্যাদি দিয়া।
তাঁহার অভাবে লক্ষ্মী হন অন্তর্হিতা
চরিত্র তাঁহার কোন বুঝে প্রাজ্ঞচেতা।
করিলে তাঁহার পূজা পুষ্প গন্ধাদিতে,
শুভ মতি দিয়া বৃদ্ধি ধন ধান্যাদিতে।

সুরথ এবং বৈশ্যকে বরদান।

শুন শুন মহীপাল ঋষির বচন,
করিলাম তব কাছে দেবীর কীর্ত্তন।
করিছেন যিনি এই জগৎ ধারণ,
তাঁহার প্রভাব এই শুনহ রাজন।
বিষ্ণু মায়া ভগবতী দেন তত্ত্বজ্ঞান,
তাঁহার প্রভাবে লোকে হয় জ্ঞানবান।
তোমায় বৈশ্যকে আর অবিবেকী যত,
করিয়া রাখেন তিনি মায়াতে মোহিত।
ভবিষ্যৎ ব্যক্তিগণ এইরূপে যত,
হইবে তাঁহার মায়াজালে জড়ীভূত।
পার্ব্বতী শরণাগত হয়ে দুইজনে,

তাঁর আরাধনা কর কিবা রাত্রিদিনে।
স্বর্গভোগ মুক্তি তিনি করেন প্রদান,
তাঁহার সন্তোষে কার্য্য সব সমাধান।
রাজত্ব হরণ জন্য হইয়া দুঃখিত,
মেধস মুনির বাক্য শুনি অপ্রমিত।
কঠোর তপস্যা হেতু সুরত রাজন,
বাহির্গত হন বন্দী মুনির চরণ।
বৈশ্যও তপস্যা হেতু করিল গমন,
সমভিব্যাহারে ত্বরা সুরথ রাজন।
দেবী দরশন হেতু বৈশ্য ও রাজন,
ভগবতী প্রতিমূর্ত্তি মৃন্ময় গঠন।
দুইজনে নদীকুলে করি অবস্থিতি,
দেবীযুক্ত যপে তপ করেন সংপ্রতি।
কখন আহার করি কভু নিরাহারে,
গন্ধপুষ্প হোমাদিতে পূজিয়া তাঁহারে।
আপন আপন রক্ত বলিদান করি,
তিন বর্ষ ধরি পূজা করেন শঙ্করী।
এইরূপে জগদ্ধাত্রী পরিতুষ্ট হয়ে,
প্রকাশিত হন পরে প্রত্যক্ষ হইয়ে।
দেবী কহিলেন শুন বৈশ্য ও রাজন,
প্রার্থনা করিবে যাহা করিব পূরণ।
চণ্ডিকা প্রসন্না হেরি নৃপতি নন্দনে,
ভক্তি সহ অতি নম্র ভাবে নিবেদনে।
শুন শুন জগন্মাতা আমার বচন,

পূর্ব্ব জন্মার্জিত মোর যত রাজ্য ধন।
নিজ ভুজবলে বধ করি শত্রুগণ,
ইহ জন্মার্জিত পাই রাজত্ব আপন।
বৈশ্য নিবেদন করে অম্বিকা চরণে,
দিব্য জ্ঞান দেন মোরে কৃপা বিতরণে।
দেবী কহিলেন তবে ভূপতি কুমারে,
শত্রুকুল ধ্বংসী রাজা পাইবে অচিরে।
পুনর্ব্বার সূর্য্যকুলে তব জন্ম হবে
ভূমণ্ডলে সাবর্ণিক মনু তোমা কবে।
বৈশ্য শ্রেষ্ঠ মনস্কাম পুরিবে নিশ্চয়,
আমার কৃপায় তব হবে জ্ঞানোদয়।
এইরূপে ক্ষত্র শ্রেষ্ঠ সুরথ রাজন,
দেবীর নিকটে বর করিয়া গ্রহণ,
উৎপত্তি লভি তিনি সূর্যদেব হতে,
সাবর্ণিক নামে মনু হবেন মহীতে।
সম্পূর্ণ করিনু চণ্ডী চণ্ডীর কৃপায়,
পাদপদ্ম লভি যেন অন্তিম দশায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দেবী মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ।

---

৪২ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত দুই লাইন ১৫ লাইনের পর ছাড় হইয়াছে।

কাহাকেও আক্রমিয়া কাহাকেও মুখ দিয়া
কখনও অধরাঘাত করে।

বলি মীমাংসা।

শ্রীরজনীকান্ত স্মৃতিরত্ন প্রণীতা

তেনৈব সংস্কৃতা প্রকাশিতাচ।

বরিশাল—কমলা-প্রেসে

শ্রীসূর্য্যকুমার দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

শকাব্দঃ ১৮৩৩।

সন ১৩১৮।

মূল্য ।০ আনা

পরিবারবর্গ মনঃক্ষুণ্ণ না হয় এই জন্য তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া মত প্রকাশে পরাঙ্মুখ হইব না। বস্তুতঃ সেই সময় টাকা পয়সা মাত্র হাতে ছিল না বলিয়াই কষ্টকর পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুখকর পথে মন ধাবিত হইয়াছিল। শাস্ত্রেও আছে যে, সম্ভবতি লঘুপায়ে গুরু-পায়স্যান্যায্যত্বাৎ—লঘু উপায় সম্ভব থাকিতে গুরু উপায় অবলম্বন করা অন্যায় এইরূপ বিবেচনা করিয়া উক্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় উক্ত খ্রীষ্টানের নিকট হইতে বিদায় হইয়া নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া নিজ পরিবারস্থিত আবাল বৃদ্ধদিগকে ডাকিয়া বলিলেন যে, এই বৎসর ৺শারদীয়া পূজায় পাঠা বলিদান দিব না, কারণ টাকা মাত্র নাই যে পাঠা ক্রয় করিব, বিশেষ পাঠা না দিলেও কোন দোষ হইবে না, তাহাতে সকলে নিতান্ত দুঃখিত ও নিরুৎসাহ হইয়া অসমক্ষে অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং মুখ ম্লান ও দুঃখ সূচক চিহ্ন ধারণ করিল, অনেকেই ভোজনে বিরক্ত ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক রাত্রিতে শয্যায় নিদ্রা অবলম্বন করার জন্য শয়ন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় গভীর রাত্রে প্রায় তৃতীয় প্রহর রাত্র সময়ে তাঁহার পত্নীর অস্ফুট স্বরে ক্রন্দন ধ্বনি শ্রবণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি জন্য রোদন করিতেছ, তিনি উত্তর করিলেন, আমার চক্ষু গিয়াছে, ভয়ঙ্কর বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা, সহ্য করিতে পারি না, বোধ হয় দক্ষিণ চক্ষুটি উঠাইয়া নিয়াছে। তোমার চক্ষু কে উঠাইয়া নিয়াছে? হঠাৎ এইরূপ অসহ্য দারুণ বেদনার কারণ কি? পত্নী বলিলেন স্বপ্ন ঘটিত বৃত্তান্ত রাত্রে বলিব কিম্বা প্রভাতে বলিব? ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন, প্রভাতে বলিবা। রাত্রি প্রভাতের পর পত্নী বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, আমি স্বপ্নে দেখি যে, স্বভাবতই

ভগবতীর ন্যায় সুন্দরী আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নি আমার শিরোদেশে শয্যায় উপাধানের (বালিশের) নিকট বসিয়া একখানি চিকন কুঞ্চি হস্তে করিয়া বলিলেন যে. খাঁথ তোরা নাকি পূজায় পাঠা দিবি না, তবে খ্যাথ তোর চক্ষু উঠাইয়া ফেলি, এই বলিয়া কুঞ্চিখানি চক্ষু মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া মাংসচর্ম্ম উৎপাটন করিয়া বলিলেন যে, তোর অপর চক্ষুটাও নিব, তৎশ্রবণে আমি তাঁহার চরণ ধারণ পূর্ব্বক ক্রন্দন করিয়া বলিলাম, দিদি ! তোমার কি মায়া দয়া মাত্র নাই ; চিরদিনের জন্য আমাকে অকর্ম্মা করিলা, তুমি আমাকে যারপর নাই স্নেহ করিতা, কি জন্য আমার প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ও নৃসংশ ব্যবহার করিলা। পাঠা দেওয়া না দেওয়ার কর্ত্তা পুরুষগণ, আমার কি সাধ্য আছে। এই বলিয়া নিদ্রাবস্থায় রোদন করিতে করিতে চৈতন্যলাভ করিয়া চক্ষুর বেদনায় যারপর নাই যন্ত্রণা পাইতেছি। আপনি আমার চক্ষু দর্শন করুন, এইরূপ শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় চক্ষু দর্শন করিলেন, চক্ষু অতিশয় রক্তবর্ণ এবং চক্ষু হইতে অজস্র জল পতন হইতেছে ও ফুলিয়া উঠিয়াছে, তদ্দর্শনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইয়া স্থির করিলেন যে, পাঠা দেওয়াই কর্ত্তব্য। পরে তিনটি টাকা মাত্র সঙ্গে নিয়া হাটে গমন করিলেন। প্রথমতঃ পাঠা ক্রয় করিতে যাইয়া সেই স্থানেই অনেক জন শিষ্য নিকট এগারটি টাকা পাইলেন, তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বকই দিয়াছিল। জগদম্বার অনুকম্পায় অতি সুলভে ছয়টি পাঠা চৌদ্দ টাকায় ক্রয় করেন কিন্তু হাটেই অনেক লোকে অনুমান করিল চব্বিশ টাকা ন্যায্য মূল্য। ঠিক দুই প্রহরের সময় ঐ পাঠা ক্রয় হয়, বাটীতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জালের নিকট বলিলেন, দিদি !

বোধ হয় পাঁঠা খরিদ হইয়াছে, কারণ হঠাৎ আমার চক্ষুরপীড়া নিবৃত্তি হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী আসিয়া জানিলেন বাস্তবিক যে বেলা দুই প্রহরের সময় পাঁঠা ক্রয় করিয়াছেন ঠিক সেই সময় অবধি চক্ষু ভাল হইয়াছে। এই অনৈসর্গিক ঘটনায় জ্ঞান বশতঃ এবং বহু লোকের অনুরোধ বশতঃ আমি এই ক্ষুদ্র বলি মীমাংসা পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিলাম। যদি ধর্ম্মোৎসাহী ব্যক্তিগণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করেন তবে শ্রম সকল জ্ঞান করি ইতি।

বিনীত নিবেদক—

প্রকাশক।

বলি মীমাংসা।

নমাম্যাস্তাং মহামায়াং শক্তিরূপাং বরপ্রদাং।
সুখদাং জ্ঞানদাং সৌম্যাং মোক্ষদাং শিবদায়িনীং॥
রজনীকান্ত বিপ্রেণশ্রিযা বিপশ্চিতাং মুদে।
মীমাংসা বলিদানস্য ক্রিয়তে ধর্ম্মরক্ষিকা॥

এই স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন এবং প্রকৃতিতেই লয়প্রাপ্ত হয। প্রকৃতিই সর্ব্বপ্রধানা, শক্তিগ্রাহক অমর-কোষে প্রকৃতি ও প্রধান শব্দ এক পর্য্যায় উক্ত হইয়াছে। প্রধানং প্রকৃতিঃ স্ত্রিয়াং। প্রকৃতিই সকলের আদিভূতা, প্রকৃতির আদি নাই, অন্ত নাই, উৎপত্তি বিনাশ বিহীনা। প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রথমং ক্রিয়তে স্বয়মেব। কর্ম্ম কর্তৃকারকে কর্ম্ম প্রত্যয়ে ক্রিয়তে প্রযোগ সাধু হইয়াছে। কলাপমতে কর্ম্মবৎ কর্ম্মকর্ত্তা সূত্রদ্বারা সিদ্ধ। অতএব প্রথম করণীয়া অর্থাৎ প্রথম আপনাকে আপনি করিয়াছেন এইহেতু প্রকৃতি বলিয়া কথিতা। প্রকৃতিঃ সত্ত্ব রজ স্তমসাং সাম্যাবস্থা। যথা—

সত্ত্বং রজ স্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতং।
সাম্যাবস্থিতি রেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥
কেচিৎ প্রধান মিত্যাহুরব্যক্তম পরেজগুঃ।
এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতিচ॥
ইতি মাৎস্যে তৃতীয়াধ্যায়ে।

তৎপর্য্যায়ঃ প্রকৃতিঃ। ১॥ প্রধানং। ২॥ মায়া। ৩॥ শক্তিঃ। ৪॥ চৈতন্যং। ৫॥ ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। মৎস্যপুরাণে তৃতীয়াধ্যায়ে কথিত হইয়াছে। সত্ত্ব রজ তম এই তিনগুণের সমতাবস্থা প্রকৃতি। কেহ কেহ প্রকৃতিকে প্রধান বলেন। অপর কোন কোন জ্ঞানী অব্যক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজনির্ঘণ্টে প্রকৃতি, প্রধান, মায়া, শক্তি, চৈতন্য এই পাঁচ প্রকার নাম নির্দ্দিষ্ট আছে। তস্যা ব্যুৎপত্তির্যথা—

প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যাদেবী প্রকৃতিঃ সাপ্রকীর্ত্তিতা॥
গুণে প্রকৃষ্টে সত্বেচ প্রশব্দোবর্ত্ততে শ্রুতৌ।
মধ্যমোরজ সিকৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ॥
ত্রিগুণাত্ম স্বরূপায়া সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা।
প্রধানা সৃষ্টি করণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে॥
প্রথমে বর্ত্ততেপ্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টি বাচকঃ।
সৃষ্টেরাদ্যা যতোদেবী প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥

প্রকৃতি শব্দের ব্যুৎপত্ত্যর্থ উক্ত হইয়াছে। প্রশব্দ প্রকৃষ্ট বাচক, কৃতিশব্দ সৃষ্টি বাচক, সৃষ্টি বিষয়ে যে দেবী প্রকৃষ্টা তিনি প্রকৃতি নামে কথিতা। প্রশব্দ প্রকৃষ্ট সত্বগুণ বাচক। মধ্যম কৃশব্দ রজো গুণ বাচক। তিশব্দ তমোগুণ বাচক। সর্ব্বশক্তি সমন্বিতা ত্রিগুণাত্মিকা সৃষ্টি করণে যিনি প্রধানা, তিনি প্রকৃতি নামে কথিতা। প্রশব্দ প্রথম বাচক, কৃতিশব্দ সৃষ্টি বাচক, সৃষ্টির আদি যিনি তিনি প্রকৃতি বলিয়া অভিহিতা। দর্শনকার বলিয়াছেন—

মূলা প্রকৃতির বিকৃতি মর্হদাদ্যাঃ প্রকৃতি বিকৃতয়ঃসপ্ত।

সকলের মূলীভূতা, আদিভূতা যে প্রকৃতি তিনি বিকার শূন্যা, মহত্বত্বাদি যে সপ্ত পদার্থ, তাহারা প্রকৃতি এবং বিকার ভাবাপন্না। প্রকৃতির বিকার মহত্তত্ব, মহত্তত্ব হইতে অহঙ্কার, বিকার রূপে উৎপন্ন। সুতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহত্তত্ব। অহঙ্কার হইতে আকাশাদি পরস্পর ক্রমশঃ একের প্রকৃতি, অন্যের বিকৃতি।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে। প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী। তুমি সকলের প্রকৃতি এবং সত্ব রজ তমোগুণোৎপাদিকা।

হেতুঃ সমস্ত জগতাং ত্রিগুণাপি দোষৈর্নজ্ঞায়
সে হরি হরাদিভিরপ্যপারা
সর্ব্বাশ্রয়াখিলমিদং জগদংশভূত মব্যাকৃতাহি
পরমা প্রকৃতি স্ত্বমাদ্যা।

তুমি সমস্ত জগতের উদ্ভব ক্ষেত্র, সত্ব রজ তম এই গুণত্রয় তোমার স্বরূপ। তোমার মহিমার পার নাই, হরি হরাদিরাও তোমার প্রকৃত স্বরূপ জ্ঞাত নহেন। রাগাদি দোষ সমস্ত তোমার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। তুমি সকলের আশ্রয়, এই অখিল জগৎ তোমারই অংশ। তোমার জন্ম নাই মৃত্যুও নাই। তুমিই আদ্যা ও পরমা প্রকৃতি।

এই প্রকৃতিই নিত্যানাম্নী। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

নিত্যৈব সাজগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদংততং।
তথাপি তৎসমুৎপত্তির্ব্বহুধা শ্রুয়তাং মম॥
দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা।
উৎপন্নেতি তদালোকে সানিত্যাপ্যাভধীয়তে॥

সুরথ রাজাকে মেধসমুনি বলিয়াছেন, সেই দেবী নিত্যাই বটে, জগৎ তাঁহার মূর্ত্তি, সেই শক্তিদেবী কর্ত্তৃক এই সকল জগৎ বিস্তৃত, তথাপি তাঁহার সম্যক উৎপত্তি বহুপ্রকার আমার নিকট শ্রবণ কর। দেবতাদিগের কার্য্য সিদ্ধ্যর্থ সেই শক্তিদেবী যে সময়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন, সেইকালে এই লোকে তিনি নিত্যা হইয়া ও উৎপন্না বলিয়া অভিহিতা। নিত্যা লক্ষণ নিত্যাতন্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—

ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবাদীনাং ভবোযস্যা নিজেচ্ছয়া।
পুনঃ প্রলীয়তে যস্যাংনিত্যাসা পরিকীর্ত্তিতা॥

যাহার নিজেচ্ছা হেতু ব্রহ্মাদি কীট পর্য্যন্ত ভূতের উৎপত্তি হয় এবং যাহাতে ঐ সকল ভূত লয়প্রাপ্ত হয় তিনি নিত্যা নামে খ্যাতা।

সকল বস্তুর আদিভূতা প্রকৃতিই মহাশক্তি রূপা প্রকৃতি আর শক্তি একই কথা, প্রকৃতিই সকল বস্তুর শক্তি স্বরূপা। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত আছে—

যচ্চকিঞ্চিৎক্কচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যাশক্তিঃ সাত্বং কিংস্তূয়সেতদা॥

হে অখিলাত্মিকে! হে সর্ব্বস্বরূপে। যে কোন স্থানে যে কোন সদ সদ্বস্তু আছে, সেই সকল বস্তুর যে শক্তি সেই শক্তি তুমি। তোমার আর একটা স্তব কি? সেই শক্তি জগদ্ব্যাপিনী মহতী শক্তি। শাস্ত্রে উক্ত আছে—

যথাহরির্জগদ্ব্যাপী তস্যশক্তিস্তথানঘ।
দাহশক্তির্যথাঙ্গারে স্বাশ্রয়ংব্যাপ্য তিষ্টতি॥

হে অনঘ! হে নিষ্পাপ! হরি যে প্রকার বিশ্বব্যাপক তাঁহার শক্তিও বিশ্বব্যাপিনী, যে প্রকার অঙ্গারে দাহশক্তি অর্থাৎ অগ্নির

দাহিকা শক্তি স্বাশ্রয়, স্বকীয়াশ্রয় অগ্নিকে ব্যাপিয়া স্থিতা আছেন। দেবী সূক্ত মধ্যে সেই প্রকৃতি দেবীই বলিয়াছেন—

অহংশক্তি রহংবিষ্ণু রহংব্রহ্মা হরস্তহং।
ব্যাপ্নোমীদং জগৎসর্ব্বং মত্তোনান্যৎ ক্বচিদধ্রুবং॥

আমি শক্তি এবং আমি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব আমি সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছি, আমা হইতে অন্য কোন স্থানে কিছুই নাই ইহা নিশ্চিত।

অতএব এই শক্তি সর্ব্বভূতে পৃথক পৃথক রূপে প্রতীয়মানা হইতেছেন। যে শক্তি বলে জগতের কার্য্য চলিতেছে, সেই শক্তি ঐ মহাশক্তির অংশভূতা। যে প্রকার আকাশ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন পেতীয়মাণ হয়, ঘট মধ্যস্থিত আকাশ, ঘটাকাশ, মঠ মধ্যস্থ আকাশ, মঠাকাশ, গৃহ মধ্যস্থ আকাশ গৃহাকাশ রূপে অভিহিত, ঐ ঘট, মঠ, গৃহ বিনষ্ট হইলে ঐ আকাশ মহাকাশে লীন হয়।

যথাকাশো হৃষিকেশোনানোপাধিগতোবিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্ন বদ্ভাতিতন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ॥
ইতি অদ্বৈতবাদে শঙ্করাচার্য্যোক্তং প্রমাণং।

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা। ইতি চণ্ডী

যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

যদ্যদ্বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদূর্জিত মেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মমতেজোংশ সম্ভবং॥
অথবা বহুনৈতেন কিংজ্ঞাতে নতবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহ মিদংকৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতোজগৎ॥ গীতা।

যে যে ঐশ্বর্য্য ও শ্রীযুক্ত সত্ব দেখিতেছ অথবা প্রভাব বলাদি গুণ দ্বারা সমৃদ্ধ যাহা যাহা আছে, তাহা তাহাই আমার প্রভাবের অংশ

সম্ভূত বলিয়া জানিবা। অথবা হে অর্জ্জুন বহু জানিবার আবশ্যক নাই, এই সমস্ত জগৎ আমি একাংশে ধরিয়া অবস্থিত আছি অর্থাৎ আমি ভিন্ন আর কিছুই নাই।

অতএব উপাধি ভেদে সেই মহাশক্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মানা হইতেছেন। উপাধি বিনাশ হইলে উপাধিস্থিত শক্তি ঐ মহাশক্তিতে লীনা হয়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে দেবী মাহাত্ম্যে কথিত আছে, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি শক্তি হইতে সমুৎপন্না হইয়াছিলেন। পরে ঐ মহাশক্তিতেই লীনা হইয়াছিলেন। আদ্যাশক্তি দেবী বলিয়াছিলেন—

এৈকবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়াকামমাপরা।
পশ্যৈতাদুষ্টময্যেববিশন্ত্যোম দ্বিভূতয়ঃ॥
ততঃ সমস্তা স্তাদেব্যো ব্রহ্মাণী প্রমুখালয়ং।
তস্যা দেব্যাস্তনৌজগ্মুরেকৈবাসীত্ত্ব দাম্বিকা॥

হে দুষ্টশুম্ভ এই জগতে আমার অপরা দ্বিতীয়া আর কে, আমার বিভূতি, ঐশ্বর্য্য, ব্রহ্মাণী প্রভৃতি আমা হইতে সমুৎপন্না, আবার আমাতেই প্রবেশ করিতেছে। তুমি দর্শন কর। তৎপর ব্রহ্মাণী প্রভৃতি সমস্ত শক্তি সেই মহাশক্তি দেবীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইলেন। সেই সময়ে অম্বিকানাম্নী মহাশক্তি একাই ছিলেন। যে শক্তিবলে জগতের কার্য্য চলিতেছে, যে শক্তিবলে হনুমান অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে অগস্ত্যমুনি গণ্ডূষোদক পান মাত্রে সমুদ্র শোষণ করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে নল নীল প্রভৃতি বানরগণ পর্ব্বতশ্রেণী দ্বারা সাগর বন্ধন করিয়াছিলেন, যে শক্তিবলে ইন্দ্রাদি দেবগণ ইন্দ্রত্বাদিপদ লাভ করিয়াছেন, যে শক্তিবলে

ময়দানবাদি সভানির্ম্মাণাদি শিল্প কার্য্যাদি বিশারদ, এমন কি যে শক্তবলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে সমর্থ। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে—

সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোস্তুতে॥

হে সনাতনি! হে নিত্যে! সৃষ্টিস্থিতি বিনাশের শক্তি স্বরূপে! হে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই ত্রিগুণের আশ্রয় রূপে! "হে ত্রিগুণাত্মিকে! হে নারায়ণি! তোমার উদ্দিশ্যে নমস্কার করি। শক্তিই সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্ত্রী স্পষ্টরূপে উক্ত আছে —

তয়ৈবধার্য্যতে সর্ব্বং তয়ৈতৎসৃজ্যতে জগৎ।
তয়ৈতৎ পাল্যতে দেবিত্ব মৎস্যন্তে চ সর্ব্বদা॥
বিসৃষ্টৌ সৃষ্টিরূপাত্বং স্থিতিরূপাচ পালনে।
তথা সংহৃতি রূপান্তে জগতোস্য জগন্ময়ে॥

সেই মহাশক্তিই সমস্ত চরাচরজগৎ ধারণ করিতেছেন এবং সৃষ্টিস্থিতি সংহার করিতেছেন। হে জগৎ স্বরূপে! এই জগতের সৃষ্টি পালন এবং অন্ত বিষয়ে তুমি সৃষ্টিস্থিতি সংহার রূপা এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবও ঐ মহাশক্তি মহামায়া হইতেই সমুদ্ভূত হইয়াছেন।

বিষ্ণুঃ শরীর গ্রহণ মহমীশানএবচ।
কারিতাস্তে যতোতস্ত্বাং কঃ স্তোতুংশক্তিমান্ ভবেৎ॥

ব্রহ্মা বলিয়াছেন হে দেবি! বিষ্ণু আমি ব্রহ্মা ও শিব তোমা হইতে শরীর গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং তোমাকে স্তব করিতে কোন ব্যক্তি সমর্থ।

যাদেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।

যে দেবী সর্ব্বভূতে শক্তিরূপে অবস্থিতা। বাস্তবিক সৃষ্টি স্থিতি লয়ের শক্তিই কারণ। গীতায় কথিত হইয়াছে--

অজোপিসন্নব্যয়াত্মা দেবানামীশ্বরোপিসন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্ম মায়য়া॥

শারদায়ামপি।

সচ্চিদানন্দ বিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তি স্ততোনাদোনাদাদ্বিন্দু সমুদ্ভবঃ॥
তত্র সকলাৎ কলাযুক্ত শক্তিমত ইত্যর্থঃ।

বামকেশ্বরতন্ত্রেপি।

পরোপিশক্তি রহিতঃ শক্তঃকর্ত্তুং নকিঞ্চন।
শক্তস্তুপরমেশানি শক্ত্যাযুক্তো ভবেদযদি॥

অতএব শক্তিহীন হইয়া কোন ব্যক্তিই এমন কি শিবও কোন কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ নহেন। কিম্বদন্তী আছে যে, এক দিবস ৺কাশীধামে দশাশ্বমেধ ঘাটে শৈব শঙ্করাচার্য্য যোগাসনে একাগ্র-মনে শিবোপাসনা করিতেছেন। ঐ সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব শিব আত্মাশক্তি মহামায়া ভগবতীকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন, হে প্রিয়ে! ঐ দেখ আমার প্রিয় অতিশয় ভক্ত, শঙ্কর আমাকে একান্ত ভক্তিভাবে ডাকিতেছে। ভগবতী বলিলেন, দেব! কি বলিলেন! শঙ্কর কি কেবল তোমার ভক্ত? শিব বলিলেন, শঙ্কর আমার মাত্র ভক্ত, অন্য দেবতাকে জানে না। শক্তি বলিলেন, তবে দেখা যাউক, এই বলিয়া শঙ্করের শক্তি অপহরণ করিলেন। তদ্দর্শণে শিব শঙ্করের দুর্দ্দশায় দুঃখিত হইয়া শঙ্করের প্রতি কৃপালিঙ্গিত দৃষ্টিপাত করতঃ শক্তিকে অনুরোধ করিলেন; হে মহাশক্তি! তুমি শঙ্করকে কৃপা

বলিতে পারে এইরূপ যৎকিঞ্চিৎ শক্তি প্রদান কর, নচেৎ তোমাকে কিরূপে স্তব করিবে। মহাশক্তি শিবের অনুরোধে তৎক্ষণাৎ বাক-শক্তি দান করিলেন এবং অতি বৃদ্ধা রমণীর বেশ ধারণ পূর্ব্বক যষ্ঠিতে ভর করিয়া ধীরে ধীরে শঙ্করের নিকটবর্ত্তিনী হইয়া বলিলেন, "যোগিবর! তোমার এই অবস্থা কিসে হইল?" তখন শঙ্করাচার্য্য বলিলেন "মাগো! আমার পিপাসায় কণ্ঠাগত প্রাণ আমাকে একটু জল দান করুন।" বৃদ্ধা বলিলেন "বাপু শঙ্কর! হস্ত প্রসারণ করিলেই জল খাইতে পার, তোমার নিকটেইত জল আছে।" শঙ্কর বলিলেন মা! আমারত শক্তি নাই, আমি যে জল আনিয়া খাইতে পারি, তখন জগদম্বা বলিলেন, বাপু শঙ্কর! তুমি কি শক্তি মান? তুমিত শক্তি মান না, তোমার আবার শক্তি নাই এই কি কথা! এই বলিয়া জগদম্বা অদৃশ্যা হইলেন, শঙ্করাচার্য্য এই অলৌকিক আশ্চর্য্য ঘটনাতে দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন এবং ঐ সময়েই শক্তিরূপা জগদম্বাকে সুপ্রসন্না করার অভিপ্রায়ে স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন, ঐ শ্লোক সমূহ পূর্ণগ্রন্থ আনন্দলহরী নামে অভিহিত হইয়াছে, তাহার প্রথম শ্লোক লিখিত হইল।

শিবঃশক্ত্যাযুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং।
নচেদেবং দেবোনখলুকুশলঃ স্পন্দিতুমপি॥
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি।
প্রণন্তুংস্তোতুংবা কথমকৃত পুণ্যঃ প্রভবতি॥

শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন তবে প্রভু হইতে শক্ত হয়েন। শক্তি-যুক্ত না হইয়া স্পন্দন করিতেও সমর্থ হয়েন না। অতএব ব্রহ্মা বিষ্ণু, শিবাদিরও আরাধ্যা যে তুমি তোমাকে পুণ্য বিহীন ব্যক্তি

প্রণাম বা স্তব করিতে কোন প্রকারে সমর্থ হয় না। নহ্যমূলা জনশ্রুতিঃ। জনশ্রুতি অমূলক নহে।

এইক্ষণ আমাদের দেখিতে হইবে যে, সেই আদ্যা শক্তিকে কিরূপে আপ্যায়িতা ও সন্তুষ্টা এবং সুন্দররূপে তৃপ্তা করা যায়, সেই মহাশক্তি তৃপ্তি লাভ করিয়া সন্তুষ্টা ও আপ্যায়িতা হইলে আমাদের শরীরস্থ শক্তি প্রবলা হইবে। আমরা সেই প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া অসাধ্য কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হইব।

মর্ত্ত্যলোকে দেখা যায় আদর্শ পুরুষ সূর্য্যবংশ সম্ভূত রামচন্দ্র দেব রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ রাবণকে বিনাশ কামনায় রাবণ হইতে প্রবল শক্তি সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক বিবেচনায় সেই মহাশক্তির তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। কি কার্য্য করিয়া ছিলেন, শরৎকালে অকাল বোধন পূর্ব্বক আদ্যাশক্তি ভগবতী দুর্গাদেবীর পূজা করিয়াছিলেন, ঐ পূজায় তিনি তৃপ্তা ও সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন, তজ্জন্য শ্রীরামচন্দ্র প্রবল শক্তি সম্পন্ন হইয়া সবংশে রাবণকে ধ্বংস করিয় ছিলেন। ঐ শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মাত্মিকা। দুর্গোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে—

শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্মময়ীশুভা।
তাং তিথিত্রয় মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ॥

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য চতুঃকর্ম্মময়ী এই শব্দটির বিবরণ করিয়াছেন, চতুঃকর্ম্মময়ীতানেন স্নপন, পূজন, বলিদান, হোমরূপা। স্নান, পূজা, বলিদান, হোমরূপ চারিটি কার্য্য মহাপূজা শব্দের অর্থ। অতএব মহাপূজা করিতে হইলে বলিদানের আবশ্যক। রামচন্দ্র শত্রু রাবণবধ কামনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। আমরাও শত্রু ক্ষয়াদি নানাবিধ কামনা অর্থাৎ কামনা মাত্র প্রায়ই বাকি থাকে

না। যতদূর আমাদের ইচ্ছা তাহাই করিয়া ঐ মহাত্মা রামচন্দ্রের মহাপূজার অনুকরণ করিয়া থাকি এবং মহানবমীর দিন আমরা নররূপী শত্রু বলিদানে অসমর্থ বিধায় এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ হেতু মনুষ্য শত্রুর অনুকল্প তণ্ডুলচূর্ণ (পিষ্টক) নির্ম্মিত শত্রু প্রস্তুত করিয়া বলিদান করিয়া থাকি।

রাজা নরবলিং দদ্যান্নান্যোহি পরমেশ্বরি।
সিংহ ব্যাঘ্র নরান্দত্বা ব্রাহ্মণোনরকং ব্রজেৎ॥

রাজাই নরবলি দান করিবেন, অন্য কোন ব্যক্তিই নরবলিদানে অধিকারী নহেন। সিংহ ব্যাঘ্র নরবলি দান করিয়া ব্রাহ্মণ নরকগামী হইবে। দুর্গোৎসবতত্ত্বে আরও লিখিত আছে—

মৎস্য মাংসোপহারেণ দদ্যান্নৈবেদ্য মুত্তমং।
তেনৈব বিধিনান্নস্তু স্বয়ংভুঞ্জীত নান্যথা॥

মৎস্য মাংসোপহার দ্বারা উত্তম নৈবেদ্য দিবে। সেই মৎস্য মাংস সহিত বিধান ক্রমে স্বযং অন্ন ভোজন করিবে অন্যথা ভোজন করিবে না। এইক্ষণ দেখিতে হইবে যে কামনা বিশিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক যখন শারদীয়া মহাপূজা হইয়া থাকে এবং সামিষ নৈবেদ্য দ্বারা পূজা বিধান তখন ঐ কামনা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণ মধ্যে কোন গুণ হইতে সমুদ্ভূতা। উক্ত তত্ত্বে লিখিত আছে, রাজসী পূজায় বলিদান ও আমিষ নৈবেদ্য ব্যবস্থা।

শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।
সাত্তিকী রাজসীচৈব তামসী চেতিতাঃশৃণু॥
সাত্তিকী জপ যজ্ঞাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।
মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদি সুকীর্ত্তিতং॥

পাঠস্তস্য জপঃপ্রোক্তঃপঠেদ্দেবী মনাস্ততঃ।
রাজসী বলিদানেন নৈবেদ্যৈঃ সামিষৈস্তথা॥
সুরা মাংসাদ্যুপহারৈর্জপযজ্ঞৈর্বিনাতুযা।
বিনামন্ত্রৈস্তামসীস্যাৎ কিরাতানান্তু সম্মতা॥

রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃকই রাজসী মূর্তির রাজসী পূজা হইয়া থাকে। রজোগুণ বিশিষ্ট পুরুষ কর্তৃক পূজা এই জন্য রাজসী পূজা। রজোগুণ হইতেই কামনা, অভিলাষ, ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—

কামএষ ক্রোধএষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ।

কাম, অভিলাষ, ক্রোধ, রজোগুণ সমুৎপন্ন। যখন অসুরাদি বধার্থ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ক্রোধযুক্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছেন তখন রাজসী মূর্ত্তি ভিন্ন আর কি? ক্রোধ রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হয়। ভগবতীর নিকট প্রার্থনা মন্ত্রেও আমরা সেই রজোগুণ সমুদ্ভব কামনা করি।

ওঁরাবণস্য বধার্থায় রামস্যানুগ্রহায়চ।
অকালে ব্রহ্মণাবোধো দেব্যাস্ত্বয়িকৃতঃপুরা॥
অহমপ্যাশ্বিনে ষষ্ঠ্যাং সায়াহ্ণে বোধয়াম্যতঃ।
শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তুং তস্মাদহং ত্বাং প্রতি বোধয়ামি॥
যথৈব রামেণ হতোদশাস্যস্তথৈব শত্রূন্‌বিনি পাতয়ামি॥

রাবণের বধার্থও রামচন্দ্রের প্রতি অনুগ্রহার্থ, ব্রহ্মা অকালে (দক্ষিণায়ণে, দেবতাদিগের রাত্রিকালে) হে দেবি তোমার বোধন কার্য্য করিয়াছিলেন। এই হেতু আমিও আশ্বিন মাসে ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে তোমার বোধন কার্য্য করিতেছি। যে প্রকার রামচন্দ্র

দশমুখ রাবণকে বধ করিয়াছিলেন, আমিও সেই প্রকার শত্রুগণকে বিশিষ্টরূপে নিপাত করিব।

আমরা রাজসিক কর্ত্তা, কাম্য কর্ম্মেই রত, সুতরাং ভগবতীকে সন্তুষ্টা করিতে পারিলে কাম্যফল প্রাপ্ত হইব। ভগবতীকে বলিদান করা আবশ্যক পুরাণে উক্ত আছে—

অষ্টম্যাং ছাগসঙ্ঘৈর্বিবিধ বলিফলৈর্ভীমতূর্য্যাদি ঘোষৈঃ।
চণ্ডীংমুণ্ডৈর্নবম্যাং শ্রুতরুধিরজলৈঃ পাতিতানাং পশূনাং॥
প্রাতঃকালে দশম্যাং শ্রবণমুপগতে বর্জয়েদীশপত্নীং।

অষ্টমী তিথিতে নানাবিধ বাদ্যোদ্যম পূর্ব্বক ছাগ সমূহ বলিদান করিবে। নবমী তিথিতে পাতিত পশুর শ্রুত রুধির ও মুণ্ডদ্বারা চণ্ডীকে তৃপ্তা করিবে। স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন পশুঘাত পূর্ব্বক রক্ত শির্ষয়োর্ব্বলিত্বং। আরও লিখিত আছে—

নবম্যাং বলেরাবশ্যকত্বাদ্বলির্দাতব্যেতি।

বলির আবশ্যকতা হেতু নবমী তিথিতে বলিদান করা কর্ত্তব্য। কারণ নবমীর পর বিজয়া দশমীতে বলিদান নিষেধ, সুতরাং আর সাবকাশ নাই, বলিদান না করিলেও চতুঃকর্ম্মাত্মিকা মহাপূজা হয় না, সুতরাং নবমী তিথিতে অবশ্যই বলি দিতে হইবে।

বিজয়াদশমীমধিকৃত্য।
দশম্যাং দীয়তে যত্র বলিদানন্তু মানবৈঃ।
তদ্রাষ্ট্রং নাশমায়াতি মরকোপদ্রবৈঃস্ফুটং॥

যে রাজ্যে বিজয়া দশমীতে বলিদান করা হয়, সেই রাজ্য মরক রূপ উপদ্রবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। বিশেষ সেই ভগবতী আদ্যাশক্তির সন্তোষ সাধনে ছাগ মহিষাদি বলিদান করা প্রয়োজনীয়।

অজস্ত দশবর্ষাণি রুধিরেণ স্থতর্পিতা।
মাহিষেণ শতংবীর তৃপ্তা ভবতি চণ্ডিকা॥

অজ রুধির দ্বারা দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত সুন্দর রূপে তৃপ্তা থাকিবেন, মহিষ রুধির দ্বারা শতবর্ষকাল যাবৎ তৃপ্তা হন। যদি কেহ বলেন, রুধির যে পান করেন তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। বাস্তবিক তিনি মাংস রুধির ভক্ষণ, পান, করেন না। ইহার উত্তর বিষ্ণুপুরাণ টীকায় স্পষ্টরূপ শ্রুতি প্রমাণ লিখিত হইল।

ন হবৈ দেবা অশ্নন্তি ন পিবন্তিবা।
এত দেবামৃতং দৃষ্ট্বা তৃপ্যন্তি।

দেবতারা ভক্ষণ করেন না, অমৃতও পান করেন না, দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন। যদি কেহ আপত্তি করেন যে, উল্লিখিত রজো-গুণ হইতে কামনা, কামনা বিশিষ্ট পুরুষ কর্ত্তৃক যে পূজা তাহা রাজসী পূজা, রাজসী পূজায় বলিদান, বলিদান জীব হিংসাত্মক, সেই জীব হিংসা তমোগুণ হইতে সমুদ্ভূতা, সুতরাং উক্ত পূজা রাজসী পূজা নহে। বলিদানও অনাবশ্যক। অগ্নি পুরাণে ইহার প্রমাণ।

শরীরে ভস্মসাদ্ভূতে প্রতিবিম্বঃ সচাত্মনঃ।
জীবস্তত্রান্তরীক্ষস্থ উবাচ বিনয়ং বিভুং॥
সদ্ভক্তির্বাকদ্ভক্তির্বা কোপঃ সন্তোষ এবচ।
কাৎর্স্ন্যং স্থূলঞ্চ নাশশ্চ দৃশ্যাদৃশ্যং সমুদ্ভব॥
সর্ব্বং শরীর ধর্ম্মঞ্চ ন জীবস্য ন চাত্মনঃ।
সত্ত্বং রজ তম ইতি শরীরং ত্রিগুণাত্মকং॥
কিঞ্চিৎ সত্বাতি রিক্তঞ্চ কিঞ্চিদেব রজোধিকং।
তমোতিরিক্তং কিঞ্চিচ্চ ন সমং কুত্র চিন্মুনে॥

সত্ত্বাদ্দয়াচ মুক্তীচ্ছা কর্ম্মেচ্ছাচ রজোগুণাৎ।
তমোগুণাজ্জীবহিংসা কোপোহঙ্কার এবচ॥
কোপাৎ কদুক্তির্নিয়তং কটুক্ত্যা শক্রতাভবেৎ।
তয়াচাপ্রিয়তাসত্বঃ শক্রঃ কঃ কস্তভূতলে॥
কোবাপ্রিয়ঃ প্রিয়োবাকঃ কোমিত্রঃ কোরিপুর্ভুবি।
ইন্দ্রিয়াণিচ জীবানি সর্ব্বত্র শক্র মিত্রয়োঃ॥

সত্ত্বগুণ হইতে মুক্তীচ্ছা, রজোগুণ হইতে কর্ম্মেচ্ছা, তমোগুণ হইতে জীবহিংসেচ্ছা হইয়া থাকে। অনাবশ্যকতা বিধায় সমস্ত বচনেব অর্থ লিখিত হইল না। তমোগুণ হইতে জীবহিংসা উৎপত্তি হয় বটে কিন্তু রাজসী পূজায় যে বলিদান উক্ত হইয়াছে তাহা হিংসা নহে। বৃহন্নীলতন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে।

ভূত হিংসা ন কর্ত্তব্যা পশু হিংসা বিশেষতঃ।
বলিদানং বিনা দেব্যা হিংসাং সর্ব্বত্র বর্জ্জয়েৎ॥
বলিদানায় যা হিংসা ন দোষায় প্রকীর্ত্তিতা।
বলিদানায় হিংস্যাচ্চ সদা দেবি মহাপশূন্॥
ইতি বেদ বিদা দেবি সিদ্ধান্তঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
বেদ সম্মত সিদ্ধান্তঃ মমমাপিচ সম্মতঃ॥
পশুযাগে মহেশানি পশুংহন্যান্ন স শয়ঃ।
সাহিংসা নিন্দিতা বেদৈর্যাচ বৈধেতবাভবেৎ॥
বৈধ হিংসাচ কর্ত্তব্যা সংশয়োনাস্তিকশ্চন।

বৃহন্নীল তন্ত্রে ষষ্ঠ পটলে শ্রীমহাদেব শাক্তাচার মধ্যে বলিয়াছেন, ভূত হিংসা করিবে না, বিশেষ পশু হিংসা করা নিতান্ত অবিধেয় দেবীর বলিদান ভিন্ন যে হিংসা তাহা পরিত্যাগ করিবে। বলিদানার্থ

যে হিংসা তাহা দোষার্থ কথিতা নহে। হে দেবি। বলিদানার্থ মহা পশুও হিংসা করিবে। এই বেদ বেত্তাদিগের সর্ব্ব সম্মত সিদ্ধান্ত। বেদ সম্মত যে সিদ্ধান্ত, তাহা আমারও সম্মত। হে মহেশানি। পশু যাগে পশুবধ করিবে ইহাতে সংশয় নাই, যে হিংসা বিধি বোধিতা নহে তাহা বেদে নিন্দিতা বলিয়া কথিতা। বেদ বোধিতা হিংসা করিবে তাহাতে কোন সংশয় নাই। ছাগপশুর উৎসর্গ মন্ত্রে লিখিত আছে—

যজ্ঞার্থে পশবঃ সৃষ্টা যজ্ঞার্থে পশু ঘাতনং।
অতস্ত্বাং ঘাতয়িষ্যামি তস্মাদযজ্ঞে বধোঽবধঃ॥

যজ্ঞের নিমিত্ত পশু সৃষ্ট হইয়াছে, যজ্ঞের জন্য পশুঘাত করা কর্ত্তব্য, এইহেতু তোমাকে আমি বধ করি, সেইহেতু যজ্ঞে বধ অবধ অর্থাৎ বধ জন্য প্রত্যবায় জনক নহে। দুর্গোৎসবতত্ত্বে বৈধ হিংসা কিচারে উক্ত হইয়াছে—

বিধি বোধিত হিংসাতিরিক্ত হিংসা নিষিদ্ধা।
মাহিংস্যাং সর্ব্বাভূতানীত্যত্র সর্ব্বশব্দ স্যসামান্যার্থ-
ত্বাএতদ্বিধি মনুর্ব্বজ্যা বায়ব্যাং শ্বেতং ছাগলমালভেত
ইত্যাদি বিধের্বিষয়াপ্রাপ্তে বগত্যাবৈধাতি রিক্তহিংসা বিষয়ত্বং॥

স্যাৎপ্রাণ বিয়োগফলক ব্যাপারো হননংস্মৃতং।
রাগাদ্দ্বেষাৎ প্রমাদাদ্বাস্বতঃ পরতঃ এববা॥

রাগ হেতু, দ্বেষ হেতু, প্রমাদ হেতু, আপনা হইতে অথবা পর হইতেইবা হউক প্রাণবিয়োগ ফলক ব্যাপারের নাম হিংসা। দেবোদ্দেশে যে হিংসা বাস্তবিক তাহা রাগ দ্বেষ প্রমাদ হেতু নহে, সুতরাং তাহা হিংসা মধ্যে গণ্য নহে।

পণ্ডিতাভিমানী কোন কোন ব্যক্তি বলেন যে, যিনি জগন্মাতা

অর্থাৎ জগৎস্থিত সমস্ত জন্তুর মাতা, তিনি মাতা হইয়া কিপ্রকারে সন্তানের রক্তমাংসে সন্তুষ্টা হইতে পারেন। পশুরুধির মাংসে শক্তি দেবী সন্তুষ্টা এই বাক্য অলীক ও অসম্ভব। মর্ত্ত্যলোকে সাধারণ মনুষ্য দ্বারা যাহা সম্ভব হয় না, দয়ার্দ্রচিত্তা দেবতা দ্বারা তাহা কি সম্ভব হইতে পারে, কদাচ তাহা সম্ভব নহে।

এই বিষয়ে আমরা বলিতেছি যে, ছাগাদি রুধির মাংস দ্বারা যে দেবী সন্তুষ্টা হয়েন তাহা হিংসা করা নহে, ঐ ছাগাদি পশুর প্রতি দেবীর যথেষ্ট দয়া করা হয় এবং বলিদান কর্ত্তাবও ঐ পশু সমূহের বিশেষ উপকার করা হয়, কারণ আদ্যাশক্তি জগদ্ধাত্রী দয়াবতী ভগবতী দয়া করিয়া ঐ পশুকে উদ্ধার মানসে তাহার রুধির মাংস গ্রহণ পূর্ব্বক সন্তুষ্টা হইয়া তাহাকে লক্ষ লক্ষ বার পশু যোনিতে জন্ম নিবৃত্তি পূর্ব্বক স্বর্গে প্রেরণ করেন। কোন কোন পশুর বহু পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত সুকৃত ফলে তাহার রক্ত মাংস দেবতার গ্রাহ্য হইয়া থাকে নচেৎ প্রায় কাহারও অদৃষ্টে ইহা ঘটে না। ভগবতী দেবী এরূপ বিবেচনা করিয়া দয়া করেন যে, আহা! আমার সন্তান বহু পূর্ব্ব জন্মে আমার প্রিয় কার্য্য রূপ উপাসনা করিয়াছেন, সেই পুণ্য সঞ্চয় সঞ্চিত থাকিতেও ঘোরতর পাপোপার্জ্জন করিয়া পাপফলে পশু যোনিতে জন্ম ধারণ পূর্ব্বক অতিশয় দুঃখভোগ করিতেছে। অতএব ইহাকে আমার উদ্ধার করা কর্ত্তব্য। আর বহু লক্ষবার পশুযোনিতে ভ্রমণ করিতে না হয়। বলিদান কর্ত্তাও ঐ পশুর উদ্ধারের প্রযোজক হেতু পুণ্য সঞ্চয় করিতে সমর্থ হয়েন।

জলজা নবলক্ষাণি স্থাবরালক্ষবিংশতিঃ।
ক্রময়ো রুদ্রসংখ্যাতাঃ পক্ষিণাং দশলক্ষকং॥

ত্রিংশল্লক্ষাশ্চ পশবশ্চতুর্লক্ষাশ্চ মানুষাঃ।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিংততোহভ্যগাৎ॥

নয়লক্ষবার জলজন্তু, বিংশতি লক্ষবার স্থাবর জন্ম, একাদশলক্ষবার ক্রমি জন্ম, দশলক্ষবার পক্ষী জন্ম, ত্রিশলক্ষবার পশু জন্ম, চারিলক্ষবার মনুষ্য জন্ম হয়, সকল যোনি পরিত্যাগানন্তর ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডী মধ্যে শক্রাদি মাহাত্ম্যে ইন্দ্রাদি দেবতারাও উপরোক্ত যুক্তি মূলক স্তব করিয়াছেন। যথা—
সংগ্রাম মৃত্যু মধিগম্যদিবং প্রয়াস্ত মত্বেতি নূনমহিতান্ বিনিহংসিদেবি।
দৃষ্টৈব কিন্নভবতী প্রকরোতিভস্ম সর্ব্বাসুরানরিষুযৎ প্রহিণোসিশস্ত্রং॥
লোকান্ প্রয়ান্তুরিপবোপিহি শস্ত্রপূতাইত্থংমতির্ভবতি তেষ্বপি তেতিসাধ্বী।

হে দেবি! অসুরগণ সংগ্রামে মৃত্যু লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করুক, ইহা মনে করিয়া অহিতকারী দৈত্যদিগকে বিনাশ করিয়াছ, দৃষ্টিমাত্রে কি আপনি তাহাদিগকে ভস্ম করিতে পারিতেন না? তবে যে সকল অসুরদিগকে শস্ত্র প্রহার করিয়াছ তাহা কেবল হস্তস্থিত শস্ত্রে পবিত্র হইয়া পবিত্র স্বর্গলোকাদি গমন করুক, সেই শত্রুতেও তোমার এই প্রকার সাধ্বীমতি হইয়াছে। গায়ত্রী তন্ত্রং।

পূজনে সর্ব্বদেবানাং বলিদানং প্রশস্যতে।
বিনাবলি প্রদানেন যদি শক্তিং প্রপূজয়েৎ॥
শক্তি হত্যা মবাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যা পদে পদে।
শক্তি পূজাং বিনাভদ্রে যদি কৃষ্ণং প্রপূজয়েৎ॥
মাসি মাসি প্রদাতব্যং বলিদানং দ্বিজাতিভিঃ।
শুক্লাষ্টম্যাং বিশেষেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীং॥

উপোস্য বিধিবৎ পূজ্যগন্ধ পুষ্পাদিভিঃসুধীঃ।
একাদশী। কোটিফলং শুক্লাষ্টম্যা মুপোষণে॥
শুক্লাষ্টম্যাং বলিংদত্বা অশ্বমেধ ফলংলভেৎ।
শরৎকালে মহাষ্টম্যাং নচদদ্যান্মহাবলিং॥
প্রত্যহং যস্তুপূতাত্মা দদাতি বলিমুত্তমং।
শারদায়ৈ বলিংদদ্যান্ন হত্যানচ দূষণং॥
কৃষ্ণছাগদ্বয়ং ভদ্রে মহিষদ্বয়মেবচ।
মহাবলি রিতিপ্রোক্তো মহাষ্টম্যা পরিত্যজেৎ॥
শুদ্ধ সত্বাত্মকঃ শুদ্ধঃসত্ব নির্ম্মিত বিগ্রহঃ।
নমর্ত্ত্যঃ পরমেশানি বলিদান পরিত্যজেৎ॥
তত্রাহ পরমেশানি শুদ্ধসত্বাত্মকং শৃণু।
নিদ্রয়ারহিতো যস্তু ক্ষুত্তৃষ্ণা রহিত স্তথা॥
জ্ঞানশক্তি ময়োনিত্যঃ পরমানন্দ বিগ্রহঃ।
শুদ্ধসত্বাত্মকস্তেন কথ্যতে তন্ত্রকোবিদৈঃ॥
ইচ্ছাশক্তি রজোরূপা সাচসৃষ্টি স্বরূপিণী।
কথ্যতে রজোগুণস্তেন মুনিভিস্তন্ত্র দর্শিভিঃ॥
বৈষ্ণবী জ্ঞানশক্তির্যা সর্ব্বভূতে দয়াময়ী।
অতঃ সত্বগুণঃখ্যাতঃ কথ্যতে তন্ত্রকোবিদৈঃ।
অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ডং রজঃসত্বাত্মকংমতং।
কৃতেবলি প্রদানেচ চণ্ডীকায়ৈ প্রসন্নধীঃ॥
রজস্তমাত্মকং দেহংত্যক্ত্বা সত্বাত্মকোভবেৎ।
শুদ্ধসত্বাত্মকোভূত্বা মহাভোগ মবাপ্নুয়াৎ॥
বিনাবলি প্রদানেন কুতঃসত্বাত্মকোভবেৎ।

বলিভিঃ সাধ্যতে মুক্তির্ব্বলিভিঃ সাধ্যতে দিবং ॥
বলিভিঃ সাধ্যতে ধর্ম্মোঽর্থঞ্চ বলিভির্ভবেৎ ।
সগুণো যোনরো রাজা বলিংদত্বাদ্দশাব্দতঃ ॥
বলিদানং বিনা মাংসং যোভুঙেক্তঽজ্ঞান মোহিতঃ ।
গ্রাসে গ্রাসে মলংভুঙেক্ত শূকরস্ত নচান্যথা ॥
বলিদানং বিনাহত্যাং যঃ করোতি নরাধমঃ ।
অধমঃ কথ্যতে তেন মহাবৌদ্ধেতি কথ্যতে ॥
যস্ময়ঃ কুরুতে হত্যাং সতস্ত পরজন্মনি ।
কুকতেনাত্র সন্দেহঃ সত্যং সত্যং নচান্যথা ॥
রাজা শ্রীসুরথোনাম্না পুরাসীস্মাং সলুলোপঃ ।
ভুঙেক্তঽজ্ঞানতো মাংসং হত্বাচবিবিধান পশূন্ ॥
সরাজাতেন পাপেন পীড়িতঃ শত্রুভিঃ সদা ।
শত্রুণাপীড়িতোভূত্বা প্রযযৌ মেধসালয়ং ॥
প্রণম্য মেধসং রাজা বৃত্তান্ত বিনিবেদয়েৎ ।
কিংকরোমিক্ক গচ্ছামি অব্রবীৎ স পুনঃপুনঃ ॥
সমুনিস্তদ্বচঃ শ্রুত্বা আশ্বাস্য সুরথংনৃপং ।

মেধসউবাচ ।

কাচিন্তা রাজ শার্দ্দূল জপস্বৈকং মহামন্ত্রং ।
পঞ্চাক্ষরীং তস্যকর্ণে কথয়ামাস মেধসঃ ॥
তেপাপা কাকরূপাশ্চ নির্যযুঃ কর্ণগহ্বরাৎ ।
তান্দৃষ্ট্বা সুরথো রাজা উবাচ মেধসংমুনিং ॥
কিমেত ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যদি জানাসি মেবদ ।

মেধসউবাচ ।

বলিদানং বিনাহত্যা যাকৃতা মা সলালসাৎ।
তেপাপাঃ কাকরূপেণ নির্ষ প্তুব বিগ্রহাৎ॥
পঞ্চাক্ষর বলাদ্রাজন্ তেপাপা নিশ্চয় যযুঃ।
পশুহত্যা প্রমাণেন দিবসে দিবসে নৃপ॥
নিজ গাত্রস্থ রুধিরং দত্বাপাপং প্রমোচয়।
অধুনাভজ রাজেন্দ্র ভবানীং ভবমোচনীং॥
ভবানীং ত্রিদশারাধ্যাং চতুর্বর্গ প্রদায়িনীং।
তচ্ছ্রুত্বাবচনংতস্য স রাজা পূজনেরতঃ॥
যযৌ পরম যত্নেন ত্রিভির্বর্ষেণ সিদ্ধতাং।
সংপ্রাপ্য রাজ্য সুরথো বলিদান প্রভাবতঃ॥
বলিদানস্য মাহাত্ম্যং নহিবক্তুং ক্ষমোমম।
দিবসে দিবসে রাজা বলিংদত্বা সহস্রশঃ॥
বুভুজে পৃথিবীপালো মেদিনীং সাগরাবধিং।
লক্ষবর্ষ প্রমাণেন মেদিনীং বুভুজে নৃপ॥
ন শর্ম্মলেভে রাজা চ মনসা চিন্তিতঃ সদা।
প্রত্যহ বলিদানেন নজানে কি ভবিষ্যতি॥
এতস্মিন্নন্তরে আয়ান্নারদো নৃপ মন্দিরং।
পূজয়ামাস সুরথঃ সস্ত্রীকো নারদংমুনিং॥

সুরথউবাচ।

ত্বংহিবিপ্রদ্বিজশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারগঃ।
বিশেষং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বেদার্থং কথয় প্রভো॥

শ্রীনারদউবাচ।

বিশেষংশৃণু রাজেন্দ্র বেদধ্যানং সনাতনং।

ইত্যাগুভিধায়।

ছাগমেষাদিকং রাজন্ কৃতাদিযুগচতুষ্টয়ে।
বিশেষতঃ কলিযুগে প্রশস্ত নৃপনন্দনং॥
বহুভির্ব্বলিদানেন পূজয়েৎ ক্ষত্রজাতিকঃ।
সত্যেসকৃম্মহারাজ ত্রেতায়াং দ্বিগুণংতথা॥
দ্বাপরে ত্রিগুণংদদ্যাৎ কলৌচতুর্গুণংবলিং।
কৃতাদিস্বযুগে বিপ্রোবলিংদদ্যাদ শক্তিতঃ॥
কলিকালে মহারাজ দদ্যাদ্বিপ্রশ্চতুর্গুণং।
কৃষ্ণছাগদ্বয়ং রাজন্ তথাচ মহিষদ্বয়ং॥
সকৃদ্বলিবিদংপ্রোক্তং দরিদ্রে কেবলংসকৃৎ।
যথাবিভবমাত্রেণ বিত্তশাঠ্যং পরিত্যজেৎ॥

শ্রীসুরথউবাচ।

ব্রহ্মপুত্র নমস্তুভ্যং কৃপযাকথাত্যাংদ্বিজ।
কিমত্র পশুহত্যায়াং বলিদানেন ব্রাহ্মণ॥
ভবিষ্যতি মহাভাগ কৃপয়া সদ্বদংবদ।
দাসোস্মিতব বিপ্রেন্দ্র মনোমে দূয়তে সদা॥
ত্বমেবসংশয়চ্ছেত্তা সংশয়ং ছিন্ধিমেদ্বিজ।

নারদউবাচ।

ধন্যস্ত্বং সুরথোধন্যঃ শৈবস্ত্বংহিশিবঃ স্বয়ং।
শক্তিস্ত্বংহি স্বয়ংশক্তির্বিষ্ণুস্ত্বং বৈষ্ণবোত্তমঃ॥
ভবানী পূজনফলাদদ্যত্বং বৈষ্ণবাগ্রণীঃ।
অদ্যমে সফলং জন্ম তব দর্শণ মাত্রতঃ॥
প্রত্যহং তব রাজেন্দ্র অশ্বমেধ সহস্রশঃ।

ভবন্তি নিশ্চয়ংযজ্ঞা বলিদান প্রভাবতঃ ॥
কিংবহূক্ত্যা মহারাজ ত্বমেব বৈষ্ণবাগ্রণীঃ ।
যত্র যত্র পুরাণেষু নিষেধং কুরুতেবলেঃ ॥
তত্তদ্বৌদ্ধমতং রাজন্ নচ বেদেষুসম্মতং ।
যত্তু পুরঞ্জনাখ্যানে বলিদানং নিষিদ্ধ্যতে ॥
তত্তু বৌদ্ধমতং রাজন্ নচ বেদেষুসম্মত' ।
ত্রিবিধাবলয়ঃ প্রোক্তা উত্তমাধম মধ্যমাঃ ॥
উত্তমশ্চোত্তমংদগ্ধাম্মধ্যমো মধ্যমংস্তথা ।
অধমোপ্যধমংদগ্ধা দিত্যুক্ত স্ত্রিবিধোবলিঃ ॥
কৃষ্ণছাগদ্বয়ং রাজন্ মহিষদ্বিতয়ং তথা ।
শুক্লাষ্টম্যাঞ্চ শরদিনদাতব্যং কদাচন ॥
একোবাপ্যথবানেকঃ কুষ্মাণ্ডোদীয়তে যদি ।
অধমঃ কথ্যতে দেবি অধমেপ্যধমাগতিঃ ॥
দশসঙ্খ্যা' বলির্যত্র মধ্যমস্তেন কথ্যতে ।
সাত্বিকী উত্তমাপূজা যদ্দিদগ্বান্মহাবলিং ॥
অষ্টমী নবমী সন্ধৌদগ্বাদনন্তান্মহাবলিং ।
শতং সহস্রং লক্ষ' বা অযুতং কোটি কোটিশঃ ॥
শস্যতে নৃপতি শ্রেষ্ঠ সাত্বিকা পূজনে বলিঃ ।
একেন বলিদানেন চতুর্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥
বহুভির্ব্বলিদানৈশ্চ পরংব্রহ্ম ময়োভবেৎ ।
বহুভিলির্ব্বদানৈস্তু জপযজ্ঞৈস্তু ভূপতে ॥
ক্রিয়তে সাত্বিকী পূজা সাত্বিকীতেন কীর্ত্তিতা ।
দশভিঃ পশুভিঃ পূজা জপযজ্ঞৈস্তথৈবচ ॥

যাকৃতা শারদী পূজা রাজসীতেন কীর্ত্তিতা ।
বলিভিঃ পঞ্চভিঃ পূজা তামসীতেন কীর্ত্তিতা ॥
সাত্বিকী পূজনফলাৎ শুদ্ধসত্বাত্মকোভবেৎ ।
বেদেবৌদ্ধে বিবাদোস্তি বেদোক্তং প্রতিপালয়েৎ ॥
বৌদ্ধোক্তং রাজশার্দ্দূল দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ।
বৌদ্ধোবদতি রাজেন্দ্র ঈশ্বরোনাস্তি নাস্তিবৈ ॥
অহমেবেশ্বরঃ সাক্ষাৎ ইতি বৌদ্ধোঽব্রবীদ্বচঃ ।
দশদণ্ডাভ্যন্তরে রাজন্ ভোজনং স্বর্গমুচ্যতে ॥
কুতঃ স্বর্গঃ কুতোভোগোনষ্টঃ কোবাহতোনৃপ ।
ত্যক্ত্বা দেহংযযৌ শক্তির্মরণংতেন কথ্যতে ॥
ইতি বৌদ্ধস্য রাজর্ষে যথাবাক্য মলীকবৎ ।
যথাবহ্নেঃ শিখাধ্বংসঃ সর্ব্বেষাং ধ্বংস মুচ্যতে ॥
ইহৈব নরকঃ স্বর্গঃ কাকথা পরজন্মনি ।

নারদউবাচ ।

আত্মানন্দ ময়োজীবঃ কলাশ্রীরস্তরাত্মনঃ ।
সদাজীবেতি জীবেতি কথ্যতে তত্বদর্শিভিঃ ॥
তৎকথমাত্মনো ধ্বংসোবৌদ্ধবাক্যেন ভূপতে ।
শিখাধ্বংসমিতি ন্যায়াদিতি বৌদ্ধস্য মূর্খতা ॥
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিবৌদ্ধমতং সর্ব্বশাস্ত্রেষু পল্লবং ।
আদায় পল্লবমতং যস্তবেদাদি কংত্যজেৎ ॥
ইহজন্মনি পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বধর্ম্ম বহির্মুখঃ ।
সপাপী জায়তে প্রেতঃ পরজন্মনি নিশ্চয়ঃ ॥
চতুর্দ্দশগব্বযুতং বেদং নিত্যং সনাতনং ।

ষট্‌শাখা সহিতং বেদং তন্ত্রশাখা,ষড়ঙ্গকং ॥
অম্লান কুসুমং তত্র গায়ত্রীতত্ত্ব মদ্ভুতং।
ফলস্তস্য মহারাজ ব্রহ্মাণ্ড কোটি কোটিশঃ ॥
নিত্যং সনাতনং বৃক্ষংমূলং তস্যচ কুণ্ডলী।]
জ্ঞানাত্ম সহিতং রাজন্ মাতৃকাবীজ সংযুতং ॥
যে গুণাঃসন্তি ব্রহ্মাণ্ডে তস্য পত্রাণি নান্যথা।
একস্য বহবঃ পুত্রাঃ স্বধর্ম্ম প্রতি পালকাঃ ॥
তেষাং মধ্যে এক পুত্রশ্চৌর্য্যবৃত্তি রতঃসদা।
অগ্রাহ্যং চৌরবাক্যং তৎসাধু বাক্যং প্রশস্যতে ॥
চৌরোবৈ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং মধ্যে বৌদ্ধইতিস্মৃতঃ।
অতএব মহারাজ ন শাস্ত্রেপ্যেকবাক্যতা ॥
ধর্ম্মেবেদা মহারাজ প্রমাণং নিত্য মুচ্যতে।
ধর্ম্মে বিপর্য্যয়োবেদে বৌদ্ধবাক্যং যথা তথা ॥
অতো বৌদ্ধেতি রাজেন্দ্র গীয়তেতত্র কোবিদৈঃ।
বলিদানং বেদসিদ্ধং নিষিদ্ধং বৌদ্ধবাক্যতঃ ॥
বৌদ্ধবাক্যং পরিত্যজ্য বেদমার্গে প্রপূজয়েৎ।
নির্ম্মায় গোময়ং পিণ্ডং পৌষে পৌষ প্রপূজনং ॥
যেন যৎক্রিয়তে ধর্ম্মঃস্ত্রী সপর্য্যা পরম্পরা।
সর্ব্বং বেদময়ং রাজন্ তত্রনিন্দাং পরিত্যজেৎ ॥
অতএব মহারাজ শরীরে তব বিদ্যতে।
পশুহত্যা কৃতংপাপং মাংস ভক্ষণ কারণং ॥
বিদ্যতে তব যৎপাপং প্রায়শ্চিত্তং ব্রবীমিতে।
লক্ষছাগ বলিংদত্বা তৎপাপং মার্জ্জয়াধুনা ॥

ইত্যুক্ত্বা প্রযযৌ বিপ্রো নারদো ব্রহ্মনন্দনঃ।
ততঃ স্থরথ রাজর্ষিঃ সংপূজ্য বলিদানতঃ॥
নিষ্পাপঃ সুরথোভূত্বা স্ব শরীরোদিবংগতঃ।
সস্ত্রীকঃ স মহারাজঃ প্রযযৌ স্বর্গমন্দিরং॥
তথাপি সুরথস্কন্দো ববৃধে পথিপাপতঃ।
স্কন্ধেবিস্ফোটক মভুংক্কমি যুগ্মংনৃপস্যচ॥
বিস্ফোটক বিষজ্বালা ক্কমিজ্বালাথ জায়তে।
বলিদানং বিনাহত্যা জ্বালারূপা উপস্থিতা॥

দূতউবাচ।

ইয়ং মন্দাকিনী গঙ্গাস্নান মত্রকুরুক্রতং।
তচ্ছ্রুত্বা বচনস্তস্য সুরথোরাজ সত্তমঃ॥
তত্রৈব বিধিবৎস্নাত্বা দিব্যদেহ মবাপ্নুয়াৎ।
ক্কমিরূপাত্তথা পাপান্মুক্তো দিব্যশরীরভৃৎ॥
সুবর্ণরথ মারুহ্য দিব্যস্ত্রী পরিবেষ্টিতঃ।
সস্ত্রীকঃ সুরথোরাজা প্রযযৌ স্বর্গমন্দিরং॥
বলিদানং বিনাহত্যা হত্যা সর্ব্বত্র গর্হিতা।
প্রসঙ্গাৎ কথিতা হত্যা বলিদানং বিনাযথা।

গায়ত্রী তন্ত্রে কথিত আছে—সকল দেবতার পূজায় বলিদান কথিত হইয়াছে। বলিপ্রদান ভিন্ন শক্তিপূজা করিলে শক্তিহত্যা পাপ লাভ করে এবং পদে পদে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয়, শক্তি-পূজা ব্যতীত যদি কৃষ্ণপূজা করে তবে সেই পূজা কাষ্ঠপূজা তুল্যা এবং সেই কৃষ্ণ পূজায় গো হত্যার পাপ হয়। দ্বিজাতিরা মাসে মাসে বলি প্রদান করিবে। শুক্লাষ্টমীতে বিশেষরূপে পরমেশ্বরীকে পূজা

করিবে। সুবুদ্ধিমান ব্যক্তি উপবাস করিয়া গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা যথা বিধানে পূজা করিবে। কোটি একাদশীর উপবাসের ফল এক শুক্লাষ্টমী উপবাসে হয়। শুক্লাষ্টমীতে বলিদান করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয়। শরৎকালে মহাষ্টমীতে মহাবলিদান করিবে না। শারদাকে বলিদানে হিংসা জন্য দোষ হয় না। কৃষ্ণবর্ণ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় বলিই মহাবলি বলিয়া অভিহিত কিন্তু মহাষ্টমীতে নিষিদ্ধ। শুদ্ধ সত্বাত্মক শুদ্ধ ব্যক্তি সত্বগুণ নির্ম্মিত শরীর যে মনুষ্য তিনি বলিদান পরিত্যাগ করিবেন না। হে পরমেশানি! শুদ্ধ সত্বাত্মকের লক্ষণ শ্রবণ কর, নিদ্রা এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা রহিত যে ব্যক্তি ও নিত্যজ্ঞান শক্তি বিশিষ্ট আর সদানন্দ দেহ সম্পন্ন তন্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা তাহাকে শুদ্ধ সত্বাত্মক বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন। রজোগুণরূপা ইচ্ছাশক্তি তিনি সৃষ্টি স্বরূপা। তত্ত্বদর্শি মুনিগণ সেইহেতু রজোগুণ বলিয়াছেন। সর্ব্বভূতে দয়াময়ী যে বৈষ্ণবী জ্ঞানশক্তি তাহাকে তন্ত্রবিৎ পণ্ডিতেরা সত্বগুণ বলিয়াছেন। অনেক কোটি ব্রহ্মাণ্ড ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (শরীর) রজোগুণ ও সত্বগুণাত্মক। চণ্ডীকাকে বলিদান করিলে রজোগুণ ও তমোগুণাত্মক দেহ ত্যাগ করিয়া সত্বগুণাত্মক দেহ লাভ করিবেক। বলিপ্রদান ভিন্ন কিরূপে সত্বাত্মক হইতে পারে। বলিদ্বারা মুক্তি পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। বলিদ্বারা স্বর্গ, বলিদ্বারা ধর্ম্ম, বলিদ্বারা অর্থলাভ হয়। গুণযুক্ত যে মনুষ্য রাজা তিনি অব্দ মধ্যে দশ বলি অর্থাৎ মধ্যম বলি দিবেন। যিনি অজ্ঞান মোহিত হইয়া বলিদান ভিন্ন মাংস ভক্ষণ করেন, তিনি গ্রাসে গ্রাসে শূকরের বিষ্ঠা ভক্ষণ করেন। বলিদান ব্যতিত যে নরাধম পশু হত্যা করে সেই ব্যক্তি অধম এবং মহাবৌদ্ধ বলিয়া

কথিত। যিনি যাহাকে হত্যা করেন পরজন্মে সে তাহাকে হত্যা করিবে। পুরাকালে সুরথ নামক অত্যন্ত মাংস লোভী এক রাজা ছিলেন তিনি অজ্ঞানতা বশতঃ বহুবিধ বহু পশু বধ করিয়া মাংস ভক্ষণ করিতেন সেই পাপ হেতু ঐ রাজা শত্রু কর্ত্তৃক অত্যন্ত পীড়িত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে গমন করিয়াছিলেন। পরে মেধস মুনিকে প্রণাম করিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, কি করিব, কোথায় যাইব, বারম্বার এইরূপ বলায় মেধস মুমি তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন, হে রাজ শার্দ্দূল! তোমার চিন্তা কি? এই এক মহামন্ত্র জপ কর, এই বলিয়া তাহার কর্ণে পঞ্চাক্ষরী বিদ্যা শ্রবণ করাইলেন। তাহার পশু হত্যা জনিত সে সমস্ত পাপ কর্ণ গহ্বর হইতে কাকরূপ হইয়া উড়িয়া যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুরথ রাজা মেধস মুনিকে বলিয়াছিলেন; হে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ! এই কি, যদি জান তবে আমার নিকট বল। মুনি বলিলেন বলিদান ভিন্ন যে পশু হত্যা করিয়াছিলা, সে হত্যা কাকরূপ হইয়া তোমার শরীর হইতে গমন করিয়াছে। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রবলে সেই পাপ নিশ্চয় গিয়াছে। পশু হত্যা পরিমাণে দিন দিন নিজ গাত্র রুধির দান করিয়া পাপ হইতে মুক্তি লাভ কর। হে রাজেন্দ্র! অধুনা চতুর্বর্গ প্রদায়িনী ত্রিদশারাধ্যা ভবমুক্তি দায়িনী ভবানীকে ভজনা কর। তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই রাজা তাঁহার পূজাদি কার্য্যে রত হইয়া পরম যত্নে তিন বৎসর কালে ভবানীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন। বলিদানের মাহাত্ম্য আমার বলিতে ক্ষমতা নাই। পৃথিবীপাল সুরথ দিনে দিনে সহস্র সহস্র বলিদান করিয়া সাগর পর্য্যন্তা মেদিনী ভোগ করিয়াছিলেন বটে

কিন্তু সুখ লাভ করিতে পারেন নাই। মনু সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত। আমি জানি না যে প্রত্যহ বলিদানে যে কি হইবে। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ সুরথ গৃহে আগমন করিলেন। সস্ত্রীক সুরথ রাজা নারদকে পূজা করিলেন। সুরথ বলিয়াছিলেন, হে বিপ্র! তুমি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বশাস্ত্রার্থ পারগ, বিশেষ বেদার্থজ্ঞাতা, অতএব বেদার্থবল। নারদ বলিলেন, হে রাজেন্দ্র! বিশেষ সনাতন বেদধ্যান শ্রবণ কর। ইত্যাদি বলিয়া বলিয়া বহু পরে বলিয়াছেন, হে রাজন! ছাগ মেষাদি বলিদান সত্যাদি চারি যুগেই প্রশস্ত, কলিযুগে বিশেষ প্রশস্ত, বহু বলিদান দ্বারা ক্ষত্রিয় জাতিরা পূজা করিবে। সত্যযুগে সকৃৎ বলি, হে মহারাজ! ত্রেতাযুগে দ্বিগুণ বলি, দ্বাপরে ত্রিগুণ, কলিযুগে চতুর্গুণ বলি কথিত, সত্যযুগে ব্রাহ্মণ অশক্তিতে বলিদান করিয়াছে। কলিকালে ব্রাহ্মণ চতুর্গুণ বলিদান করিবেক। কৃষ্ণবর্ণ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় বলির নাম সকৃদ্বলি বলিয়া খ্যাত। দরিদ্র পক্ষে কেবল সকৃদ্বলি বিহিত। বিভবানুসারে বলি দিবে, বিত্তশাঠ্য ত্যাগ করিবে সুরথ রাজা বলিয়াছিলেন, হে ব্রহ্মপুত্র! তোমাকে নমস্কার করি কৃপাপূর্ব্বক বল, হে দ্বিজ! বলিদানে যে পশু হনন তাহাতে আমার কি গতি হইবে। হে মহাভাগ ব্রাহ্মণ! তাহা সত্য বল। হে বিপ্রেন্দ্র! তোমার দাস আমি আমার মন সর্ব্বদা উপতপ্ত তুমিই সংশয় ছেদ কারক আমার সংশয় ছেদ কর। নারদ বলিলেন সুরথ! তুমি ধন্য পুণ্যবান্ তুমি স্বয়ং শিব স্বরূপ, যেহেতু শৈব, শিবকে জানিয়াছ এবং তুমি স্বয়ং শক্তিরূপ, যেহেতু শাক্ত, শক্তিকে জানিয়াছ। বিষ্ণুও তুমি, যেহেতু বিষ্ণুকে জানিয়া বৈষ্ণবোত্তম হইয়াছ। ভবানী পূজনফলে অদ্য তুমি বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ। অদ্য তোমার

দর্শন মাত্রে আমার জন্ম সফল। হে রাজেন্দ্র! প্রত্যহ বলিদান প্রভাবে প্রত্যহ তোমার অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতেছে। বহু বাক্য ব্যয়ে কি প্রয়োজন তুমিই বৈষ্ণবাগ্রণী। যে যে পুরাণে বলির নিষেধ কথিত হইয়াছে তাহা বৌদ্ধমত জানিবে বেদ সম্মত নহে। যে কিছু পুরঞ্জনাখ্যানে বলিদান নিষিদ্ধ হইয়াছে তাহা সমস্ত বৌদ্ধমত কিন্তু বেদ সম্মত নহে। তিন প্রকার বলি কথিত; উত্তম, মধ্যম, অধম। উত্তম ব্যক্তি উত্তম বলি দিবে, মধ্যম ব্যক্তি মধ্যম বলি দিবে, অধম ব্যক্তি অধম বলি দিবে, এইপ্রকার ত্রিবিধ বলি উক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণবর্ণ ছাগদ্বয় এবং মহিষদ্বয় শরৎকালে শুক্লাষ্টমীতে কদাচ বলিদান করিবে না। ঐ পূজায় একটি বা অনেক কুষ্মাণ্ডই বলিদান করুক। ঐ কুষ্মাণ্ড বলি অধম বলি, অধম বলিতে অধমাগতি! দশ সংখ্যক বলি অধম বলি বলিয়া খ্যাত। সাত্বিকী পূজা উত্তমা, যদি মহাবলি-দান করে, অষ্টমী নবমী সন্ধিতে যত্নক্রমে মহাবলি দিবে। হে নৃপতি শ্রেষ্ঠ! সাত্বিকী পূজায় শত, সহস্র, লক্ষ, অযুত, কোটি বলি কথিত হইয়াছে। এক বলিদান দ্বারা চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়, বহু বলিদান দ্বারা ব্রহ্মময় হয়। হে নৃপতে! বহু বলিদান ও জপ যজ্ঞ দ্বারা যে পূজা তাহার নাম সাত্বিকী পূজা। দশটি পশু দ্বারা ও জপ যজ্ঞ দ্বারা যে শারদীয়া পূজা করা যায় তাহার নাম রাজসী পূজা। পাঁচটি বলি দ্বারা যে পূজা তাহার নাম তামসী পূজা। সাত্বিক পূজন জন্য ফল হইতে শুদ্ধ সত্বাত্মক হইতে পারে। বেদ মতে ও বৌদ্ধ মতে বিবাদ আছে। বেদোক্ত মত প্রতিপালন করিবে, হে রাজ শার্দ্দূল! বৌদ্ধোক্ত মত দূর হইতে পরিবর্জ্জন করিবে। হে রাজেন্দ্র! বৌদ্ধ বলেন ঈশ্বর নাই আমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বর এইরূপ

বৌদ্ধ বলিয়া থাকেন। দশদণ্ড বেলা মধ্যে যে ভোজন তাহার নাম স্বর্গ। কোথায় আর একটা স্বর্গ, কোথায় বা নরক, নষ্টই কে হয়, হতইবা কি, দেহ ত্যাগ করিয়া শক্তি গমন করিলে তাহাঁকে মরণ বলে। হে রাজর্ষে! এইরূপ বৌদ্ধের অলীক বাক্য। যেপ্রকার বহ্নির শিখা ধ্বংস হইলে সকল বহ্নির ধ্বংস। এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই স্বর্গ, পর জন্মের একটা কথা কি? অর্থাৎ পর জন্মই স্বীকার করে না। নারদ বলিয়াছিলেন আত্মানন্দ ময়জীব, অন্ত-রাঁত্মার অংশ শোভা, তত্বদর্শিরা সর্ব্বদা জীব জীব বলিয়া থাকেন। তবে কিপ্রকার আত্মার ধ্বংস বৌদ্ধ বাক্য দ্বারা স্বীকার করা যায়। শিখা ধ্বংস ন্যায় হইতে আত্মার ধ্বংস এইটি বৌদ্ধের মূর্খতা। কিছু কিছু বৌদ্ধ মত সকল শাস্ত্রে পল্লব স্বরূপ। পল্লব মত গ্রহণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি বেদাদি মত পরিত্যাগ করে সে ব্যক্তি ইহ জন্মে পাপীষ্ঠ এবং সকল ধর্ম্ম বহির্মুখ। সেই পাপী পরজন্মে নিশ্চয় প্রেত হয়। নিত্য সনাতন বেদরূপ বৃক্ষ চতুর্দ্দশ পল্লবযুক্ত ছয়টি শাখারূপ অঙ্গ সংযুক্ত গায়ত্রী তত্ব তাহার আশ্চর্য্য অম্লান পুষ্প স্বরূপ, হে মহারাজ! তাহার ফল কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড। মাতৃকা বীজ সংযুক্ত জ্ঞানাত্মার সহিত নিত্য সনাতন বেদ বৃক্ষের মূল কুলকুণ্ডলী। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ আছে তাহা ঐ বৃক্ষের পত্র স্বরূপ। এক ব্যক্তির স্বধর্ম্ম প্রতিপালক বহু পুত্র আছে এক পুত্র সর্ব্বদা চৌর্য্য-বৃত্তি রত। চৌরবাক্য গ্রাহ্য নয়, সাধু বাক্য প্রশস্ত ও গ্রাহ্য হয়। সকল শাস্ত্র মধ্যে বৌদ্ধ চোর বলিয়া খ্যাত। হে মহারাজ! এই হেতু শাস্ত্রে এক বাক্যতা নাই। ধর্ম্মে বেদ নিত্য প্রমাণ, বেদ বিপর্য্যয় ধর্ম্ম, স্থানে স্থানে বৌদ্ধ বাক্য। বলিদান বেদসিদ্ধ বৌদ্ধ

বাক্যে নিষিদ্ধ। বৌদ্ধ বাক্য ত্যাগ করিয়া বেদমার্গে পূজা করিবে। গোময় পিণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া পৌষ মাসে পৌষ পূজনরূপ স্ত্রী পরম্পরা পূজা করিবে। এই এক প্রকার বোদোক্ত ধর্ম্ম, তাহা নিন্দা করিবে না। অতএব মহারাজ তোমার শরীরে তোমার মাংস ভক্ষণ কারণ পশু হত্যাকৃত পাপ বিদ্যমান আছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমি বলিতেছি, লক্ষ ছাগ বলিদান করিয়া পশু হত্যাকৃত সেই পাপ অধুনা মার্জ্জনা কর। এই কথা বলিয়া ব্রহ্মপুত্র নারদবিপ্র গমন করিলেন। তাহার পর রাজর্ষি সুরথ বলিদান দ্বারা পূজা করিয়া নিষ্পাপ হইয়া সস্ত্রীক স্ব শরীরে স্বর্গ মন্দির গমন করিয়াছিলেন। তথাপি স্বর্গে যাইবার পথ মধ্যে সুরথের স্কন্ধ বৃদ্ধি হইয়াছিল। স্কন্ধে বিস্ফোটক ও কৃমি দুইটি জন্মিয়াছিল। বিস্ফোটক বিষের জ্বালা এবং কৃমি জ্বালা হইয়াছিল। বলিদান ভিন্ন যে হত্যা সেই হত্যার পাপ জ্বালারূপে উপস্থিত হইল। দেবদূত বলিলেন এই মন্দাকিনী গঙ্গা, এই গঙ্গায় শীঘ্র স্নান কর। তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজসত্তম সুরথ সেই গঙ্গায় বিধান ক্রমে স্নান করিয়া দিব্য দেহ লাভ করিলেন। কৃমিরূপ সেই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য শরীর ধারী হইয়া দিব্য স্ত্রী পরিবেষ্টিত হইয়া স্ত্রীর সহিত সুরথ রাজা স্বর্ণ রথ আরোহণ পূর্ব্বক স্বর্গমন্দির গমন করিলেন। বলিদান ভিন্ন যে হত্যা সেই হত্যা সর্ব্বত্র গর্হিতা প্রসঙ্গাধীন কথিতা হইল।

তিথিতত্ত্বে দশহরা গঙ্গাস্নানের মন্ত্র মধ্যে দশবিধ পাপ বর্ণনে কায়িক ত্রিবিধ পাপ প্রথম লিখিত হইয়াছে। যথা—

অদত্তানা মুপাদানং হিংসাচৈবা বিধানতঃ।
পরদারোপ সেবাচ কায়িকং ত্রিবিধংস্মৃতং॥

অবিধান ক্রমে যে হিংসা সে এক প্রকার কায়িক পাপ কিন্তু বৈধ হিংসায় পাপ নাই অর্থাৎ দেব পিত্রর্থে হিংসায় পাপ নাই স্পষ্টই প্রতীতি হয়।

কোন কোন স্মৃতি শাস্ত্রাধ্যায়ী ও কোন কোন নৈয়ায়িক পাণ্ডিতাভিমানী বলেন যে তন্ত্র শাস্ত্র আগম নামে অভিহিত, সেই আগম শাস্ত্র আধুনিক কোন মহাজন বিরচিত। বাস্তবিক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মলমাসতত্ত্ব গ্রন্থে বলিয়াছেন, ডামরং নামযৎ কৃতং। ময়াসৃষ্টানিচান্যানি মোহনার্থানি তানিতু তস্মাৎশ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ বর্ত্মনি ন কদাচিদপি পদংন্যস্তব্যং।

শিব বলিয়াছেন আমি যে ডামর প্রভৃতি গ্রন্থ করিয়াছি তাহা তামসিক, কেবল লোকের মোহনার্থ। সেইহেতু বেদস্মৃতি বহির্ভূত পথে কদাচিৎ পদবিক্ষেপ করিবে না। বাস্তবিক তন্ত্র শাস্ত্র সাত্বিক রাজসিক তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। সাত্বিক তন্ত্রে দেব পূজাদির বিধান। পুস্তক বর হয় বলিয়া তাহার প্রমাণ লিখিত হইল না। যাহা ধর্ম্মে প্রমাণ সুতরাং তাহা শ্রুতিস্মৃতি বিরুদ্ধ নহে। কলিযুগে আগম সম্মত কার্য্যই ফলপ্রদ।

কৃতে কল্পস্ত শ্রুত্যুক্ত স্ত্রেতায়াং স্মৃতিরেবচ।
দ্বাপরেতু পুরাণানি কলাবাগম সম্মতা॥
আগমোক্ত বিধানেন কলৌদেবান্ যজেৎসুধীঃ।
নহিদেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌচান্য বিধানতঃ॥

সত্যযুগে বেদোক্ত, ত্রেতাযুগে স্মৃতি সম্মত, দ্বাপরযুগে পুরাণোক্ত কলিযুগে আগম সম্মত কার্য্যই ফলপ্রদ। আগম কথিত বিধানে কলিযুগে দেবগণকে পূজা করিবে, অন্য শাস্ত্র বিধানে পূজা করিলে

দেবতাগণ প্রসন্ন হন না। যদি বলেন আগমোক্ত বচন দ্বারা কলিযুগে আগমোক্ত ক্রিয়ার বিধান প্রমাণ হয় না। তাহা সত্য বটে বাস্তবিক বেদ শাস্ত্রেও যুগাচার ধর্ম্ম কথনে কলিযুগে আগম শাস্ত্র বিধানে কার্য্য করা কথিত হইয়াছে। নিম্নে লিখিত হইল।

অথ ভারদ্বাজশ্চাশ্বলায়ণঃ কৌশল্যোভার্গবো গার্গ্যোবৈদর্ভ্যো-বশিষ্ঠঃ কাত্যায়ণোঽগস্ত্যঃশৈব্যঃক বন্ধিশ্চ বাৎস্যশ্চতেহবৈ ব্রহ্ম পরা-ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরংব্রহ্মন্বেষমাণাঃ কুশসমিৎ পাণয়োদ্বিপরার্দ্ধ পরার্দ্ধস্থায়িনং ভগবন্তং বৌদ্ধরূপিণং মহাবিষ্ণুংসমুপপন্নাঋষয়ঃপ্রোচুঃ। ভগবন্ তৃতীয়যুগস্যান্তে কলৌব্রাহ্মণাদয়ঃ কলিসম্ভবাম্নোশুদ্ধাঃ শুদ্রকর্ম্মাণঃ স্বাচারেতাদৃশনিষ্ঠারহিতাঃ॥ যজ্ঞদানতপঃস্বাধ্যায় সন্তোষ সত্যা-শৌচবিহীনাঃ কেন কর্ম্মণাপরমাত্মানং শুদ্ধসত্ত্বপ্রহৃত্যাত্মকংব্যপ্নুয়ুঃ। সর্ব্বংহিবৈতদহংবক্ষ্যামীতিশৃণ্বত একদোর্দ্ধমস্থিভিঃ সনকাদিভিঃ সার্দ্ধ-মহমীশানলোকমগমম্॥ সতস্মৈপ্রাহসচ্চাসচ্চান ভূতঞ্চানভূতঞ্চ দৃষ্টমদৃষ্টঞ্চৈতৎ সর্ব্বমীশানত্বংবেৎসি সম্প্রতিষ্ঠিতাঃ কস্মিন্ সর্ব্বেভবি-ষ্যন্তীতিত্বংহি নঃ পিতা অবিদ্যায়া অস্মাকঞ্চ পরংপারংতারযসীতি। সমুপগত নারায়ণ এতাবদেবাহ পরমস্তীত্যেতৎ॥ পরংব্রহ্মবেদ যুগাদৌ ব্রাহ্মণাঃশ্রুত্যুক্তযজন্তঃ পরমব্রহ্মপুরুষেণ সহৈকীভবন্তি অথস্থ ত্রেতায়াংস্মৃতি ভারতাভ্যাং পুনর্ব্বাঢ়মিত্যুচ্যতা তেব্রুযুঃ। দ্বাপরেচ পুরাণেভ্যশ্চেতিসত্যং॥ ভগবানাহসহোবাচ পুনস্তরীয়যুগে বর্ত্তমানে আগমমার্গেণ পঞ্চমমকারে যুরময়িষ্যস্তোঽন্তর্যামিষভীষ্টমিষ্ট্বা প্রকৃতাসহ পরমনিগুঢ়মন্তর্যামিনং সদসদ্ভ্যামগোচরং সর্ব্বত্রানুস্যূতং মহাপুরুষং ধ্রুবংহিলভন্তে। শ্রুতিভির্নিরুক্তমেতৎ। চোদনাপাস্তিতস্তথা কৃতে শ্রুত্যুক্তমাত্রংস্যাৎ ত্রেতায়াংস্মৃতিভাবতৌ। দ্বাপরেচপুরাণানি কলা-

বাগম সংস্থিতিঃ॥ অশুদ্ধাঃ শূদ্রকর্ম্মাণোব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগমমার্গেণ শুদ্ধির্নশ্রৌতবর্ত্মনা॥ ইতি সামবেদ কৌথুমীয় ব্রহ্মভাগেযুগচারোপনিষৎ সমাপ্তা।॥

অনন্তর ব্রহ্ম তৎপর ব্রহ্মনিষ্ঠ, পরংব্রহ্মকে অন্বেষমাণ কুশসমিৎ-পাণি, ভরদ্বাজ আশ্বলায়ণ কৌশল্য ভার্গব গার্গ্য বৈদর্ভ্য বশিষ্ঠ কাত্যায়ণ অগস্ত্য শৈব্য কবন্ধি বাৎস্য প্রভৃতি ঋষিগণ একত্র সমবেত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন হে ভগবন্! সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগের অন্তে কলিযুগে ব্রাহ্মণাদিবর্ণ জন্মধারণ হেতু অশুদ্ধ এবং শূদ্রকর্ম্মরত ও স্বকীয়াচারে তাদৃশ নিষ্ঠা রহিত। যজ্ঞ দান তপস্যা বেদাধ্যয়ন সন্তোষ সত্য অশৌচ বিহীন কোন কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধসত্ত্ব প্রকৃত্যাত্মক পরমাত্মাকে লাভ করিবে। বুদ্ধরূপী মহাবিষ্ণু বলিলেন সেই সমস্তই আমি বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন এক সময়ে ঊর্দ্ধরেতা সনকাদি ঋষির সহিত আমি শিবলোক গমন করিয়াছিলাম; সেই সনকাদিঋষি শিবকে লক্ষ করিয়া বলিলেন, সৎ অসৎ অনুভূত অননুভূত দৃষ্ট অদৃষ্ট এই সমস্ত, হে ঈশান! তুমি জ্ঞাত আছ সমস্ত লোক কোন ব্যক্তে বা অব্যক্তে সম্যক প্রতিষ্ঠিত হইবে। তুমি আমাদিগের পিতা অবিদ্যা হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর, নারায়ণ নিকটবর্ত্তী। ঈশান বলিলেন, পর (অর্থাৎ উৎকৃষ্ট) আছে। চারিযুগের আদি সত্যযুগে ব্রাহ্মণগণ পরংব্রহ্মকে বেদোক্তমার্গে পূজা করতঃ পরমব্রহ্ম পুরুষের সহিত মিলিত হইবে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবে। অনন্তর ত্রেতাযুগে স্মৃতিশাস্ত্র ও ভারতোক্ত ধর্ম্মদ্বারা পরংব্রহ্মকে লাভ করিবে। সনকাদি কহিলেন ইহা স্বীকার্য্য, পুনর্ব্বার বলুন। ভগবান্ শিব বলিলেন, দ্বাপরযুগে

পুরাণ সম্মত কার্য্য দ্বারা ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবে। পুনর্ব্বার বলিলেন, চতুর্থ কলিযুগে আগম মার্গে পঞ্চম মকারে (মদ্য মাংস মৎস্য মুদ্রা মৈথুনেরত থাকিয়া অন্তর্যামি পরমপুরুষে অভীষ্ট ইচ্ছা করিয়া প্রকৃতির সহিত পরম নিগূঢ় অন্তর্যামি সৎ এবং অসৎ এই উভয়ের অগোচর সর্ব্বত্র প্রকস্থত্রেব ন্যায় মহাপুরুষকে নিশ্চয়ই লাভ করিবে, ইহা বেদে কথিত হইয়াছে। বিধিও আছে যথা—সত্যযুগে শ্রুতি সম্মত ব্যবস্থা, ত্রেতাযুগে স্মৃতি ভারত সম্মতা ব্যবস্থা, দ্বাপরে পুরাণোক্ত, কলিযুগে আগমোক্ত ব্যবস্থানুসারে কার্য্য করিবে। কলি সম্ভব ব্রাহ্মণ অশুদ্ধ ও শূদ্রকর্ম্মা, তাহাদিগের আগম মার্গোক্ত ধর্ম্ম-দ্বারা শুদ্ধি, বেদবিহিত ধর্ম্মদ্বারা নহে। ইতি সামবেদের কুথুম শাখার অন্তর্গত যুগাচার নামক উপনিষৎ সমাপ্ত। ॥

এইক্ষণ ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিলাম এই যে, কলিযুগে আগম শাস্ত্ররূপ ভেলা অবলম্বন ভিন্ন ভবসংসার সাগর হইতে পার হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই সুতরাং ঐ আগম শাস্ত্রে বলি প্রভৃতি যে কোন কার্য্য বিহিত আছে তাহাই আমাদের কর্ত্তব্য কুথুম শাখার অন্তর্গত যুগাচারোনিষদ গ্রন্থে যে পঞ্চম মকার পঞ্চতত্ত্ব-দ্বারা পূজা এবং তাহা সেবন বিধান উক্ত আছে তাহার মধ্যে দ্বিতীয়-তত্ত্ব মাংস, দেবতোদ্দেশ্যে বলিদান ভিন্ন লাভ করা অসম্ভব।

সমালোচনা।

বলিবিচার নামক গ্রন্থের সপ্তম পৃষ্ঠায় শ্রীযুত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে,সাত্ত্বিকী পূজায় বলি,পূজা সামগ্রী নৈবেদ্যাদি দ্বারা হয়, এই কথা কিছুতেই হইতে পারে না, কারণ পূজা সামগ্রী নৈবেদ্যাদি অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, মধুপর্ক, নৈবেদ্য প্রভৃতি যদি বলি শব্দবাচ্য হয় তবে নৈবেদ্যাদি দানই বলিদান হইত, তাহা হইলে বলিদান ও পূজা একই পদার্থ হয়, চতুঃকর্ম্মাত্মিকা শারদী পূজা হয় না, কর্ম্মত্রয়াত্মিকা পূজা হয়। চতুঃকর্ম্মময়ীতানেন। স্নপন পূজন বলিদান হোমরূপা দুর্গোৎসব তত্ত্বে। শারদীয়া মহাপূজা চতুঃকর্ম্ম ময়ী শুভা। তাং তিথিত্রয় মাসাদ্য কুর্য্যাদ্ভক্ত্যা বিধানতঃ। চতুঃকর্ম্মময়ীত্যনেন স্নপন পূজন বলিদান হোমরূপা ইতি স্মার্ত্তেন লিখিতং। অমরভরত প্রভৃতি অভিধান কর্ত্তাগণ যে বলি শব্দে পূজোপকরণ ও পূজা সামগ্রী বলিয়াছেন, তাহা স্থল বিশেষে বোধ্যঃ। আর কুষ্মাণ্ডাদি দানে যে বলিতুল্য ও তৃপ্তি বিষয়ে ছাগ তুল্য কালিকা পুরাণকার বলিয়াছেন তাহাতে মাত্র ছাগ বলিদান হইতে ন্যূন ফল, তদ্দ্বারা সাত্ত্বিকী পূজার বলি হইতে পারে বটে কিন্তু অধমাবলি। অধমেপ্যধমাগতিঃ। মুখ্যোক্তকার্য্য সম্ভবেনতু গৌণে। মুখ্যালাভে প্রতিনিধিঃ শাস্ত্রার্থঃ। অষ্টম পৃষ্ঠায় লিখিত—

অজানাং মহিষাণাঞ্চ মেষাণাঞ্চ তথাবধাৎ।
প্রীণয়েদ্বিধিবদ্দুর্গাং মাংস শোণিত তর্পণৈঃ॥

এই ভবিষ্য পুরাণ বচণের বিরুদ্ধ বচন,

আবয়োঃ পূজনং মোহাৎ যে কুর্য্যুর্মাংস শোনিতৈঃ।
পতন্তি কুম্ভীপাকেতে ভবন্তি পশবঃ পুনঃ॥ ১
পশূন্ হত্বাতথাত্মাং মাংযোর্হর্চয়েৎ মাংস শোনিতৈঃ।
তাবওন্নরকেবাসো যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ॥ ২

এই পদ্মপুবাণের বলিদান নিষেধক বচনদ্বয় দর্শন করিয়া বি, এ, বি, এল্, মহাশয় মীমাংসা করিয়াছেন ভবিষ্য পুরাণের বচনটি ভবিষ্য পুরাণ কর্ত্তার স্বকপোল কল্পিত বাক্য মাত্র। ইহাতে ভবিষ্য পুরাণ কর্ত্তাকে নিন্দা করিয়াছেন বলিয়া উক্ত বি, এ, বি, এল্. মহাশয়কে নিন্দা করিতে পারি না, এই নিন্দা নিন্দা নহে। যাবতীয় পুরাণ কর্ত্তা ব্যাসদেব সুতরাং ভবিষ্য পুরাণ বক্তাও ব্যাসদেব। ঐ বচনটিও ব্যাসদেবের স্বকপোল কল্পিত স্বরূপ বাক্য বলা হইয়াছে। দেবতানাং স্বরূপ কথনংস্তুতিঃ। ব্যাসোনারায়ণঃ স্বয়ং॥ নিন্দাস্তোত্র, নিন্দাচ্ছলে স্তব হইয়াছে। ব্যাজস্তুতি অলঙ্কার। ইহাতে বুঝিলাম বি,এ, বি, এল্, মহাশয়ের কেবল অর্থ শাস্ত্রে অধিকার আছে এরূপ নহে, কাব্যালঙ্কারেও অধিকার আছে কিন্তু উক্ত মহাশয় ভবিষ্য পুরাণের বচনটিকে স্বকপোল কল্পিত না বলিয়া বলিদান নিষেধক পদ্মপুবাণের বচন গুলিকে স্বকপোল কল্পিত বলিলেও পারিতেন, তাহা যে না বলা এই টুকুই বৈষ্ণব মতের পক্ষপাতিতা। কোন কোন পুরাণে শাক্তমত কার্য্যের ব্যবস্থা ও কোন কোন পুবাণে শৈবমত কার্য্যের এবং কোন কোন পুরাণে বৈষ্ণব সম্মত কার্য্যের ব্যবস্থা এবং বিষ্ণু হইতেই সৃষ্টি, বিষ্ণুই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পদ্মপুরাণে ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুবাণে বিষ্ণুই সর্ব্বপ্রধান, বিষ্ণু হইতে সৃষ্টি, বৈষ্ণব

মতের পূজাদি সমস্ত বিধান সুতরাং ঐ পুরাণদ্বয়ের যত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, সমস্তই বলিদান নিষেধক বৈষ্ণব মতে পূজার বিধান। বৈষ্ণব মতে বৈষ্ণবদিগের (বৈরাগিদিগের) (গোস্বামীদিগের) (গোঁসাইদিগের) পূজায় যে বলিদান নাই তাহা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ, ঐ সমস্ত বচন প্রমাণ না করিলেও হইত। তবে যে তিনি শাক্ত বৈষ্ণবদিগের পূজায় উক্ত পুরাণ বচন দ্বারা পশু বলিদান নিষেধ দেখাইয়াছেন তাহাই তাঁহার ভ্রম, সমস্ত বচনই দেখুন।

যোযংহন্তি সতংহন্তিচেতি বেদোক্ত মেবচ।
কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবীং পূজাং বৈষ্ণবাস্তেন হেতুনা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে।

যিনি যাহাকে বধ করেন সে তাহাকে বধ করে, ইহা বেদে কথিত আছে। বৈষ্ণবগণ সেই হেতু বৈষ্ণবী পূজা করিয়া থাকেন অর্থাৎ বলি ভিন্ন পূজা করিয়া থাকেন। তবে দেখুন বৈষ্ণবগণের পক্ষে এই পূজা কি না। যদি শাক্ত শৈবদিগের সাধারণ লোকের পক্ষে বৈষ্ণবী পূজা অর্থাৎ বলি ভিন্ন পূজা ব্যবস্থা থাকিত তবে বৈষ্ণবা এই বিশেষণ পদ বচনে থাকিত না। আর যে পদ্মপুরাণের একটি বচন শব্দকল্পদ্রুম হইতে উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন পণ্ডিতগণ তাহারও তাৎপর্য্যার্থ সমালোচনা করিয়া দেখুন।

মানবোযঃ পরত্রেহত্র্ত্তুমিচ্ছেৎ সদাশিব।
সর্ব্ববিষ্ণু ময়ন্বেন নকুর্য্যাৎ প্রাণিনাং বধঃ॥

হে সদাশিব! যে জন ইহলোকে এবং পরলোকে ত্রাণ পাইতে ইচ্ছা করেন সেই ব্যক্তি সকল বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া প্রাণিবধ করিবে না। এই বচনটিও বৈষ্ণবদিগের পক্ষে কথিত কারণ বৈষ্ণব ব্যক্তি

সর্ব্বভূতে বিষ্ণুময় দর্শন করিয়া থাকেন, শক্তি শিবময় দর্শন করেন না। প্রকৃত পক্ষে যখন সর্ব্বভূত বিষ্ণুময় দর্শন হয়, তখন তাহার বাহ্যিক পূজা বলিদানাদির কোন আবশ্যকতাই থাকে না। তখন সে জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত, কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা হয় না, শাস্ত্রে উক্ত আছে—

অয়মেব ক্রিয়া যোগোজ্ঞান যোগস্য সাধকঃ।
কর্ম্মযোগং বিনাজ্ঞানং কস্যচিন্নেহ দৃশ্যতে।

এই যে ক্রিয়াযোগ কথিত হইল ইহা জ্ঞান যোগের সাধক, এই জগতে কর্ম্মযোগ ব্যতীত কাহারও জ্ঞানযোগ হইতে পারে না সুতরাং জ্ঞানীদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা নাই জ্ঞানী ব্যক্তি সাত্বিক। সাত্বিক লোকের রজোগুণ তমোগুণ রহিত হইয়া যায়, কেবল সত্বগুণাশ্রয়ে আভ্যন্তরিক জ্ঞানযোগের ক্রিয়া করিয়া থাকেন। চরকমুনি বলিযাছেন যথা—

রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপোজ্ঞান বলেন যে।
আপ্তা শিষ্টাশ্চ বৃদ্ধাস্তে চেষ্টায়াং যেত্বসংশয়াঃ॥

তপস্যা এবং জ্ঞানবল দ্বারা যাহারা রজোগুণ তমোগুণ হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াছেন তাহারা কার্য্যের চেষ্টায় নিঃসংশয় ফললাভ করিয়া থাকেন, তাহারা আপ্ত, শিষ্ট ও বৃদ্ধ বলিয়া কথিত। রজঃ ও তমো-গুণাবলম্বি লোকেরই ক্রিয়া করার ব্যবস্থা, বাহ্য পূজা বলিদানাদি তাহাদের পক্ষেই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। বি, এ, বি, এল্, ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাজা রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম হইতে যে পদ্মপুরাণাদির বলিদান নিষেধক বচন উদ্ধৃত করিয়া বলির বিচারে লিখিয়াছেন তন্মধ্যে বলির বিধায়ক বচনও আছে নিম্নে লিখিত হইল।

বলিদান বিধির্যত্র পুরাণে নিগমেপিবা।
উক্তো রজস্তমোভ্যাংস কেবলং তমসাপিবা ॥

পুরাণে এবং নিগমে যে যে স্থানে বলিদান বিধি কথিত হইয়াছে তাহা রজোগুণ ও তমোগুণ বিশিষ্ট জনের পক্ষে এই ব্যবস্থা, অথবা কেবল তামসিক লোকের পক্ষে বিধেয়। রাজসিক তামসিক লোকেরই বাহ্যপূজা বলিদানাদি করিতে ইচ্ছা হয়। কর্ম্মেচ্ছাচ রজোগুণাৎ। তমোগুণাজ্জীবহিংসা ইত্যাদি। আমরা রাজসিক তামসিক লোক হইয়া যদি সাত্বিকী ক্রিয়া করিতে যাই তবেইতো নষ্টস্ততোনষ্ট হইয়া পড়ি, কারণ সাত্বিকী ক্রিয়ায় আদৌ অধিকার নাই, রজোগুণ তমোগুণের কার্য্যও করিলাম না সুতরাং সর্ব্বকার্য্য পরিভ্রষ্ট হইতে হয়। যে প্রকার ভগবদ্গীতায় স্বয়ং ভগবান্ বলিয়াছেন—

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসাস্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ সউচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় সমূহের ক্রিয়া বল পূর্ব্বক রহিত করিয়া অর্থাৎ হস্তপদাদি বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় বস্তুকে মনদ্বারা স্মরণ করতঃ উপবিষ্ট থাকে সেই ব্যক্তি বিশেষ মূঢ়াত্মা এবং মিথ্যাচার বলিয়া কথিত। যদি সেই প্রকার রজোগুণ তমোগুণের কার্য্য না করিয়া সত্বগুণের কার্য্য করি বলিয়া লোকসমাজে জানাইয়া রজোগুণ তমোগুণের কার্য্য হিংসাদি বৃত্তিতে মন নিযুক্ত থাকে, তবে সেই ব্যক্তিও ঐরূপ বিমূঢ়াত্মা ও মিথ্যাচার বলিয়া পরিগণিত হয়। আধুনিক লোকদিগের মধ্যে প্রায়শই হিংসা প্রবৃত্তির লোক দেখা যায় কারণ মৎস্য মাংস ভক্ষণ না করে এইরূপ লোক অতি দুর্ল্লভ

আমাদের দেশে দেখা যায় দুর্গোৎসবাদি সমস্ত দেবতা পূজায় বলি-দান করে না কিন্তু নিজেরা অন্যের বাটী হইতে ছিন্ন ছাগল আনিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেছে। মৎস্যাদি ভক্ষণের ত কথাই নাই। মৎস্য ভক্ষণে বৈষ্ণবেরা বিশেষ তৎপর কারণ সমাজে মাংস ভক্ষণ করিতে পারে না বলিয়া মৎস্যের মাংস দ্বারা সেই অভাব পুরণ করেণ; বলুন দেখি মৎস্যের মাংস ভক্ষণ করিলে বৈষ্ণবদিগের মাংস ভক্ষণ জনিত এবং হিংসা জনিত পাপ কি জন্মিবে না? পৌরাণিক বৈষ্ণবগণ কি মাংসলোভী রাক্ষস প্রকৃতি লোক নহে? তান্ত্রিকগণ দেবতোদ্দেশ্যে মৎস্য মাংসাদি দান করিয়া প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া যদি রাক্ষস প্রকৃতির লোক হয়েন তবে যাহারা দেবতার সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া আত্মপুষ্টার্থে বৃথা মৎস্যদ্বারা আত্মোদর পুরণ করেন, তাহারা যে কোন প্রকৃতির লোক তাহা ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিতে পারেন। পদ্মপুরাণ হইতে যত বচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন সমস্তই বৈষ্ণবদিগের বৈষ্ণবী পূজায় বলি নিষেধক।

যোরক্ষেৎ ঘাতনংশম্ভো জীবমাত্র দয়াপরঃ।
কৃষ্ণপ্রিয় তমোনিত্যং সব্বরক্ষাং করোতিসঃ॥

হে শম্ভো! যে জন দয়াপরবশ হইয়া জীবমাত্রকেই বধ হইতে রক্ষা করে সেই ব্যক্তি কৃষ্ণ প্রিয়তম পাত্র তৎকর্তৃক সমস্ত রক্ষিত হয়। বৈষ্ণব ভিন্ন কৃষ্ণ প্রিয়তম পাত্র শাক্ত নহে। আর শক্তির প্রিয়তম বলেন নাই অথচ শক্তিই উক্ত বাক্য সকল বলিয়াছেন। আর যে ব্যক্তি আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বাদি অথবা মহাসম্ভ্রান্ত লোক বাটী আসিলে তাঁহাকে ভালরূপ ভোজন করান উচিত বিবেচনায় ছাগ পশু বধ করিয়া খাওয়াইয়া থাকেন, ঐ সময়ে লোকনিন্দা ভয়ে

অথবা অবৈধ মাংস কেহ কেহ ভোজন করিবেন না এই ভয়ে দেবতোদ্দেশ্যে প্রোক্ষণ করিয়া বধ করে, তাহার পক্ষে নিম্নলিখিত বচনদ্বয়ের বিষয় জ্ঞাতব্য।

মদ্ব্যাজেন পশূন্‌হত্বাযো ভক্ষেৎ সহ বন্ধুভিঃ।
তদ্গাত্র লোমসংখ্যাকৈরসি পত্রবনেবসেৎ॥
দেবতান্তর মন্নমব্যাজেন স্বেচ্ছযাতথা।
হত্বাজীবাংশ্চ যোভক্ষেন্নিত্যং নরকমাপ্নুয়াৎ॥

ভগবতী বলিয়াছেন আমার নাম ভান করিয়া বন্ধুগণের সহিত যাহারা মাংস ভক্ষন করে পশুর গাত্রের লোম সমসংখ্যক বৎসর অসিপত্রবন নামক নরকে বাস করে। সেইরূপ নিজের ইচ্ছাক্রমে আমার অথবা অন্য দেবতার নাম ভান করিয়া যাহারা প্রাণিগণকে বধ করিয়া তাহার মাংস ভক্ষণ করে তাহারা চিরকালের জন্য নরকে বাস করিয়া থাকে। আর অশ্বমেধ যাগ করিয়াও যদি দোষী হয় তবে শতক্রতু ইন্দ্রাদি এবং যুধিষ্ঠিরাদি ও কুরুরাজা সূর্য্যবংশীয় দিলি-পাদিও দোষী। সেই সেই ব্যক্তির যে গতি সেই গতিই প্রার্থনীয়।

স্বর্গকামোশ্ব মেধং যঃ করোতি নিগমাজ্ঞয়া।
তদ্ভোগান্তে প[illegible]ভূয়ঃ সজন্মনি ভবার্ণবে॥

শাস্ত্রাজ্ঞা হেতু স্বর্গকা[illegible]ক্তি অশ্বমেধ যাগ করে সে ব্যক্তি স্বর্গ ভোগ করিয়া জন্ম নি[illegible]বার ভবার্ণবে পতিত হয়। ইহাতে কোন দোষ হইতে পারে[illegible]কারণ ক্ষয়িষ্ণোর্নাস্তি নিস্কৃতিঃ। ক্ষয়-শীল স্বর্গ হইতে নিষ্কৃত[illegible]ক্তি নাই। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। স্বর্গসুখ ভোগদ্বারা পুণ্য ক্ষয় হইলে মর্ত্ত্যলোকে গমন করে। স্বর্গকামোঽশ্ব[illegible]জেত ইতিশ্রুতিঃ। স্বর্গকামী ব্যক্তি

অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। অশ্বমেধ যজ্ঞ কাম্যকর্ম্ম, কাম্যকর্ম্মদ্বারা মুক্তি হয় না। বন্ধন হেতুভূত ফল কামনাবত্বং কাম্যত্বং।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলি বিচারের ৪০ পৃষ্ঠায় যে লিখিয়াছেন, আমরা দেখিতে পাই যে, সমাংস রুধির দেওয়ার সময় রক্তের সহিত যে মাংসখণ্ড দিয়া থাকি তাহা শীর্ষদেশ হইতে গ্রহণ না করিয়া ছিন্নপশুর কায়ভাগ হইতে গ্রহণ করিয়া থাকি, ইহাতে স্মৃতির উদ্ধৃত বচনের বিধি রক্ষিত হয় না। আর ৪১পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন শাস্ত্রের প্রতি আস্থা থাকিলে ও শাস্ত্রের আদর করিলে ঐ মাংসখণ্ড শীর্ষদেশ হইতে গ্রহণ করাই যুক্তিসিদ্ধ বটে। এই মীমাংসা বাস্তবিক শাস্ত্র ও যুক্তিসিদ্ধ নহে। তিথিতত্ত্বীয় রুধির শীর্ষদান বিধায়ক বচনে ছিন্নপশুর কায়ভাগ হইতেই আম মাংস রুধিরযুক্ত দান করাই বুঝাইয়াছে; সুতরাং স্মৃতির উদ্ধৃত বচনের বিধি রক্ষিতই হইয়াছে। উক্ত বচনের যথার্থ অর্থ লিখিত হইল।

পূজাসুনাম মাংসানি দদ্যাদ্বৈসাধকঃক্বচিৎ।
ঋতেও লোহিতংশীর্ষং অমৃতংতত্তু জায়তে॥

সাধক লোহিত অর্থাৎ রক্তযুক্ত মাংস ও শীর্ষ ব্যতীত কদাচ কাঁচা-মাংস পূজায় দিবে না, ঐ রুধিরযুক্ত কাঁচামাংস ও শীর্ষ অমৃত তুল্য হয়। উক্তরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত হয়, নচেৎ রক্ত ও শীর্ষ ব্যতীত সাধক কখন কাঁচামাংস পূজায় দিবে না। এই ভট্টচার্য্য মহাশয়ের স্বকপোল.কল্পিত অর্থ কিছুতেই সঙ্গত হয় না, কারণ রক্তের মাংসত্ব না থাকিলে রক্ত ভিন্ন কাঁচামাংস পূজায় দিবে না, এই ভেদনিবেশ হইতে পারে না; শীর্ষ ও সরক্তমাংস ভিন্ন মাংস দিবে না। .অর্থ করিলে ভেদনিবেশের স্বার্থকতা থাকে। শ্রাদ্ধ বিবেকের টীকায়

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার লিখিয়াছেন। ইতরাদি পদানাং স্বার্থাংশে যদ্বি-ধেয়তা বচ্ছেদকাবছিন্ন যৎকিঞ্চিদ্ব্যক্তের্ভেদ বোধকত্ব নিয়মাৎ। এই নিয়ম দ্বারা কেবল রুধির মাত্রকে বুঝাইবে না। রুধিরযুক্ত মাংসকে বুঝাইবে।

অর্শসাদিত্বাদৎ প্রত্যয়েন লোহিতং পদংসিদ্ধং।

লোহিত মস্যাস্তীতিবাক্যে লোহিত পদাদৎ প্রত্যয়ঃ॥

ঋতে শব্দইত রাস্থর্থ বাচক অব্যয়ঃ।

দ্বিতীয়া নিকষর্তেঽন্তরেণ হাধিগ্বিনান্তরাভিঃ।

ইতি সূত্রেণ লোহিতং শীর্ষঞ্চ পদং দ্বিতীয়ৈক বচনেন সিদ্ধং॥

৪২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কেহ কখন এই পূজাব সঙ্কল্পকালে মহিষ বলির উল্লেখ করেন না, তাহার কারণ এই বলির পূর্ব্বাপর ব্যবস্থা ছিল না। একথা আমরা স্বীকার করিতে পারি না, কারণ শাস্ত্র কর্ত্তারা শত শত প্রকার বলির ব্যবস্থা করিয়াছেন তন্মধে, নর বলিই প্রধান এবং উষ্ট্র মহিষাদি বলিও তৎপর প্রধান বটে কিন্তু বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত বিধানের পদ্ধতির সঙ্কল্প মধ্যে ঐ সমস্ত বলির উল্লেখ নাই বলিয়া কি ঐ শত শত প্রকার বলির ব্যবস্থা ছিল না বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। বস্তুতঃ সেই অনুমান করা ব্যর্থ। কালিকা পুরাণাদি গ্রন্থে শত শত প্রকার বলিদান ও রক্ত-শীর্ষ দান এবং তদ্বিষয়ক বিশেষ বিশেষ বিধান প্রমাণ সমূহ লিপিবদ্ধ দৃষ্ট হয়। তবে যে লিখিয়াছেন ঐ সঙ্কল্পকালে ছাগপশুর উল্লেখ আছে, তাহার কারণ লিখিতেছি। পশুঘাত পূর্ব্বক রক্ত শীর্ষয়ো-র্বলিত্বং। পশুকে বধ করিয়া তাহার রক্ত শীর্ষ দান করার নাম বলি। দুর্গোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে কিন্তু পশু শব্দে প্রথমতঃ

ছাগপশুকেই বোধ করে। ছাগোহনাদেশে পশুরিতি গৌতম-বচনাৎ। যে স্থানে অমুক পশু বলিয়া বিশেষ নির্ব্বাচন নাই সেই স্থানেই পশু শব্দে ছাগ পশুকেই বোধ করিবে গোতমমুনি ইহা বলিয়াছেন। পুরাণোক্ত পদ্ধতি কর্ত্তারাও তজ্জন্য ছাগপশু বলি-দানেরই সংক্ষেপ হেতু সঙ্কল্প লিখিয়াছেন, প্রত্যেক পশু বলির সঙ্কল্প লিখিতে গেলে গ্রন্থ অত্যন্ত বড় হয় তজ্জন্য লিখেন নয়। আর মহিষ বলি দিতে হইলেও দুই তিনটি ছাগপশু বলিদান করিয়া মহিষ বলি দিতে হয়।

দ্বিত্রীন্ বা বলিং দত্ত্বা ততোদদ্যান্মহাবলিং।

মহাবলি শব্দে মহিষ বলি ব্যবহারও সেইরূপ আছে। যখন মহিষ বলির পূর্ব্বেও ছাগপশু বলিদান করিতে হইবে সুতরাং সংক্ষেপ বশতঃ ছাগপশু বলিরই সঙ্কল্প লিখিত হইয়াছে, ঐ সঙ্কল্প দেখিয়াই অন্য বলির সঙ্কল্প রচনা করিতে হইবে।

একত্রদৃষ্ট শাস্ত্রার্থোহন্যত্রাপিচ কল্প্যতে বাধকং বিনা।

এই ন্যায় বশতঃ একস্থানে যেরূপ শাস্ত্রার্থ দৃষ্ট হয় অন্য স্থানেও সেই রূপ শাস্ত্রার্থ কল্পনা করিতে হইবে।

আর বি, এ, বি; এল্, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বীয় গৃহের পদ্ধতি খানিতে মহিষ বলির সঙ্কল্প নাই বলিয়াই যে ঐ সঙ্কল্প নাই তাহা নহে। যাহারা পূর্ব্বাপর মহিষ বলি দিয়া আসিতেন তাহাদের গৃহের পদ্ধতিতে ঐ বলির সঙ্কল্প দেখা যায়। আর ৪৩ পৃষ্ঠায় যে লিখিয়াছেন এই মহিষ বলি না দিলে দুর্গাপূজার কোন অঙ্গ হানি হয় না। তাহা সত্য বটে, এক প্রকার পশু বলিদান করিলে সাঙ্গ দুর্গাপূজা হয় কিন্তু মাহিষ রুধিরদ্বারা দুর্গা শতবর্ষকাল তৃপ্তা থাকেন,

ফলকামী পুরুষ দুর্গার সন্তোষ সাধন করিতে ইচ্ছা করে তাহারা দুর্গার অধিক সন্তোষ সাধনে সমর্থ হইলে অল্প সন্তোষ করিতে ইচ্ছা করিবে কেন। যে পরিমাণে ভগবতী সন্তুষ্টা হইবেন সেই পরিমাণে ফললাভ হইবে। দুর্গা সন্তুষ্টা হইলে যে কি ফল হয় তাহা লিখিতেছি।

তুষ্টায়াংনৃপ দুর্গায়াং নিমেষার্দ্ধেন যৎফলং।
নতদ্বক্তুং মহেশোপি শক্তো বর্ষশতৈরপি॥
ইতি ভবিষ্যপুরাণ বচনং।

হে রাজন্! নিমেষার্দ্ধকাল দুর্গা সন্তুষ্টা হইলে যে ফল লাভ হয় ঐ ফল বলিতে পঞ্চাননও বহুশত বর্ষে সমর্থ হয়েন না।

আর যে লিখিয়াছেন আমরা দেখিতে পাই যে, এই মহিষ বলির পর তাহার রুধির ও শীর্ষ দুর্গাকে দান করার প্রথা নাই এবং তৎপর লিখিয়াছেন যে, মহিষ রুধির বিদারিকা, পাপরাক্ষসী, পুতনা, কৌশিকী ও চণ্ডীকাকে দেওয়ার বিধান আছে। চণ্ডীকা কে? কেহ দুর্গা মনে করিবেন না। ইহাতে আমরা বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইলাম। আবার ৪৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বিদারিকা প্রভৃতি চণ্ডীকাও দুর্গার সহচরী, ডাকিনী, যোগিনী, ইহা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বকপোল কল্পিত বাক্য, ভ্রমে পতিত হইয়া লিখিয়াছেন। উন্মত্ত প্রলাপের ন্যায় বোধ হয়, কারণ চণ্ডীকা যে আদ্যাশক্তি মহা প্রকৃতি সর্ব্বপ্রধানা, তাহার প্রমাণ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর মধ্যে বহু বহু স্থানে এবং অন্যান্য অধিক পুরাণে ভূরি ভূরি আছে যথা—

যস্যাঃপ্রভাবমতুলং ভগবাননন্তো ব্রহ্মাহরশ্চ নহিবক্তুমলংবলঞ্চ।
সাচণ্ডিকাখিলজগৎ পরিপালনায় নাশায়চাশুভভয়স্য মতিংকরোতু।

ইন্দ্রাদি দেবগণ চণ্ডিকাকে স্তব করিয়াছেন। যে চণ্ডিকার অতুল প্রভাব এবং বল ভগবান বিষ্ণু ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর বলিতে অসমর্থ সেই চণ্ডীকা সমস্ত জগৎ পরিপালনার্থ ও অমঙ্গল ভয় নাশার্থ মতি করুন। চণ্ডিকেত্বাং নতাবয়ং। হে চণ্ডিকে! তোমাকে আমরা নমস্কার করি।

তান্ বিষন্নান্ সুরান্ দৃষ্ট্বা চণ্ডিকা প্রাহ...ধরা।
উবাচ কালীং চামুণ্ডে বিস্তরং বদনংকুরু॥

চণ্ডিকা দেবী সেই বিষন্ন ভাবাপন্ন দেবগণকে দর্শন করিয়া কালীকে বলিয়াছিলেন, হে চামুণ্ডে! তুমি বদন বিস্তার কর।

চণ্ডিকা শক্তিরত্যুগ্রা শিবাশত নিনাদিনী।
চণ্ডীংমুণ্ডৈর্নবম্যাং শ্রুতরুধিরজলৈঃ পাতিতানাং পশূনাং॥
প্রাতঃকালে দশম্যাং শ্রবণমুপগতে বর্জ্জয়েদীশপত্নীং।
চণ্ডিকে সততাবুর্দেজয়ন্তি পাপনাশিনী॥

ঐ চণ্ডিকাকে (দুর্গাকে) ছাগরুধির উৎসর্গের ন্যায় প্রথমতঃ রুধির উৎসর্গ করিয়া দিয়া পরে চারিভাগ করিয়া বিদারিকা, পাপরাক্ষসী, পূতনা, কৌশিকী এই অংশভূতা চারি দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া দিবে। ছাগরুধির যে প্রকার প্রধানা দেবতাকে দান করিয়া পরে ঐ রুধির চারিভাগ করিয়া বটুক, ক্ষেত্রপাল, গণপতি, যোগিনী এই চারিজন দেবতাকে দেওয়া হয়, তাহার ন্যায় মহিষের রুধিরও দিবার ব্যবস্থা, আর দুর্গা যে মহিষ রুধির গ্রহণ করেন তাহার প্রমাণ দুর্গোৎসব তত্ত্বে লিখিত আছে, যথা—

অন্যেষাং মহিষাদীনাং বলীনামথ পূজনাৎ।
কায়োমেধ্যত্বমাপ্নোতিরক্তং গৃহ্লাতিবৈশিবা॥

অন্ত যে মহিষাদি বলি তাহার পূজন হেতু শরীর অপবিত্রতা লাভ করে, এই হেতু শিবা রক্ত মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই সকল শিবা শব্দে দুর্গাকে বুঝাইয়াছে। অমরকোষ অভিধানে দুর্গা-শিবা এক পর্য্যায় শব্দ উক্ত আছে, যথা—

শিবা ভবানী রুদ্রাণী সর্ব্বাণী সর্ব্বমঙ্গলা।
অপর্ণা পার্ব্বতী দুর্গা মৃড়ানী চণ্ডিকাম্বিকা॥

অতএব দুর্গা যে মহিষ রুধির গ্রহণ করেন না তাহা কিছুতেই বোধ-গম্য হইতেছে না। ৪৫ পৃষ্ঠায় তিনি যুক্তি দিয়াছেন যে, আমরা আত্মবৎপূজা করিয়া থাকি, সুতরাং মহিষ মাংস, রুধির অপবিত্র অস্পৃশ্য বলিয়া ত্যাগ করি, সেই অপবিত্র দ্রব্য কখনও আমরা ইষ্ট দেবীকে উৎসর্গ করিযা দিতে পারি না। বাস্তবিক মহিষ রুধিব অপবিত্র, অস্পৃশ্য বলিয়া কোন শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই, সুতরাং ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের যুক্তি অনুসারে মহিষ রুধির দানে কোন বাধা হইতে পারে না। আর যদি অভক্ষণীয় বস্তু ইষ্টদেবীকে দেওয়া না যায় তবে ছাগরুধির কেহ কখন ভক্ষণ করে না। আর যে লিখিয়াছেন স্মৃতিকারক কিছু দেশ বিশেষের জন্য কোন একটি ব্যবস্থা করেন নাই। তিনি সকলের জন্য একই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই বাক্যটি ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোথা হইতে লিখিয়াছেন তাহা আমরা জানি না। মন্বাদি সংহিতা কারকগণ দেশ বিশেষে, কাল বিশেষে ও অধিকারী বিশেষে ব্যবস্থা বলিয়া সাধারণতঃ ব্যবস্থা বলিয়াছেন। আমি তাহার প্রমাণ স্বরূপ কতিপয় বচন লিখিলাম।

কর্ণাট লাটঙ্গকলিঙ্গদেশে বৃহস্পতী বাহুযুতো নিষিদ্ধঃ।
গঙ্গক্যা উত্তরেতীরে গিরিরাজস্য দক্ষিণে॥

সিংহস্থং মকরস্থঞ্চ গুরুং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ।
উৎকলে দেবরঃপতিঃ॥
বিন্ধ্যস্য পশ্চিমেভাগে মৎস্যভুক্ পতিতোনরঃ।
সমুদ্রযাত্রা স্বীকারঃ কমণ্ডলু বিধারণং॥
ইত্যাদ্যভিধায় ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে
বর্জ্যানাহুর্মনীষিনঃ।
ইত্যাদ্য বচন প্রতিপাদ্য॥

ধর্ম্মসকল কলিযুগে বর্জ্জন করিয়াছেন।

অনেকধাকৃতাঃ পুত্রাঋষিভির্যেঃ পুরাতনৈঃ।
নশক্যন্তেঽধুনাকর্ত্তুং শক্তিহীনৈরিদন্তনৈঃ॥
দেশানুশিষ্টং কুলধর্ম্মমোক্ষং সগোত্রধর্ম্মং
নহিসন্ত্যজেচ্চ॥
দেশাচারস্তাবদাদৌ নিযোজ্যো দেশে দেশে
যাস্থিতিঃ সৈবকার্য্যা।
লোকদ্বিষ্টং পণ্ডিতানাচরন্তি শাস্ত্রজ্ঞাতা
লোকমার্গেণযায়াৎ॥
যেষু স্থানেষু যে দেবা যেষু স্থানেষু যে দ্বিজাঃ।
তত্রতন্নাব মন্যন্তে যুগরূপাহিতেস্মৃতাঃ॥

আর যে লিখিয়াছেন, যথাব্যহং ভবান্দ্বেষ্টি যথাবহসি চণ্ডিকাং। ইত্যাদি যমস্যবাহন স্বস্তবররূপধরাব্যয়। ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ের কূট ব্যাখ্যা করিয়া তন্মধ্যে লিখিয়াছেন যে, যেহেতু তোমায় বধ করিতেছি সুতরাং আমার শত্রু নষ্ট করিয়া আমার উপকার কর এই প্রার্থনা সঙ্গত হইল কি? বাস্তবিক তাহা সঙ্গতই হইয়াছে, কারণ

মহিষ পশু চণ্ডিকা উদ্দেশ্যে বধ হইলেই দাতার রিপু বিনাশ ও মঙ্গল হইবে সুতরাং মহিষকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলা হইয়াছে। মহিষ বধে দুর্গা সন্তুষ্টা হইলেই দাতার অভিপ্রেত শত্রু বিনাশ ও মঙ্গল হইবে, এই অভিপ্রায়ে মহিষকে উক্তরূপ বলা হইয়াছে। ক্ষুদ্র পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হয় বলিয়া অনেক অনেক স্থানের সমালোচনায় ক্ষান্ত থাকিলাম।

গৃহ্লাতি সাধুর পুরুষস্তুগুণান্নদোষান্, দোষান্বিতো
গুণিগুণান্ পরিহায়দোষান্।
বালস্তনাংপিবতি দুগ্ধমস্পৃহায়, ত্যক্ত্বাপয়োরুধির
মেবপিবেজ্জলৌকা ॥ ॥

সম্পূর্ণ